বেতার বাংলা

পৌষ-মাঘ ১৪২৭

মহান বিজয় দিবস ২০২০

গত ০৯ নভেম্বর ২০২০ তারিখে রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদের সাথে জাতীয় সংসদ ভবনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সাক্ষাৎ করেন।
এ সময় রাষ্ট্রপতির পত্নী রাশিদা খানম উপস্থিত ছিলেন

গত ১১ নভেম্বর ২০২০ তারিখে রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদের নিকট বঙ্গভবনে
প্রধান বিচারপতি সৈয়দ মাহমুদ হোসেন সুপ্রীম কোর্টের বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৯ পেশ করেন

বেতার বাংলা

দ্বি-মাসিক পত্রিকা

পৌষ-মাঘ ১৪২৭ • ১৬ ডিসেম্বর ২০২০ - ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২১

আঞ্চলিক পরিচালক
মর্জিনা বেগম

সম্পাদক
সৈয়দ জাহিদুল ইসলাম

বিজনেস ম্যানেজার
মোঃ শরিফুর রহমান

সহ সম্পাদক
সৈয়দ মারগুব ইলাহি

প্রচ্ছদ
জামান পুলক

আলোকচিত্র
পিআইডি, বেতার প্রকাশনা দপ্তর
এবং বাংলাদেশ বেতারের কেন্দ্র ও ইউনিটসমূহ

মুদ্রণ সংশোধক
মো: হাসান সরদার

প্রকাশক
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ বেতার

বেতার প্রকাশনা দপ্তর
জাতীয় বেতার প্রশাসন ভবন
সৈয়দ মাহবুব মোর্শেদ সরণি
শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
ফোন:০২-৪৪৮১৩০৩৯ (আঞ্চলিক পরিচালক)
০২-৪৪৮১৩০৫৩ (সম্পাদক)
০২-৪৪৮১৩০০৯ (বিজনেস ম্যানেজার/ফ্যাক্স)
ওয়েবসাইট: www.betar.gov.bd
ইমেইল: betarbanglabd@gmail.com
ফেসবুক: /betarbangla

নামলিপি
কাইয়ুম চৌধুরী

মূল্য
প্রতি সংখ্যা: ২০ টাকা
ডাক মাশুলসহ প্রতি সংখ্যা: ৩০ টাকা

প্রোডাকশন
দশদিশা প্রিন্টার্স

সম্পাদকীয়

১৬ ডিসেম্বর মহান বিজয় দিবস, বাঙালির জাতীয় জীবনে আশ্চর্য অনুভূতিময় আনন্দ বেদনায় শিহরিত এক উজ্জ্বল দিন। মহান মুক্তিযুদ্ধের বিজয়ের স্মৃতি চিহ্নিত এ দিনটিতে বাংলাদেশ প্রত্যক্ষ করেছিল মুক্তি-সংগ্রামের চূড়ান্ত অর্জনকে, বিশ্ব মানচিত্রে আবির্ভাব ঘটেছিল স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাতের অন্ধকারে পাকিস্তানী সেনাবাহিনী হিংস্র শ্বাপদের মতো অতর্কিতে হানা দিয়েছিল এদেশের নিরীহ শান্তিকামী মানুষের উপর, তারপর দীর্ঘ নয় মাস ধরে প্রতিটি দিন প্রতিটি রাতকে কলঙ্কিত করেছে ঘাতক হায়েনা বাহিনী। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আহবানে সমগ্র বাঙালি জাতি ঝাঁপিয়ে পড়েছিল মুক্তি-সংগ্রামে, 'প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোল'– বজ্রকণ্ঠের সেই অমিয় বাণীকে সামনে রেখে মরণপণ প্রতিরোধ যুদ্ধে যোগ দিয়েছিল সমগ্র জাতি। অবশেষে ১৬ ডিসেম্বর এসেছিল সেই মাহেন্দ্রক্ষণ–একটি স্বাধীন জাতির জন্ম। মহান বিজয় দিবসের এই পূণ্যক্ষণে গভীর শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করি আমাদের বীর শহীদদের, সালাম জানাই সকল বীর মুক্তিযোদ্ধাদের।

১০ জানুয়ারি জাতির পিতার স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস। দীর্ঘ দশ মাস পাকিস্তানের কারাগারে বন্দী থেকে এই দিনে নিজের দেশে ফিরেছিলেন আমাদের জাতির পিতা সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। আমাদের স্বাধিকার থেকে স্বাধীনতার আন্দোলনের মূল নায়ক, যাঁর আহবানেই হয়েছিল আমাদের মুক্তিযুদ্ধ। যুদ্ধকালীন প্রতিটি মুহূর্তেই এই জাতি অনুভব করেছে তাঁর অস্তিত্ব। কারাগারের অন্ধপ্রকোষ্ঠে দিন কাটিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তন করলেন আমাদের স্বাধীনতার মহানায়ক। মূলত: বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের মধ্য দিয়েই আমাদের স্বাধীনতা-আমাদের বিজয় অর্জন সম্পূর্ণ হয়। ২০২১ সালে আমরা স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী পালন করতে যাচ্ছি। সেই সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে বর্তমান জনবান্ধব সরকারের হাত ধরে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় একটি সুখী-সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার পথে আজ আমরা অনেকখানি এগিয়ে গেছি। স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকীতে তাঁর স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ গড়ে তোলার দৃঢ় অঙ্গীকার আমাদের সবার।

১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশ বেতারের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী। 'বেতার সবার জন্য, সবসময়, সবখানে'-এই মূলমন্ত্র ধারণ করে বাংলাদেশ বেতার উন্নয়ন সম্প্রচারের নতুন মাইলফলক স্থাপন করেছে। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের গর্বিত উত্তরাধিকার বাংলাদেশ বেতারের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে আমাদের সকল শ্রোতা, শুভানুধ্যায়ী এবং বেতার বাংলা'র পাঠকদের প্রতি রইল আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

সূচি

৩৫ বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস: কিছু কথা
ড. সাইফুদ্দীন চৌধুরী

৫ বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলাঃ বিজয় দিবসে উন্নয়ন ভাবনা
ড. মো. গোলাম রহমান

৩ পর্ব ০১ বঙ্গবন্ধুর 'আমার দেখা নয়াচীন': বিপ্লবোত্তর চীনা-সমাজের চালচিত্র
ড. মো: মেহেদী হাসান

বেতার সংবাদ ৬৪

পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তি: শান্তির সূচনা বিন্দু
নুসরাত হাবিব ২৪

বড়দিনের মহিমা! পরিত্রাতার আগমন
প্রিন্স শমুয়েল সরেন ২৯

শীত আর্ত
নাসরীন মুস্তাফা ৩২

বাংলাদেশ বেতারের ৮১তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী (১৯৩৯-২০২০)

প্রতিষ্ঠার ৮১ বছর: যেখানে দাঁড়িয়ে বাংলাদেশ বেতার
হোসনে আরা তালুকদার ৩৯

গ্রামের নাম আড়াইনাও
মো: আবদুল হক ৪১

বেতার উপস্থাপনা
দেওয়ান মোহাম্মদ আহসান হাবীব ৪২

মহাপ্রাচীরের দেশে দিন কয়েক
কিশোর রঞ্জন মল্লিক ৪৪

বেতার নাটক ও মমতাজউদদীন আহমদ
মো. ফখরুল করিম ৪৮

একটি ভ্রমণ বৃত্তান্ত
সৈয়দা তাসলিমা আক্তার ৫০

বেতার সংবাদের সদর-অন্দর
মো: সিরাজুল ইসলাম ৫২

যোজনগন্ধা
কানিজ পারিজাত ৪৭

কথার কথকতা
তানিয়া খান ৪৭

কবিতা

আমার বিজয়
রঙ্গু শাহাবুদ্দীন ৮

কাঁদলেন একজন নিপাট মানুষ
কাজী রোজী ৩৭

তরু পল্লব

রাসেল সোনা ভাইটি আমার
জাহানারা নাসরিন ৫৫

আমার অহংকার
হামিদা পারভীন ৫৫

ইসকুলে চাই যেতে
আলমগীর কবির ৫৫

যে বন্দিত্ব শাপেবর
তাসফিয়া তাবাসসুম তৈষী ৫৬

সাহিত্যিকের কাজ
মৌরুসি মঞ্জুষা ৫৭

খুকুর পুতুল
তুফান মাজহার খান ৫৭

৭০

তোহফার দুল
মনজুর-ই-আলম ফিরোজী ২৬

বেতার পর্ব

মহান বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে বিশেষ অনুষ্ঠান পরিকল্পনা ৯
বাংলাদেশ বেতারের জাতীয় ও স্থানীয় সংবাদ ৫৮
বাংলাদেশ বেতার হতে প্রচারিত অনুষ্ঠানের দৈনিক সময়সূচি ৫৯
বাংলাদেশ বেতারের এফ এম ট্রান্সমিটারসমূহ ৬১
বেতার বাংলা'র নতুন গ্রাহক ৭২

বেতার অ্যালবাম ৬৭

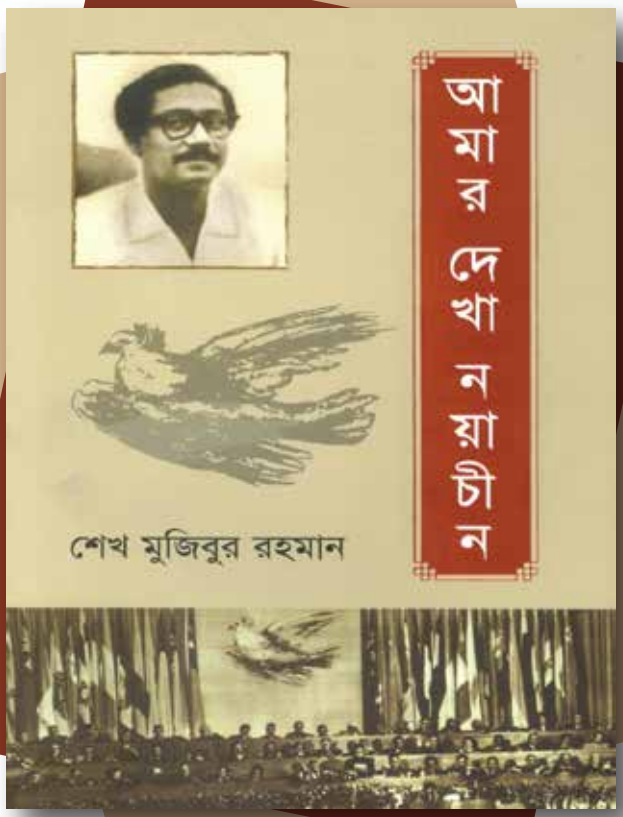

পর্ব ০১

বঙ্গবন্ধুর 'আমার দেখা নয়াচীন': বিপ্লবোত্তর চীনা-সমাজের চালচিত্র

ড. মো: মেহেদী হাসান

এক.

জে এ কুডন 'ট্রাভেল বুক" সম্পর্কে বলেন যে, নিয়মিত লেখকরা অনিয়মিতভাবে কিছু ভ্রমণ কাহিনি লিখে থাকেন। তবে কুটনীতিক, ধর্মপ্রচারক, ভাড়াটে-যোদ্ধা, অভিযান-পরিচালনাকারী, নাবিক এবং আবিষ্কারক – এঁরাই প্রধানত ভ্রমণ কাহিনি লিখে থাকেন। বঙ্গবন্ধুকে আমরা এ তালিকায় আবিষ্কারকের ভূমিকায় পাই। কুডন আরও বলেন যে, সাহিত্যের এ শাখাটি কোনো এলাকায় অস্থায়ীভাবে অবস্থানকারী ব্যক্তির চোখে দেখা অভিযান আর আবিষ্কারের বিবরণ তুলে ধরে। একজন বিদেশির চোখে একটি নতুন ভূমির পরিচয় তুলে ধরার কথা বলা হলেও এ গ্রন্থে আমরা প্রথাগত ভ্রমণের বিবরণ পাবো না। বরং এমন এক রাজনীতিককে পাবো যিনি একটি নতুন ব্যবস্থার নানা দিক দেখছেন, মুগ্ধ হচ্ছেন, প্রয়োজনে সমালোচনা করছেন আর নিজ দেশে এমন ব্যবস্থাপনার অভাবের জন্য দুঃখ করছেন। হয়তো স্বপ্ন দেখছেন তেমন কিছু কিছু করার। ভেতরের অনুপ্রেরণাটা আমরা বলবো দেশপ্রেমের। একটা দেশ দেখার আনন্দ তাঁকে নিজ দেশের প্রতি আরও দায়িত্বশীল ও কর্মতৎপর করে তুলছে যেন। তিনি ভ্রমণে গেছেন শান্তি সম্মেলনে অথচ তাঁর উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলছেন : "আমি দেখতে চাই কৃষির উন্নতি, শিল্পের উন্নতি, শিক্ষার উন্নতি, সাধারণ মানুষের উন্নতি।"

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান (১৯২০-৭৫) ১৯৫২ সালের যে সময়ে চীন ভ্রমণ করেন সে সময়ে নয়াচীনের বয়স মাত্র ৩ বছর। তাঁর নিজেরও বয়স মাত্র ৩২ বছর। তখনো তিনি বঙ্গবন্ধু হয়ে ওঠেননি। ১৯৫০- এর মার্চ থেকে টানা দুবছরের মতো জেলে কাটিয়েছেন। মুক্তি পাওয়ার পরপরই এবছর পূর্ব-পাকিস্তান আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পেয়েছেন। এ সময়টা খুব গুরুত্বপূর্ণ, বঙ্গবন্ধুর জন্য যেমন, পূর্ব-বাংলার রাজনীতির জন্যও; এমন কি চীনের জন্যও। কারণ মাত্র তিন বছরের মতো হয়েছে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব শেষ করে

একটি নতুন কাঠামোয় দেশ শুরু করেছেন মাও সে তুং (১৮৯৩-১৯৭৬); এটাকে বঙ্গবন্ধু 'নয়াচীন' বলেছেন। ১৯৫২ সালের অক্টোবরে 'এশীয় ও প্রশান্ত-মহাসাগরীয় আঞ্চলিক শান্তি সম্মেলনে' পাকিস্তান প্রতিনিধি দলের সদস্য হিসেবে চীন ভ্রমণ করেন তিনি। চীনে তখন মাত্র জাতীয়তাবাদী চিয়ান কাইশেকের (১৮৮৭-১৯৭৫) সরকারকে উৎখাত করে মাও-সে তুংয়ের নেতৃত্বে কমিউনিস্ট পার্টির বিপ্লবী সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এসময়টাতে ভ্রমণকালে নিবিড়ভাবে চীনকে দেখেছেন, পরিবর্তনশীলতার চেহারাটা মনে রেখেছেন, এবং দুবছর পর যখন জেলে গেছেন তখন স্মৃতি থেকে তিনি লিখেছেন 'আমার দেখা নয়াচীন'। তিনি বলছেন, 'আমরা আওয়ামীলীগের লোক–সংখ্যায় বেশি হয়ে গেলাম; কম্যুনিস্টরা আমাদের 'প্রতিক্রিয়াশীল' বলে থাকে; আর মুসলিম লীগাররা কম্যুনিস্ট ভাবাপন্ন বলে গালমন্দ করে থাকে।" এ মন্তব্য বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক দর্শনের পরিচয়ও তুলে ধরে। একদিকে তিনি 'নন-কমিউনিস্ট', জাতীয়তাবাদী অন্যদিকে 'কমিউনিস্ট ভাবাপন্ন' একজন রাজনীতিক হিসেবে পরিচিত হন। এটা গুরুত্বপূর্ণ। আমরা দেখব, চীন ভ্রমণে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গিতে এ পরিচয়ের নানাদিক যেন ফুটে ওঠে। বঙ্গবন্ধু একটু সতর্কও করেছেন পাঠকদের; যেমন, "এখানে একটা বিষয় আলোচনা করা দরকার, চীনা শান্তি কমিটি ও সরকার ঠিক বুঝতে পেরেছিলেন যে, আমরা পাকিস্তান থেকে যারা গিয়াছি, তারা কম্যুনিস্ট না এবং কম্যুনিস্ট ভাবাপন্নও না। অনেকে এর মধ্যে কম্যুনিস্ট বিরোধীও আছেন। তাই বোধ হয় প্রাণ খুলে আমাদের সাথে আলাপ করছেন না অনেকেই।"

একজন জাতীয়তাবাদী নেতার দৃষ্টিতে সদ্য প্রতিষ্ঠিত একটি কমিউনিস্ট সরকার কেমন – তার একটা দুর্দান্ত রূপ পাওয়া যাচ্ছে এ রচনায়। সাধারণ অর্থে চীন সম্পর্কে আমরা যে বিবরণ পাই, অর্থাৎ চীনকে আমরা যেভাবে জানি এবং আমাদের চৈতন্যে চীনের যে ছবি মূর্ত হয়ে আছে বঙ্গবন্ধুর বিবরণ সে ছবির একটা বিকল্প বয়ান উপস্থাপন করে। তিনি কমিউনিস্ট ছিলেন না। সে কথা তিনি বারবার বলেছেন। তবে যে চীন দেখেছেন তিনি, সে চীনকে বস্তুনিষ্ঠভাবে পাঠকের সামনে তুলে ধরতে দ্বিধা করেননি। এটাই এ ভ্রমণ-কাহিনির মূল সম্পদ। আমরা পড়তে গিয়ে বুঝতে পারি একটি সাধারণ ভ্রমণ কাহিনিতে জোর পায় প্রকৃতি, ব্যক্তিগত উপভোগের বিষয়। কিন্তু এ ভ্রমণকাহিনিতে দেখছি জোর পড়েছে চীনের আর্থসামাজিক-বাস্তবতা ও রাজনীতি। সবচেয়ে বেশি জোর পড়েছে অতি সাধারণ কৃষক-শ্রমিকের জীবন প্রণালী। ভ্রমণ কাহিনিতে দেখছি, তিনি বারবার সাধারণ মানুষের সঙ্গে মিশতে চাইছেন নানাভাবে, সেটা এ জন্যে যে এতে তাদের জীবন তিনি বুঝতে পারবেন। সেটা তিনি উল্লেখও করেছেন। এটা অনন্য সম্পদ।

দুই.

ভ্রমণের শুরুতেই দুর্দশা দেখছি। সেটা বিদেশে নয়, নিজ দেশে। পূর্ব-বাংলা আওয়ামীলীগের পাঁচজন নেতা যাবেন, কিন্তু 'পাসপোর্ট' নেই। সেটার অনুমতি আনতে হয় করাচি থেকে। বঙ্গবন্ধু বলছেন, "করাচির হুকুম প্রয়োজন। তাহা না হলে তো পাকিস্তানের বিশেষ করে পূর্ববাংলার কোন জলসাই হয় না।" এ উক্তিতে শ্লেষ আছে, সেটা আমাদের দৃষ্টি এড়ায় না। সে সময়ে কেন্দ্রিভূত ক্ষমতা ভরকেন্দ্রের প্রতি এ ইঙ্গিত করছেন তিনি। তিনি আরও বলছেন : আমাদের বিদেশে লিখতে হবে পাকিস্তানি ব্রিটিশ নাগরিক। হায়রে স্বাধীনতা! বাড়ি ফিরতে প্রায় ছয়টা বেজে গেল। টাকার প্রয়োজন, আমরা তো বড়লোক নই। আর পাকিস্তানে ফটকা ব্যবসা করতেও আসি নাই যে নগদ টাকা থাকবে। ধার করতে হবে। জোগাড়ে লেগে গেলাম। যাহা হোক, কোনো মতে কিছু জোগাড় করলাম, কাপড়-চোপড়ও কিছু জোগাড় হলো। দুই বৎসর, আড়াই বৎসর জেলে থেকে কাপড় প্রায়ই ছোট হয়ে গেছে।

বিমান ভ্রমণের শুরুতে ব্রহ্মদেশের (বর্তমান মিয়ানমার) বিবরণ পাচ্ছি। সেখানে সামান্য উপস্থিতির সময়টাতে তিনি প্রকৃতির সৌন্দর্য নয়, দেখছেন মায়ানমারের রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক সংকট। জাতিগত সংকটের যে সমস্যা মায়ানমারে আজও যায়নি। কারেনদের সে সমস্যা আজও বিদ্যমান। বোঝা যায়, ১৯৫২ সালের সে বাস্তবতা এখনো জান্তব ও প্রাসঙ্গিক হয়ে আছে। পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূতের জীবন-যাপনের চেহারাটা দেখতেও ভুলছেন না। বলছেন, "রাষ্ট্রদূত অনেক জাঁকজমকের সঙ্গে থাকেন, বিরাট অফিস ও বহু কর্মচারী তাঁকে সাহায্য করে। দেখে মনে হলো, যাদের টাকা দিয়া এত জাঁকঝমক তাদের অবস্থা চিন্তা করলে ভালো হতো। তাদের ভাতও নাই, কাপড়ও নাই, থাকবার মতো জায়গাও নাই। তারা কেউ না খেয়ে রাস্তায় রাস্তায় ঘোরে।" বঙ্গবন্ধুর আজীবনের রাজনীতি ও ভাবনা ছিলো এদের নিয়ে। প্রান্তিকতাকে তিনি এত গুরুত্ব দিচ্ছেন যে কেন্দ্রের এক বিলাসী কর্মকর্তার জীবন দেখে তাদের কথা মনে পড়ে যাচ্ছে।

আমরা এ বাস্তবতা থেকে এখনো বের হয়ে আসতে পারিনি। এ রচনায় আমরা বঙ্গবন্ধুর রসবোধের পরিচয়ও পাচ্ছি। চীনে ঢোকার আগে হংকং হয়ে যাচ্ছেন। সে সময়ে রসবোধের পরিচয় পাচ্ছি হংকংয়ের একটি ঘটনায়। রাস্তায় একটা ১৬/১৭ বছরের মেয়ে আতাউর রহমানের কলারে ফুল লাগিয়ে দিতে অগ্রসর হয়। বঙ্গবন্ধু সে সময়কার এ ঘটনা রসাত্মকভঙ্গিতে উপস্থাপন করছেন এভাবে: "হংকংয়ে ফুল দেওয়াটা হলো 'প্রেম নিবেদন'। ফুলটা গ্রহণ করলে ওরা মনে করবে আপনি তার সাথে যেতে রাজি হয়েছেন। আপনাকে হাত ধরে সাথে করে ওদের জায়গায় নিয়ে যাবে। বেচারি ভেবেছিল, আমাদের দলের নেতা মোটাসোটা, ভালো কাপড় পরা, গম্ভীর প্রকৃতির – টাকা পয়সাও নিশ্চয়ই যথেষ্ট আছে,। ঠিকই ধরেছিল, বেচারি জানে না, আমাদের নেতা নীরস ধর্মভীরু মানুষ, 'আল্লাহ আল্লাহ' করেন আর একমাত্র সহধর্মিণীকে প্রাণের চেয়ে অধিক ভালোবাসেন।" এ ঘটনার প্রকাশভঙ্গির সরলতা একটা রসবোধের জায়গায় পৌঁছে দেয় – বর্ণনার চমৎকারিত্ব পাঠকের চোখ এড়ায় না।

লেখক: পরিচালক
এইচ এস টি টি আই, কুমিল্লা

বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলাঃ বিজয় দিবসে উন্নয়ন ভাবনা

ড. মো. গোলাম রহমান

বাংলাদেশের উন্নয়ন ভাবনায় বঙ্গবন্ধুর প্রদর্শিত চিন্তাভাবনা সুদূর প্রসারী দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় বহন করে। বাঙালির অবিসংবাদিত নেতা সোনার বাংলার স্বপ্ন দেখেছিলেন; দেখেছিলেন শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন। ত্যাগ তিতিক্ষায় নিবেদিতপ্রাণ মহান মানবতাবাদী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হয়ে উঠেছিলেন বিশ্বের অন্যতম তারকা। তৃতীয় বিশ্বের এবং জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের অন্যতম নেতৃত্বদানকারী পর্বতপ্রমাণ ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব।

আমরা দেখেছি, বিবিসি ২০০৪ সালে ১৪ এপ্রিল বাংলা নববর্ষের দিনে শ্রোতা জরিপ ও ভোটের মাধ্যমে ঘোষণা করল সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নাম। বঙ্গবন্ধুর জীবনের অন্যতম স্বীকৃতি বাংলাদেশের জাতির পিতা হিসেবে বাঙালির গর্ব করার মত একটি বিরল সম্মান ও গর্বের বিষয়। বঙ্গবন্ধু তাঁর জীবনের ৪ হাজার ৬৮২ দিন কাটিয়েছিলেন কারাগারে। বৃটিশ আমলে ৭ দিনসহ পাকিস্তানের কারা প্রকোষ্ঠে তাঁকে থাকতে হয়েছিল ৪ হাজার ৬৭৫ দিন। এই ত্যাগী নেতা ১৯৪০ সালে ছাত্র থাকাকালে রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করেন। সেবছর শেখ মুজিব নিখিল বঙ্গ মুসলিম ছাত্রলীগ ও নিখিল ভারত ছাত্র ফেডারেশনের কাউন্সিলর নির্বাচিত হন। শেখ মুজিব ১৯৪২ সালে এন্ট্রেস পাশ করেন। এরপর থেকে তিনি সক্রিয় রাজনৈতিক নেতা হিসাবে পরিচিত হয়ে উঠেন। ১৯৪৬ সালে তিনি ইসলামিয়া কলেজের ছাত্র সংসদ নির্বাচনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন ইসলামিয়া কলেজ থেকে ১৯৪৭ সালে ইতিহাস ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিষয় নিয়ে স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন। এবছর পাকিস্তান আন্দোলনের সমর্থক হিসেবে বিভিন্ন নির্বাচনী প্রচারাভিযানে অংশগ্রহণ করলেও তাঁর রাজনৈতিক মেধা ও প্রজ্ঞার ফলে ভবিষ্যৎ রাজনীতির দিক নির্ণয় করতে সমর্থ হন। সেসময়ই তিনি অনুভব করেন সাম্প্রদায়িক ও সুবিধাবাদী বুর্জোয়া দল মুসলিম লীগের নেতৃত্বে পাকিস্তানের অধীন পূর্ববাংলার জনগণের যথার্থ মুক্তি আসবে না। ভারত ভাগের পর কোলকাতার দাঙ্গা প্রতিরোধে শেখ মুজিব উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন। পাকিস্তান গঠনের পরপরই মুজিব বুঝতে পারছিলেন যে বিজাতীয় পাকিস্তানিদের শোষণের শিকার হয়ে পূর্ববাংলা বঞ্চিত ও নির্যাতিত হতে থাকবে। শোষণ, বঞ্চনা ও নির্যাতনের সরাসরি ফলাফল আমরা দীর্ঘকাল দেখেছি। সেই উপলব্ধি থেকে শেখ মুজিব বাংলার মানুষের মুখে হাসি দেখতে চেয়েছেন।

বঙ্গবন্ধুর ৫২তম জন্মদিনে, ১৭ মার্চ ১৯৭১ সালে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেছিলেন, "...আমি আমার জন্মদিন পালন করি না, আমার জন্মদিনে মোমের বাতি জ্বালি না, কেকও কাটি না। এদেশের মানুষের নিরাপত্তা নেই। অন্যের খেয়ালে যেকোন মুহূর্তে তাদের মৃত্যু হতে পারে। আমি জনগণেরই একজন। আমার জন্মদিনই কি আর মৃত্যুদিনই কি? আমার জনগণের জন্যই আমার জীবন ও মৃত্যু।" (আবুল মনসুর আহমেদ, শেরে বাংলা হইতে বঙ্গবন্ধু, জানুয়ারি ১৯৮১, প্রথম সংস্করণ)। বৈষম্য এবং শোষণমুক্ত সমাজের স্বপ্ন আর গণতান্ত্রিক চেতনায় সমৃদ্ধ একটি দেশ ধীরে ধীরে স্পষ্ট হতে থাকে শেখ মুজিবের ধারণাচিত্রে। তাঁর প্রাথমিক রূপকল্প হচ্ছে ১৯৬৬ সালের ৫ ও ৬ ফেব্রুয়ারি লাহোরে অনুষ্ঠিত বিরোধীদলসমূহের নেতৃবৃন্দের কাউন্সিল। সেখানে শেখ মুজিবুর রহমান ঐতিহাসিক ছয়দফা কর্মসূচী ঘোষণা করেন। ১১ ফেব্রুয়ারি ঢাকায় ফিরে তিনি সাংবাদিক সম্মেলনে তাঁর ছয়দফা কর্মসূচী ব্যাখ্যা

করেন। ছয়দফার প্রধান বিষয়গুলো সংক্ষেপে, এই রকম ঃ সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে কেন্দ্রে ফেডারেল সরকার ও আইন সভার নির্বাচন; ফেডারেল সরকারের হাতে দেশ রক্ষা ও পররাষ্ট্র বিষয়; দুই প্রদেশের জন্য পৃথক অথচ বিনিময়যোগ্য মুদ্রা; প্রদেশগুলোর নিজস্ব কর নির্ধারণ ব্যবস্থা; দুই প্রদেশের বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের পৃথক হিসাব ও আন্তঃপ্রাদেশিক পণ্যে কর ধার্য না করা; এবং পূর্বপাকিস্তানের জন্য পৃথক মিলিশিয়া প্যারা-মিলিটারি বাহিনী গঠন করা। ছয়দফাকে বাঙালির মুক্তিসনদ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। কারণ, পূর্ব বাংলার মানুষের ভাগ্য উন্নয়ন এবং গণতান্ত্রিক- সাংস্কৃতিক মুক্তির লক্ষ্যে এই মুক্তি সনদে নিহিত আছে বাঙালির ভবিষ্যৎ- এই বিশ্বাস বাঙালির মনেপ্রাণে জন্মেছিল তখন। অর্থনৈতিক বৈষম্যের দীর্ঘ ফিরিস্তি তখন থেকেই আলোচিত হতে থাকে। পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের অর্থনৈতিক বৈষম্য এতটাই সুস্পষ্ট ছিল যে, যেকোন বাঙালি পূর্ব-পাকিস্তান থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে কোন কাজে গেলে অবিশ্বাস্য অবকাঠামোগত পার্থক্য অবলোকন করতেন গভীর উদ্বেগের সাথে। আর সে কারণেই ছয়দফার প্রতি বাঙালির একটি শক্ত অবস্থান গড়ে ওঠে। ছয়দফার প্রচারাভিযানে শেখ মুজিব ঢাকা, সন্দ্বীপ, চট্টগ্রাম ও খুলনায় জনসভা করেন। খুলনা থেকে ঢাকা ফেরার পথে যশোরে তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। ১৯৬৬ সালে এই প্রচারাভিযানে যাওয়ার পূর্বে ১৪৪৩ জন কাউন্সিলরের উপস্থিতিতে শেখ মুজিব আওয়ামী লীগের সভাপতি নির্বাচিত হন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সুদীর্ঘ সংগ্রামের ইতিহাসের অন্যতম একটি দিক হচ্ছে বাংলাদেশের মানুষের অর্থনৈতিক উন্নয়ন- স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ে তোলা।

মুক্তিযুদ্ধের পর ধ্বংসপ্রাপ্ত বাংলাদেশের অবকাঠামো গড়ে তোলা, মানুষকে অন্ন-বস্ত্র- আশ্রয় নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নিরলস পরিশ্রম বঙ্গবন্ধুকে নতুন আর্থ- রাজনৈতিক দর্শনের ভিত্তি হিসাবে প্রায়োগিক সম্ভব চিন্তা করার সুযোগ করে দেয়। সারা বিশ্বে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলন জোরদার হয়; গণতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক বিকাশের পথে নব্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশগুলো এগুতে থাকে। বাংলাদেশ সীমিত শিল্প উন্নয়ন এবং কৃষিনির্ভর অর্থনীতির মূলে

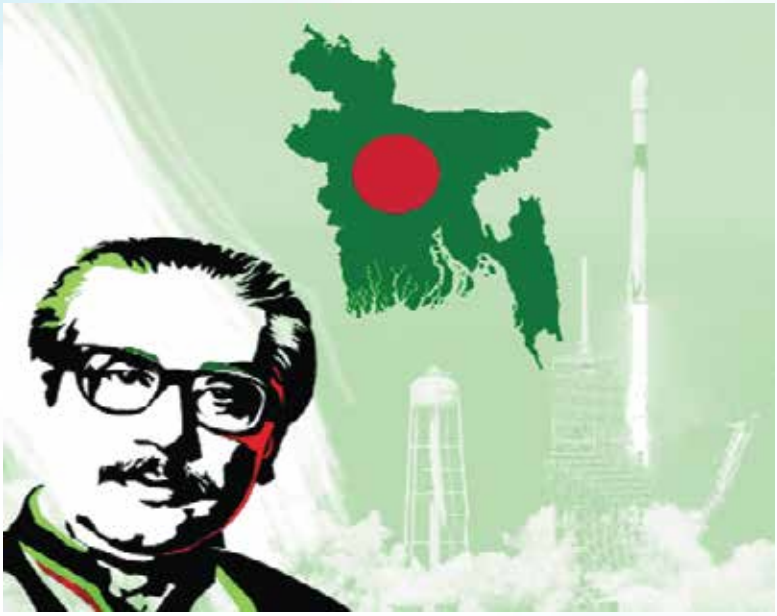

এগিয়ে যেতে থাকে। যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশকে স্বাভাবিক অর্থনৈতিক গতি বৃদ্ধির জন্য প্রাথমিক ধাক্কা সামলিয়ে তিন বছরেই উন্নয়নের নতুন অধ্যায় সূচিত হয়। অধনতান্ত্রিক বিকাশের পথে বাংলাদেশ বিশ্বদরবারে পরিচিত হতে থাকে। আধুনিক প্রযুক্তি ও বিজ্ঞানসম্মত উন্নয়ন অগ্রাধিকার পেতে থাকে। কিন্তু সেই উন্নয়নের ধারায় জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রের শিকারে পরিণত হয় বাংলাদেশ। ১৫ আগস্ট ১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধু ও তাঁর পরিবার এবং আত্মীয়-স্বজনের মর্মান্তিক হত্যাকান্ডে জাতি হারায় সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালিকে। দেশের উন্নয়ন এবং অর্থনৈতিক মুক্তির প্রত্যাশা ভূলুণ্ঠিত হয়। বাঙালির আশাভরসা ধীরে ধীরে মিলিয়ে যেতে থাকে। দীর্ঘ ২১ বছর মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্বদানকারী রাজনৈতিক দলকে বিচ্ছিন্ন রেখে বঙ্গবন্ধুর নামটি উচ্চারণের সুযোগ কেড়ে নেওয়া হয়। এই দীর্ঘকাল পাড়ি দিয়ে বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা শেখ হাসিনার নেতৃত্বে দেশে আবার উন্নয়নের অভিযাত্রা শুরু হয়। বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ে তোলার প্রত্যয়ে আজ বাংলাদেশ বিশ্বের বুকে একটি 'রোল মডেল' হিসাবে পরিগণিত হচ্ছে।

আজকাল বাংলাদেশের উন্নয়ন দক্ষিণ এশিয়া তথা বিশ্বের বিভিন্ন উন্নয়ন সূচকের মানদণ্ডে অগ্রে অবস্থান করছে। সার্ক দেশসমূহের মধ্যে বাংলাদেশ অনেকগুলো সূচকে এগিয়ে রয়েছে। গত বছর বিশ্বব্যাংক সূত্রে জানা যায় জিডিপি বিকাশের ধারায় সরকারিভাবে ৮.২% লক্ষ্য ধরা হয়েছে। বিশ্ব ব্যাংক এই বৃদ্ধির হারকে দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশগুলোর তুলনায় দ্রুততম বলে অভিহিত করেছে। ১৫ অক্টোবর ডেইলি স্টার উল্লেখ করেছে ভারতের মাথাপিছু জিডিপি বৃদ্ধির চেয়ে বাংলাদেশের এই বৃদ্ধি উল্লেখযোগ্য। ভারতে মাথাপিছু জিডিপি যেখানে ১,৮৭৭ ডলার, বাংলাদেশে একই সময়ে বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ১,৮৮৭.৯৭ ডলার। এ হিসাব ২০২০ সালের। দি বিজনেস স্টান্ডার্ড (১৪-১০-২০২০) উল্লেখ করেছে, ``Bangladesh overtakes India in per capita gross domestic product (GDP) though it trails behind the giant neighbor in other counts such as lower purchasing power reveals the latest outlook of the International Monetary Fund (IMF). জিডিপির মাথাপিছু বৃদ্ধির বিশ্বে প্রধান ১০ টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশ ৬ষ্ঠ স্থানে রয়েছে ৩.৯৬% হারে।

ইতোমধ্যে মানব উন্নয়ন সূচকে বাংলাদেশ প্রভূত উন্নতি সাধন করেছে। এটি এখন দাঁড়িয়েছে ০.৬০৮ এ, দক্ষিণ এশিয়ার অনেক দেশই এই সূচকে নিম্নে অবস্থান করছে। সার্কদেশসমূহের মধ্যে আয়ুষ্কাল তুলনা করে দেখা যায়, ২০১৮ সালে এটি দাঁড়ায় ৭২ বছর। মালদ্বীপ ও শ্রীলংকা এর থেকে এগিয়ে থাকলেও ভারত, পাকিস্তান, নেপাল, ভূটান ও আফগানিস্তান আছে

পিছিয়ে। ফুড অ্যান্ড এগ্রিকালচারাল অরগানাইজেশন (FAO) বলেছে চাষ করা মৎস্যের ক্ষেত্রে তৃতীয় প্রধান দেশ হচ্ছে বাংলাদেশ। এটি শীঘ্রই দ্বিতীয় স্থান অধিকার করতে চলেছে। এই অগ্রযাত্রায় উল্লেখ করার মত ধান চাষের ক্ষেতেও। বাংলাদেশ প্রধান তিনটি ধান চাষের দেশ হিসেবে উঠে এসেছে বলে সম্প্রতি এক গবেষণা তথ্যে US Department of Agriculture জানিয়েছে। এছাড়াও বাংলাদেশে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে শিশুমৃত্যুর হার হ্রাস, অধিক স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহার, মেয়ে শিশু স্কুলে ভর্তি ইত্যাদি অনেক বিষয়ে অগ্রগতি সাধিত হয়েছে।

দেশের আরো একটি অন্যতম পদক্ষেপ হচ্ছে 'সামাজিক নিরাপত্তা জাল' যার মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের সুবিধা বঞ্চিতদেরকে আর্থিক সহায়তা এবং তাদের জীবনমান উন্নত করে দারিদ্র দূরীকরণে সাহায্য প্রদান। বিশ্ব ব্যাংকের হিসাব মতে তা প্রায় জাতীয় জিডিপির ২.৫% (২০১৯ সালে) এবং এই সহায়তার অংক বেড়েই চলেছে। বিভিন্ন ধরণের সুবিধা বঞ্চিত মানুষ যেমন বয়স্ক ভাতা, প্রতিবন্ধী ভাতা, অতিদরিদ্র সহায়তা, কাজের বিনিময়ে খাদ্য, যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা সহায়তা, মুক্তিযোদ্ধা চিকিৎসা সহায়তা, দুঃস্থ নারী সহায়তা, বিধবা ও সম্বলহীন মহিলা ভাতা, বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশু ও নারী সহায়তা ইত্যাদি সমাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি বাস্তবায়িত হচ্ছে। সাম্প্রতিক কোভিড-১৯ সংক্রমণের কারণে এই সহায়তা কর্মসূচী বিভিন্নভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং জনবান্ধব সরকারি প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। যে বাংলাদেশে একসময় ঋণাত্বক প্রবৃদ্ধি ছিল, ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরাম এর তথ্য বিশ্লেষণ মতে ১৯৭১ সালে ১৪% এবং যুদ্ধ বিধ্বস্ত উপুর্যপরি বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থ সেই অর্থনীতি সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ধনাত্বক অর্থাৎ প্রায় +৮% প্রবৃদ্ধি বজায় রাখতে সমর্থ হয়েছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধি হ্রাস, কৃষিতে ক্রমবর্ধমান ফসল উৎপাদন এবং এই খাতে সরকারি সহায়তা ও প্রণোদনা প্রদান, তৈরি পোষাক রপ্তানী স্থিতিশীল রেখে বিশ্বে কখনো দ্বিতীয় কখনো তৃতীয় স্থানে অবস্থান করছে। বিশ্ব অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি যখন হুমকির মুখে তখন বাংলাদেশ ধনাত্বক প্রবৃদ্ধি নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। "The 5 Fastest Growing Economics in the World" শীর্ষক নিবন্ধে বলা হচ্ছে, "Backed by an impressive track record for growth, Bangladesh is poised to become a middle income economy by its 50th birthday. In 2018, the size of its economy fulfilled all three eliglibity criteria for graduation from the UN Least Developed Countries (LDC) list for the first time. The country has made a remarkable progress in reducing poverty levels from 44.2% in 1991 to 14.8% in 2016/17… Bangladesh clocked an average of 6.5% growth over the decade and is expected to grow at an average 7.5% during the period from 2018-2021. The Asian Development projects a higher growth of 8% for Bangladesh in 2019 and 2020. (Prabeen Bajpai, Nasdaq, June 27, 2019).

Focus-Economics, "The World's Fastest Growing Economics" শীর্ষক নিবন্ধে বলেছে, দ্রুততম সমৃদ্ধি সাধনে বাংলাদেশকে দ্বিতীয় দেশ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। প্রযুক্তিগত এবং আধুনিক অবকাঠামো বিশেষ করে রাস্তা, ব্রিজ, কালভার্ট ইত্যাদি নির্মাণে দেশের নিজস্ব তহবিলের উপর নির্ভর করার অনেক প্রকল্পই আজ দেশের উন্নয়নকে বিশ্বের কাছে নতুন পরিচয়ে উপস্থাপন করেছে। মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় সমৃদ্ধ এই দেশ বাঙালি জাতিকে বিশ্ব দরবারে গর্বের সাথে উন্নয়নের নতুন ভাবাদর্শে প্রতিবিম্বিত করবে। দেশের মানুষের জীবনমানের গুণগত উন্নয়ন করে এদেশ এগিয়ে যাবে। বিজয় দিবসে এই উন্নয়ন ভাবনাই আমাদের চলার পথের পাথেয় হোক।

লেখক: অধ্যাপক ও সাবেক প্রধান তথ্য কমিশনার

আমার বিজয়

রঙ্গু শাহাবুদ্দীন

আকাশে নেই মেঘ --- ঝড়ের আভাস ..
চারিদিক উল্লসিত --দোয়েলের গান--
বিজয় হুঙ্কার --পাখ-পাখালির কলরব-
ছিদাম মাঝির মনকাড়া ভাটিয়ালি --
হাটে দোকানির হাঁকডাক--
খোপের কবুতরের
উড়াউড়ি --একটা উৎসব উৎসব ভাব--

পৃথিবী হাসে-জন্ম নিয়েছে তার বুকে
এক বীর শিশু --গগন বিদারী চিৎকার--রক্তাক্ত দেহ-তারপর প্রতিবাদ ---আনন্দ অশ্রু

শকুনের দাপাদাপি ---লাফালাফি ---
খেতে মজা পাকিস্তানী জানোয়ার --
রক্ত মাংস-ফালি ফালি কলিজা--কুকুরটার লোভাতুর চাহনি-একটু ভাগের আশায় ---

পৃথিবী জানে --আজ তার আনন্দ --কোলে তার
হাস্যজ্জ্বল শিশু--জীবনকে বড়ো নাড়া দিয়ে গেছে একাত্তর --দুর্বার বাঙালি----মুক্তিযুদ্ধ-রক্তে
চটকানো একটা ইতিহাস ----একটা শোকের সাগর -- সব একাকার --

বঙ্গবন্ধুর সেদিনের ডাক -স্বাধীনতা --বিজয় -
একসূত্রে গাঁথা ---আমার বাংলাদেশ -চির বিস্ময় !!!

মহান বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে বিশেষ অনুষ্ঠান পরিকল্পনা

১৬ ডিসেম্বর ২০২০ খ্রিস্টাব্দ, ০১ পৌষ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা

ঢাকা-"ক" মধ্যম তরংগ ৬৯৩ কিলোহার্জ এবং এফ এম ১০৬ মেগাহার্জ

সকাল

৮-৩০ দর্পণ: জাতীয় ঐতিহ্য, শিল্প ও সংস্কৃতি বিষয়ক ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান
প্রাসঙ্গিক কথা: মহান বিজয় দিবস ও বাংলাদেশ বেতারের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী : গ্রন্থাকার
ক. এই দিনে: এই দিনে ঘটে যাওয়া ঐতিহাসিক ঘটনার তথ্য সংকলন: গ্রন্থ থেকে
খ. কারাগারের রোজনামচা গ্রন্থ থেকে পাঠ: আশরাফুল আলম
গ. মুক্তিযুদ্ধ আমার অহংকার: মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি বিজড়িত স্থান, বিশেষ ঘটনা ও নিদর্শন নিয়ে প্রামাণ্য: মো: মিজানুর রহমান
ঘ. রূপালী সংস্কৃতি: বাংলাদেশের জনপ্রিয় মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক চলচ্চিত্র নিয়ে সংকলন: 'আগুনের পরশমনি': মো: জাহিদুর রহমান
ঙ. আমাদের গান: স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের গান
গ্রন্থনা: রাজিদুল ইসলাম দিরাজ
উপস্থাপনা: আহসান হাবীব বাপ্পী ও তামান্না সিদ্দিকী
পাণ্ডুলিপি পাঠে: ডালিয়া রহমান
তত্ত্বাবধানে: মোহাম্মদ নাসিমুল কামাল
প্রযোজনা: মো: দুলাল হোসাইন

৯-০৫ মন ছুটে যায়: ভ্রমণ ও পর্যটন বিষয়ক অনুষ্ঠান
স্থান: শহীদ বুদ্ধিজীবি স্মৃতিসৌধ, মিরপুর এবং জাতীয় স্মৃতিসৌধ, সাভার, ঢাকা
গ্রন্থনা ও সাক্ষাৎকার গ্রহণে: সুভাশিষ ভৌমিক
উপস্থাপনা: সুভাশিষ ভৌমিক ও সৈয়দা শাহান আরা চৌধুরী
তত্ত্বাবধানে: মোহাম্মদ নাছিমুল কামাল
প্রযোজনা: মো: দুলাল হোসাইন

৯-২৫ বিজয়ের গান

৯-৩৫ চলমান মাইক্রোফোন: স্পট রিপোর্টিং
বিষয় : মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক জাদুঘর
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: মামুন-উর-রশীদ
তত্ত্বাবধানে: মো: মনির হোসেন
প্রযোজনা: মো: দুলাল হোসাইন

১০-০৫ 'বিজয়ের গান' মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে শিশুকিশোরদের গান নিয়ে বিশেষ গীতিনকশা
গান রচনায়: আয়েত হোসেন উজ্জ্বল, নুরুল ইসলাম মানিক, শফিকুল ইসলাম বাহার
সুর সংযোজনায়: ফয়সাল আহমেদ, আবু বকর সিদ্দিক, আলমগীর হায়াত রুম্মন
পরিবেশনায়: শিশুশিল্পীবৃন্দ
গ্রন্থনা: শাকিলা হাসিন
উপস্থাপনা: মারজুকা বিনতে নাহিয়ান বিভা চন্দ্রিমা রানি পাল,
সম্পাদনা: মো: শামসুল হক
তত্ত্বাবধানে: জেসমিন নাহার,
প্রযোজনা: তৃপ্তি কণা বসু

১০-৩০ রক্ত রাঙা সূর্যোদয়: মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে বিশেষ গীতিনকশা
রচনা: রফিকুল ইসলাম ইরফান
সুর ও সংগীত পরিচালনা: বিশ্বজিৎ সরকার
অংশগ্রহণে: প্রিয়াংকা গোপ, দিনা মাসুদ, মো: শোয়েব, রাজিব, দিনাত জাহান মুন্নি, বর্ণনা: খন্দকার শামসউজ্জোহা ও

সেলিনা আক্তার শেলী
তত্ত্বাবধানে:
মো: মোস্তাফিজুর রহমান
প্রযোজনা: মো: মনিরুজ্জামান

বেলা

১১-০৫ বিজয় দিবস উপলক্ষে আবৃত্তির কবিতা পাঠের অনুষ্ঠান
ক. রফিক আজাদ এর কবিতা 'নেবে স্বাধীনতা'
আবৃত্তিতে: জয়ন্ত চট্টোপাধ্যায়
খ. মুহাম্মদ নুরুল হুদা এর কবিতা 'বিজয়'
আবৃত্তিতে: ভাস্বর বন্দোপাধ্যায়
গ. কানিজ পারিজাতের এর কবিতা 'সহজ মানুষ'
আবৃত্তিতে: রফিকুল ইসলাম
ঘ. জাহিদ মুস্তাফিজ এর কবিতা 'স্বাধীনতা প্রাণের অধি'
আবৃত্তিতে: ডালিয়া আহমেদ
ঙ. রবিউল হুসাইন এর কবিতা 'প্রিয়তমা বাংলাদেশ'
আবৃত্তিতে: হাসান আরিফ
গবেষণা ও গ্রন্থনা:
ইকবাল খোরশেদ
উপস্থাপনা: ইকবাল খোরশেদ ও মাহমুদা আখতার
তত্ত্বাবধানে: আনজুমান আরা বেগম
প্রযোজনা: কানিজ কুলসুম

দুপুর

১২-১০ 'গৌরবোজ্জ্বল দিন':
বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠান
অংশগ্রহণে :
ক. ক্যাপ্টেন সাহাব উদ্দিন আহমেদ, বীর উত্তম
খ. সৈয়দ আনোয়ার হোসেন, ইতিহাসবিদ ও বঙ্গবন্ধু চেয়ার অধ্যাপক, বাংলাদেশ ইউনির্ভাসিটি অব প্রফেশনালস
গ. সেলিনা হোসেন, বিশিষ্ট কথাসাহিত্যিক ও বঙ্গবন্ধু চেয়ার অধ্যাপক, বাংলাদেশ লোকপ্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র
সঞ্চালনায়: রেজাউল করিম সিদ্দিক
তত্ত্বাবধানে:
মোহাম্মদ রফিক উদ্দিন আকন্দ
প্রযোজনা: রাকিবা কবির

১২-৪০ স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের গান

বেলা

১-০০ 'গৌরবেরই সৌরভ' মুক্তিযুদ্ধের ব্যতিক্রমী সংগ্রহশালা উত্তরবঙ্গ জাদুঘর এর উপর বিশেষ প্রামাণ্য অনুষ্ঠান
প্রতিবেদনে:
শফিকুল ইসলাম বাহার
রেকর্ডিং ও প্রযোজনা:
মো: মোস্তাফিজুর রহমান

৩-০৫ "আঁধার চেরা সূর্য":
চলচ্চিত্রে ব্যবহৃত মুক্তিযুদ্ধের গান নিয়ে গ্রন্থিত অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা: শাহনাজ সুলতানা,
বর্ণনা: শামীম আহমেদ ও ফাতেমা আফরোজ সোহেলী
প্রযোজনা: ফারজানা

বিকাল

৪-৪৫ নারীকণ্ঠ : মহিলাদের জন্য অনুষ্ঠান
ক. যে কথা যায় না বলা:
শাওন মাহমুদ
শহীদ বুদ্ধিজীবি আলতাফ মাহমুদের কন্যা
খ. স্রোতের বিপরীতে আমি:
সালেহা বেগম, বীরমুক্তিযোদ্ধা
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
তামান্না সিদ্দিকী বেগম
তত্ত্বাবধানে:
সৈয়দা তাসলিমা আক্তার
প্রযোজনা: তনুজা মন্ডল

৫-৩০ বিজয়ের গান

সন্ধ্যা

৬-৩৫ 'আমি বাংলাদেশের বিজয় দেখেছি' জাপানী নারীর চোখে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে স্মৃতিচারণমূলক অনুষ্ঠান
সাক্ষাৎকারদানে:
রিৎসুকো আবেদিল
সাক্ষাৎকার গ্রহণে:
শফিকুল ইসলাম বাহার
প্রযোজনা:
মো: মোস্তাফিজুর রহমান

৭-৩০ দুর্বার: সৈনিক ভাইদের জন্য জাতীয় অনুষ্ঠান
বিজয় দিবসের গান
প্রযোজনা: ফারজানা

রাত

৯-০৫ উত্তরণ: বেতার ম্যাগাজিন
ক. মহান বিজয় দিবস প্রাসঙ্গিক কথা : গ্রন্থাকার
খ. সাক্ষাৎকার: 'স্মৃতিতে বিজয়'
সাক্ষাৎকার দানে: লে: কর্ণেল (অবসরপ্রাপ্ত) সাজ্জাদ আলী জহির বীরপ্রতীক
সাক্ষাৎকার গ্রহণে: সালমা আহমেদ
গ. বিশ্ববিচিত্রা : বিশ্বের চমকপ্রদ ও বিস্ময়কর খবর
সংগ্রহ ও সংকলন : আসমা বেগম
ঘ. বিহঙ্গ: শ্রোতাদের পাঠানো চিঠিপত্র ও ইমেইলের জবাবের আসর জবাবদানে: তনুজা মন্ডল,
ইমেইল পাঠে :
জান্নাতুল ফেরদৌস
ঙ. কথিকা: আমাদের গর্ব
স্মৃতিসৌধ : মো: রফিকুজ্জামান
চ. গান: বিজয়ের গান
গ্রন্থনা: আনজির লিটন,
পান্ডুলিপি পাঠে: সায়েরা হাবীব
উপস্থাপনা: ইমতিয়াজ মাশরাফি ও আনজুমান আরা
তত্ত্বাবধানে: তানিয়া খান,
প্রযোজনা: তনুজা মন্ডল

১০-০৫ 'বিজয় কেতন': মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে নাটক
রচনা: মো: আমিনুল ইসলাম
প্রযোজনা: খায়রুল আলম সবুজ
ব্যবস্থাপনায়: মকবুল হোসাইন
তত্ত্বাবধানে: মো: ফখরুল করিম

ঢাকা-খ : মধ্যম তরঙ্গ ৮১৯ কিলোহার্জ

সকাল

৭-৩০ মহানগর : ঢাকা মহানগর কেন্দ্রিক ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান :
ক. বিজয় দিবস ও বেতারের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে প্রাসঙ্গিক কথা
খ. প্রিয় মুখ: বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের সাক্ষাৎকারভিত্তিক পর্ব
সাক্ষাৎকারদানে:
রাইসুল ইসলাম আসাদ
সাক্ষাৎকার গ্রহণে:
ফরিদা ফেরদৌসী যাত্রী
গ. এই ঢাকা: ঢাকার ইতিহাস ও ঐতিহ্য নিয়ে তথ্য প্রতিবেদন:
রায়েরবাজার বধ্যভূমি
রচনা : মারুফ রায়হান
ঘ. বিজয়ের গান: সাবিনা ইয়াসমীন
ঙ. প্রাসঙ্গিক বিষয়ে জনকল্যাণমূলক বার্তা
গ্রন্থনা: মো: লিয়াকত আলী খান
উপস্থাপনা: মো: লিয়াকত আলী খান ও রফিকা বিনতে জাহেদ
পান্ডুলিপি পাঠে: স্বপন কুমার গুহ
তত্ত্বাবধানে: নাজমুস সাকীব
প্রযোজনা : তনুজা মন্ডল

৮-৩০ ঢাকা-ক এর অনুরূপ :

বেলা

২-১২ ঢাকা-ক এর অনুরূপ :

সন্ধ্যা

৭-৩০ স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে গান
৮-০০ দেশাত্মবোধক ছায়াছবির গান

রাত

৮-৩০ দেশাত্মবোধক ব্যান্ড সংগীতের অনুষ্ঠান
৯-০০ বিজয়ের গান
৯-৩০ "চির বিজয়ের দিন"
মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে বিশেষ গীতিনকশা
সুর ও সংগীত: শাহীন সরদার ও আবু বকর সিদ্দিক
তত্ত্বাবধানে: শ্যামল কুমার দাস
প্রযোজনা: ফারহানা হোসেন শিমু

১০-০০ স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের গান

সকাল

৭-৩০ সবকটা জানালা খুলে দাওনাঃ
বিজয়ের গানঃ সাবিনা ইয়াসমীন

৭-৪০ দেশাত্মবোধক পল্লীগীতিঃ
আবদুর রহিম

৮-১৫ আলোকপাতঃ
প্রভাতী ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান
ক. গ্রন্থনা ও উপস্থাপনাঃ
দিসের আলোকে
গ্রন্থিতঃ নিজাম হায়দার সিদ্দিকী
খ. আজকের চট্টগ্রামঃ সংকলনে:
এ জেড এম হায়দার
পাঠে- কর্তব্যরত ঘোষক/ঘোষিকা
গ. আজকের এই দিনে: সংকলনে:
মৌমিতা আফরোজ
ঘ. পত্র-পত্রিকার শিরোনামঃ
উপস্থাপক
ঙ. মহান স্বাধীনতা যুদ্ধ ও
আমাদের অর্জন প্রিয় বাংলাদেশ
কথকঃ জনাব এ কে এম বেলায়েত হোসেন
চ. মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় নতুন
প্রজন্ম: তারুণ্যের ভাবনা
বহি:ধারণে: ফরহাদ বিন সাদেক
ছ. ৭ই মার্চের কালজয়ী ভাষণের
অংশবিশেষ
জ. বিজয়ের গান
ঝ. কারাগারের রোজনামচা থেকে
পাঠ: উপস্থাপক
তত্ত্বাবধানেঃ
এ এস এম নাজমুল হাছান
প্রযোজনাঃ শুভাশীষ বড়ুয়া

৮-৪৫ জয় বাংলা বাংলার জয়ঃ
বিজয়ের মাস উপলক্ষ্যে
মাসব্যাপী বিশেষ অনুষ্ঠান
ক. গ্রন্থনা ও উপস্থাপনাঃ
ইকবাল হোসেন সিদ্দিকী
খ. বিজয়ের কবিতা আবৃত্তিঃ
এ বি এম রাশেদুল হাসান
গ. শেখ মুজিব আমার পিতা:
গ্রন্থ থেকে পাঠ
তাসকিয়াতুন নুর তানিয়া
ঘ. বিজয়ের চেতনায় আগামীর
বাংলাদেশ গড়তে আমাদের
করণীয়- কথকঃ
আলতাফ হোসেন চৌধুরী বাচ্চু
তত্ত্বাবধানেঃ
এ এস এম নাজমুল হাছান
প্রযোজনাঃ শুভাশীষ বড়ুয়া

৯-২৫ বিজয় নিশানঃ মহান বিজয় দিবস
উপলক্ষ্যে শিশুদের জন্য বিশেষ
অনুষ্ঠান
ক. গ্রন্থনা ও উপস্থাপনাঃ
আয়েশা খাতুন
খ. উপস্থাপকঃ নাজিফা তাজনুর ও
শেখ নাফসানা ইউসরা
গ. গল্পাকারে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসঃ
উপস্থাপক
ঘ. বিজয়ের গানঃ
রচনা- মো: ওবায়দুল্লাহ
সুর ও সঙ্গীত পরিচালনাঃ
অভিষেক দাস
অংশগ্রহণেঃ ঐশি ঘোষ চৈতি,
যায়িদাহ মাশিয়াত (অতুল)
অনুষকা বিশ্বাস দিয়া, জয়তী দেব,
তাসনুভা হাবিব সাফা
পূজা দে ও ইন্দ্রনীল চক্রবর্তী
ঙ. বিজয়ের কবিতা আবৃত্তিঃ
পুষ্পিতা আচার্য, প্রিয়ন্তিকা চন্দ ও
আরিয়ান বিশ্বাস
চ. এক সাগর রক্তের বিনিময়েঃ
(সমবেত কণ্ঠ) অনন্যা বড়ুয়া,
রিমি সিংহ (অনন্যা),
রামিসা আনা সায়লা, জয় দত্ত (দীপ্ত),
অনুশ্রী দাশ ও প্রাপ্তি রায়চৌধুরী
ছ. কারাগারের রোজনামচা থেকে
পাঠঃ ফাবিহা তাবাসসুম
তত্ত্বাবধানেঃ
এ এস এম নাজমুল হাসান,
প্রযোজনাঃ সুজন চক্রবর্তী

১০-০৫ মুক্তির গানঃ চলচ্চিত্রে মুক্তিযুদ্ধের
গান নিয়ে বিশেষ অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনাঃ
ইকবাল হোসেন সিদ্দিকী,
প্রযোজনাঃ তাবাসসুম হক

১০-৩০ বিজয় আমার অহংকারঃ
মহান বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে
কবিতা আবৃত্তির বিশেষ অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনাঃ
আয়েশা হক শিমু
অংশগ্রহণেঃ শেখ রাজিউর রহমান,
প্রবীর পাল, কঙ্কন দাশ ও
মিলি চৌধুরী
তত্ত্বাবধানে : শাহীন আকতার,
প্রযোজনাঃ তাবাসসুম হক

১০-৫০ স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের গান

বেলা

১১-০৫ বিজয়িনীঃ মহান বিজয় দিবস
উপলক্ষ্যে নারীদের জন্য
বিশেষ অনুষ্ঠান
ক. গ্রন্থনা ও উপস্থাপনাঃ
ড. আনোয়ারা আলম
খ. দিবসভিত্তিক আলোচনাঃ
উপস্থাপক
গ. মহান মুক্তিযুদ্ধে নারীর অবদান
বিষয়ক আলোচনাঃ অংশগ্রহণে
তহুরীন সবুর ও
সোহানা শারমীন তালুকদার
ঘ. স্বরচিত কবিতা পাঠঃ
খুজিস্তা মাহমুদ,
ঙ. নতুন প্রজন্মকে মুক্তিযুদ্ধের
চেতনায় উদ্বুদ্ধ করার
প্রয়োজনীয়তাঃ উপস্থাপক
চ. শেখ মুজিব আমার পিতা - গ্রন্থ
থেকে পাঠ- খুজিস্তা মাহমুদ
ছ. বিজয়ের গানঃ
তত্ত্বধানেঃ শাহীন আকতার,
প্রযোজনাঃ তাবাসসুম হক

১১-৩০ কণ্ঠে বিজয়ের গানঃ মহান বিজয়
দিবস উপলক্ষ্যে বিশেষ গীতিনকশা
ক. রচনাঃ পংকজ দেব অপু
খ. সুর সংযোজনা ও সঙ্গীত
পরিচালনাঃ পাপিয়া আহমেদ
গ. ধারাবর্ণনাঃ
ইমরান মাহমুদ ফয়সাল ও সেজুতি দে
ঘ. অংশগ্রহণেঃ জয়ন্তী লালা,
সুজিত রায়, আলাউদ্দিন তাহের
সাইফুদ্দিন মাহমুদ খান,
এ্যানি দে, কায়সারুল আলম
মনোজ সরকার শর্মিষ্ঠা বড়ুয়া,
বৈশাখী নাথ ও পাপড়ি মুৎসুদ্দি,
প্রযোজনাঃ তাবাসসুম হক

২-২০ সম্পাদকীয় মতামতঃ
মহান বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে
বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত
সম্পাদকীয় নিয়ে অনুষ্ঠান:
গ্রন্থনাঃ ইকবাল হোসেন সিদ্দিকী,
পাঠঃ কর্তব্যরত ঘোষক/ঘোষিকা
তত্ত্বাবধানেঃ
এ, এস, এম নাজমুল হাছান,
প্রযোজনাঃ সুজন চক্রবর্তী

২-৩০ বিজয়ের পতাকাঃ
মহান বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে
যুব সমাজের জন্য বিশেষ অনুষ্ঠান
ক. গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
পরাগ বড়ুয়া ও
সৈয়দা তানজিলা ইসলাম মীম
খ. দিবসভিত্তিক আলোচনাঃ
উপস্থাপক
গ. তারুণ্যের মিলনমেলাঃ
বিজয় দিবসের তাৎপর্য ও
নতুনদের অঙ্গীকার অংশগ্রহণে-
মিফতাহুল জান্নাত জেবা,
প্রিয়ম কৃষ্ণ দে ও
রেহানা পারভীন রিমা,
বোরহান উদ্দীন রব্বানী
ঘ. বিজয়ের গান: অংশগ্রহণে:
চন্দ্রিকা রায় পূজা

ঙ. স্বাধীনতা যুদ্ধে বঙ্গবন্ধুর বলিষ্ঠ
নেতৃত্ব: আল ইমরান
চ. বিজয়ের কবিতা আবৃত্তি:
স্বাগতা বড়ুয়া নদী
ছ. বঙ্গবন্ধুর অসমাপ্ত আত্মজীবনী
হতে পাঠঃ সুমাইয়া শাহরীন
তত্ত্বধানেঃ
এ এস এম নাজমুল হাছান
প্রযোজনাঃ শুভাশীষ বড়ুয়া

বিকাল

৫-২৫ পাহাড়িকাঃ ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর
জন্য অনুষ্ঠান
ক. গ্রন্থনা ও উপস্থাপনাঃ
রবিন রোয়াজা
খ. দিবসভিত্তিক আলোচনাঃ
উপস্থাপক
গ. পার্বত্য চট্টগ্রামে মুক্তিযুদ্ধঃ
কথিকাঃ জগদীশ ত্রিপুরা
ঙ. ত্রিপুরা জাতির ইতিহাস ও
ঐতিহ্যঃকথিকাঃ টমেশ রোয়াজা
চ. গান
তত্ত্বাবধানেঃ তাবাসসুম হক

রাত

৯-১০ সংবাদ তরঙ্গঃ মহান বিজয় দিবস
উপলক্ষ্যে চট্টগ্রামে আয়োজিত
বিভিন্ন অনুষ্ঠানের উপর ভিত্তি করে
বেতার বিবরণী
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনাঃ
জামিলউদ্দিন আহমেদ চৌধুরী,
প্রযোজনাঃ সুজন চক্রবর্ত্তী

১০-০০ বিজয়ের প্রত্যাশা ও প্রাপ্তিঃ বিশেষ
আলোচনা অনুষ্ঠান
ক. পরিচালনাঃ রাশেদ রউফ
খ. অংশগ্রহণেঃ
ওয়াসিকা আয়শা খান এবং
অধ্যাপক এ,বি,এম আবু নোমান
তত্ত্বাবধানেঃ
এ এস এম নাজমুল হাছান,
প্রযোজনাঃ শুভাশীষ বড়ুয়া

১০-৩০ নিশান উড়ছে বিজয়েরঃ
মহান বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে
বিশেষ নাটক
রচনাঃ অশোক কুমার চৌধুরী
প্রযোজনাঃ মোঃ মঈন উদ্দিন,
তত্ত্বাবধানেঃ শুভাশীষ বড়ুয়া

বাংলাদেশ বেতার, রাজশাহী

সকাল

৮-২০ "বিজয়ের গান গাইবো":
মহান বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে
গানের গ্রন্থিত অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
উম্মে হাবিবা আশা
প্রযোজনা: ফারজানা ইয়াসমিন

৮-৪৫ "রক্তে রাঙা বিজয়গাথা":
বিজয়ের মাস ডিসেম্বর উপলক্ষ্যে
মাসব্যাপী বিশেষ ম্যাগাজিন
ক. কথিকা: স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র
কথক: ড.পি.এম.শফিকুল ইসলাম
খ. চরমপত্রের অংশবিশেষ
গ. স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের গান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
আব্দুর রোকন মাসুম
তত্ত্বাবধানে: শফিকুল ইসলাম
প্রযোজনা : সবুজ কুমার দাস

৯-০৫ "আমরা করবো জয়":
মহান বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে
শিশুদের জন্য অনুষ্ঠান
ক. দিবসভিত্তিক কথা: উপস্থাপক
খ. "বিজয় গান":
গীতিনকসা: অংশগ্রহণে:
অহেনজিতা ভৌমিক দৃতা,
অংকুর সরকার,
স্কলাষ্টিকা ত্রয়ি গাইন ও
আরবা আফশিন মিহি
রচনা ও সংগীত পরিচালনা:
আব্দুল খালেক ছানা
গ. মহান মুক্তিযুদ্ধ ও বিজয়ের কথা
গল্পাকারে আলোচনা:
মোহাম্মদ আলী কামাল
ঘ. কবিতা আবৃত্তি:
তারান্নুম ইসলাম তাহিয়া
ঙ. দেশাত্মবোধক গান:
রাজিন সালেহ
চ. দেশাত্মবোধক গানের সুরে
গিটার: আফনান আজাদ
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
রাশেদা খালেক
তত্ত্বাবধানে: শিউলি রানী বসু
প্রযোজনা: নাসরীণ বেগম

১০-০৫ "রক্ত রাঙাপথ": মহান বিজয় দিবস
উপলক্ষ্যে নাটক
রচনা ও প্রযোজনা: রেজাউল করিম
(পুন:প্রচার)

বেলা

১১-০৫ 'ইথারে ইথারে': মহান মক্তিযুদ্ধে
বেতারের ভূমিকা নিয়ে প্রমাণ্য অনুষ্ঠান
বহি:ধারণ ও উপস্থাপনা:
মিজানুর রহমান
তত্ত্বাবধানে: মো: হাসান আখতার
প্রযোজনা: ফারজানা ইয়াসমিন

১১-৩০ সম্পাদকীয় মতামত:
মহান বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে
স্থানীয় ও জাতীয় দৈনিক
পত্রিকায় প্রকাশিত সম্পাদকীয়র
উপর ভিত্তি করে বিশেষ অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
আকবারুল হাসান মিল্লাত
পাঠে: কার্যরত ঘোষক/ঘোষিকা
তত্ত্বাবধানে: শফিকুল ইসলাম
প্রযোজনা: সবুজ কুমার দাস

দুপুর

১২-১৫ "দিগন্তে আজ দৃপ্ত আলো"
মহান বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে
গীতিনক্সা
সংগীতে অংশগ্রহণে:
হাসিনা আখতার বীথি,
ইফা রহমান নিশি
দোলন সরকার, সাজ্জাদ রহমান মুন্না,
গাউসুল আজম হৃদয় ও
মো. ওয়াহিদুর রহমান ওয়াহিদ
গীতরচনা: রফিকুর রশিদ
সুর-সংযোজনা ও সংগীত
পরিচালনা:
রেজওয়ানুল হুদা খন্দকার
ধারাবর্ণনায়: রুখসানা আক্তার লাকী
প্রযোজনা: ফারজানা ইয়াসমিন

বেলা

২-৩০ "বিজয়ের কাব্য':
মহান বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে
স্বরচিত কবিতার আসরভিত্তিক
অনুষ্ঠান
অংশগ্রহণে: জাহাঙ্গীর আলম শাহিন,
বাশরী মোহন দাস
মেহেবুব রহমান, নাসরীন রহমান,
হেলেনা বেগম, ফৌজিয়া ইয়াসমিন
মুকুল কেশরী এবং
আমিনা খাতুন লাভলী
সঞ্চালনে: এস.এম.তিতুমীর
তত্ত্বাবধানে: মো. হাসান আখতার
প্রযোজনা: দেওয়ান আবুল বাশার

৩-০৫ 'সুখি পরিবার' জনসংখ্যা, স্বাস্থ্য ও
পুষ্টি বিষয়ক আসরভিত্তিক অনুষ্ঠান
ক. দিবসভিত্তিক আলোচনা:
উপস্থাপক
খ. বিজয়ের চেতনায় সুখি সমৃদ্ধ
সোনার বাংলা গড়তে
জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের গুরুত্ব:
মো. কামরুজ্জামান
গ. বিজয়ের গান
অংশগ্রহণে:
এস.এম. রবিউল করিম মন্টু ও
মোসা: সুলতানা খাতুন প্রিয়া
পরিচালনা:
আনোয়ারুল ইসলাম বকুল
তত্ত্বাবধানে: শিউলি রানী বসু

প্রযোজনা: নাসরীণ বেগম

বিকাল

৪-০৫ "অবরুদ্ধ ন'মাস": মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে নাটক
রচনা: মুহ: আমজাদ আলী
প্রযোজনা: মনোয়ার হোসেন মনো

৫-৩০ "বিজয় ভাবনা"
বিজয়ের ৪৯ বছর, বিজয়ের চেতনায় ও বর্তমান প্রজন্মকে উপজীব্য করে বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠান
সঞ্চালনায়: মো. শিবলী ইসলাম
অংশগ্রহণে:
ড. মো. হাসিবুল আলম প্রধান ও ড. সুলতান মাহমুদ
তত্ত্বাবধানে: শফিকুল ইসলাম
প্রযোজনা: সবুজ কুমার দাস

রাত

৯-২০ বিশেষ সংবাদ বিচিত্রা:
মহান বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে রাজশাহী মহানগরীতে আয়োজিত বিভিন্ন অনুষ্ঠান নিয়ে বেতার বিবরণী
গ্রন্থনা, উপস্থাপনা ও বহি:ধারণে:
ফেরদৌস-উর- রহমান
প্রযোজনা: সবুজ কুমার দাস

বাংলাদেশ বেতার, খুলনা

সকাল

৭-৩০ দৃষ্টিপাত: ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান
ক. আজকের ডায়রি:
সংকলনে শেখ শফিকুল হাসান
খ. এই দিনে: সংকলিত
গ. বিজয় তরঙ্গ: মহান বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে গান, কবিতা, একাত্তরের চিঠি থেকে পাঠ, বঙ্গবন্ধুর ভাষণের অংশবিশেষ এর সমন্বয়ে গ্রন্থনাবদ্ধ বিশেষ অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা: নাজমুল হক লাকি
ধারাবর্ণনা: কিশোর বাড়ই ও সানজিদা আক্তার
তত্ত্বাবধানে: রিপন কুমার ভদ্র
প্রযোজনা: শায়লা শারমিন স্নিগ্ধা

৮-৩০ রক্তস্নাত বিজয়:
মহান বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে বিশেষ গীতিনকশা
অংশগ্রহণে: মো: সালাউদ্দিন খান, নাহিদ সুলতানা
হাফিজুর রহমান, ফাইরুজ মালিহা
জাফর ইকবাল, দীপ্তি সরকার
রচনা: ইমরুল কায়েস
সুর সংযোজনা ও সঙ্গীত পরিচালনা: শেখ আব্দুস সালাম
তত্ত্বাবধানে: শাহ্নাজ বেগম
প্রযোজনা: মো: মামুন আকতার

৮-৫৫ বজ্রকণ্ঠ: জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ভাষণের নির্বাচিত অংশ

৯-০৫ স্বপ্নের আনন্দে
মহান বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে ছোটদের জন্য বিশেষ অনুষ্ঠান
ক. দিবসভিত্তিক আলোচনা:
উপস্থাপক
খ. কবিতা আবৃত্তি: স্নেহা হক, কাজী মো: নাফিস হাসান
গ. দেশের গান:
হুমায়রা জামান নদী
ঘ. স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের গান: অন্তর্যামী হালদার স্বপ্ন
ঙ. দিপুর চিঠি: শিশুদের অংশগ্রহণে বিশেষ নাটিকা
লাবণ্য বিশ্বাস হাসি,
মাহিয়ান ইসলাম কাফি, আনিসা তানজিম সানজা, সাদনান শাকিব, অর্পণ শুভ্র
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
তাসফিয়া মোহসিনা
তত্ত্বাবধানে : শাহ্নাজ বেগম
প্রযোজনা: শায়লা শারমিন স্নিগ্ধা

১০-০৫ অগ্নিঝরা দিনগুলি: মহান বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে বীর মুক্তিযোদ্ধার সাক্ষাৎকার
সাক্ষাৎকারদানে:
বীর মুক্তিযোদ্ধা আলমগীর কবির
সাক্ষাৎকার গ্রহণে:
সেলিনা আক্তার নার্গিস
তত্ত্বাবধানে: মো: শামীম হোসেন
প্রযোজনা: মামুন আকতার

১০-৩০ বিজয় কেতন উড়ছে ঐ
মহান বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ বেতার খুলনা কেন্দ্র থেকে বিভিন্ন সময়ে প্রচারিত বিজয় দিবসের গীতিনকশা থেকে সংকলিত গানের গ্রন্থনাবদ্ধ অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা: অশোক কুমার দে
ধারাবর্ণনা: রবিউল ইসলাম ও সামিয়া আক্তার
তত্ত্বাবধানে: শাহ্নাজ বেগম
প্রযোজনা: মো: মামুন আকতার

বেলা

১১-০৫ অর্জিত বিজয়: মহান বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে গোষ্ঠীভিত্তিক গানের অনুষ্ঠান
পরিবেশনায়: শিল্পকলা একাডেমী, খুলনা
তত্ত্বাবধানে: শাহ্নাজ বেগম
প্রযোজনা: মো: মামুন আকতার

১১-৩০ রক্তে রঞ্জিত স্বাধীনতা:
মহান বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে বিশেষ গীতিনকশা (পুনঃ প্রচার)
রচনা: মোখলেছুর রহমান বাবলু
অংশগ্রহণে: সালাউদ্দিন খান, কামাল হাসান,
হাওলাদার জাফর ইকবাল
রকিবা খান লুবা,
এম.এম জাফর ইকবাল ও নাহিদ সুলতানা
সুর সংযোজন ও সঙ্গীত পরিচালনা:
শেখ আব্দুস সালাম
তত্ত্বাবধানে: শাহ্নাজ বেগম
প্রযোজনা: মো: মামুন আকতার

বেলা

২-৩০ মহান বিজয় দিবসের জারী:
দিদারুল ইসলাম

২-৪০ জীবন্তিকা: স্বপ্নের বিজয়
রচনা: খন্দকার আকিরুল ইসলাম
প্রযোজনা: কে এম ইকরামুল কবীর

বিকাল

৫-১৫ বিজয়ের পথে মুক্তির সংগ্রাম
মহান বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠান
অংশগ্রহণে: জনাব তালুকদার আব্দুল খালেক,
প্রফেসর ড. মো: ফায়েকুজ্জামান এবং শেখ হারুনুর রশীদ
পরিচালনা: মকবুল হোসেন মিন্টু

৫-৪০ সালাম সালাম হাজার সালাম
স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের গান নিয়ে বিশেষ গ্রন্থনাবদ্ধ অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা: মো: ইমরুস কায়েস
উপস্থাপনা: মো: আজমল হাসান
তত্ত্বাবধানে: শাহ্নাজ বেগম
প্রযোজনা: মো: মামুন আকতার

রাত

৯-০৫ বিশেষ বেতার বিবরণী
মহান বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে খুলনায় আয়োজিত বিভিন্ন অনুষ্ঠানের ওপর ভিত্তি করে বিশেষ বেতার বিবরণী
গ্রন্থনা ও সম্পদনা:
মো: রেজাউল হক
তত্তাবধানে: মো: শামীম হোসেন
প্রযোজনা: কে এম ইকরামুল কবীর

সকাল

৮-৩০ সম্ভার: প্রাত্যহিক বেতার ম্যাগাজিন
অনুষ্ঠান:
ক. প্রসঙ্গ কথা:
মহান বিজয় দিবস:
নয় মাস রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর
স্বাধীনতা অর্জন: সংকলিত
খ. মহান বিজয়ের মাস উপলক্ষ্যে
বিশেষ ধারাবাহিক:
সংকলিত
গ. বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ
: সংকলিত
উপস্থাপনায়:
কর্তব্যরত ঘোষক/ঘোষিকা
গ্রন্থনা: জেড. এ. রাজা
প্রযোজনা: শাম্মী হক

৯-৩০ "বিজয়ের গান":
"মহান বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে
শিশু-কিশোরদের নিয়ে বিশেষ
গীতিনকশা:
অংশগ্রহণে: সাবিহা মেহনাজ রাইসা,
সুপর্না সরকার জয়া,
সাদিয়া ইসলাম,
নুসরাত জাহান রোদেলা,
জিহান আবরার,
আবীর আহমেদ দীপ,
ফাইয়াদ হাসান,
রুহান এইচ চৌধুরী,
আনিকাজ্জামান প্রিয়তী,
স্বপ্নীল শেখর রক্তিম
রচনা: এস এম খলিল বাবু
সুর ও সঙ্গীত পরিচালনায়:
মো: আহসান হাবীব
উপস্থাপনা: মালিহা মুশিরাত
প্রযোজনা: শাম্মী হক

১০-১৫ বিজয়ের জারী:
দিবসভিত্তিক গান:
সগীর উদ্দীন বয়াতী

বেলা

১১-০৫ শোন একটি মুজিবরের:
দিবসভিত্তিক গান:
সমবেত কণ্ঠে

১১-১৫ "আইসো দ্যাশ্ গড়ি":
দিবস ভিত্তিক ভাওয়াইয়া:
রোকসানা আফরোজ রিক্তা

১১-৩০ সম্পাদকীয় মতামত:
মহান বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে
স্থানীয় ও জাতীয় পত্রিকায়
প্রকাশিত সম্পাদকীয় মতামতের
উপর ভিত্তি করে অনুষ্ঠান:
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
মো: মাহবুবুল ইসলাম
প্রযোজনা: মো: জহুরুল আলম

দুপুর

১২-২০ বিজয় পতাকা:
মহান বিজয় দিবস
উপলক্ষ্যে বিশেষ গীতিনকশা
অংশগ্রহণে:
মকসুদার রহমান প্রামানিক,
লক্ষ্মী কান্ত রায়,
মো: মোফাখ্খারুল ইসলাম,
মো: ফারহান শাহিন,
ইয়াসমিন আরা লিপি,
শিমুল রানী কর্মকার,
তছলিমা বেগম,
শর্মিলা সরকার সোমা
রচনা: তৌহিদ-উল ইসলাম
সুর ও সঙ্গীত পরিচালনা:
মো: আব্দুর রশীদ
ধারা বর্ণনা:
কে এম লুৎফুল কবীর
ও রোকেয়া সুলতানা কেয়া
প্রযোজনা: মোছা:
ফারহানা আর্জুমান বানু

বেলা

২-২০ "হামার বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ":
মহান বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে
ভাওয়াইয়া গানের বিশেষ গীতিনকশা
অংশগ্রহণে: আমিনা রহমান বৈশাখী,
পঞ্চানন রায়, অনন্ত কুমার দেব,
রামপদ রায়, দুলালী রায় ও
ডলি রানী
ধারা বর্ণনা :
এস এম আরিফুজ্জামান
রচনা:
খন্দকার মোহাম্মদ আলী সম্রাট
সুর ও সংগীত পরিচালনা:
এ. কে.এম মোস্তাফিজুর রহমান
প্রযোজনা: মোছা:
ফারহানা আর্জুমান বানু

২-৫০ স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের গান

বিকাল

৪-০৫ কবি ও কবিতা:
বিজয় দিবসের
বিশেষ স্বরচিত কবিতা পাঠের আসর
অংশগ্রহণে: অনিন্দ্য আউয়াল,
আজম শাহ্ আলমগীর,
মাহবুবা লাভীন,
মারুফ হোসেন মাহবুব,
সাব্বির হোসেন এবং
তাসমিনা আফরোজ
প্রযোজনা:
মোছা: ফারহানা আর্জুমান বানু

৪-৩০ সুবর্ণ বিজয়: বিজয়ের
অগ্রযাত্রায় ৪৯ বছর
মহান বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে
বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠান
অংশগ্রহণে: গোলাম রব্বানী,
রেজাউল করিম রাজু এবং
এ্যাড. রোজী রহমান
পরিচালনা:
ড. শরিফা সালোয়া ডিনা
প্রযোজনা: মো: জহুরুল আলম

৫-৪০ রক্তে ভেজা লাল সূর্য:
বিজয়ের মাস ডিসেম্বর উপলক্ষ্যে
মাসব্যাপি অনুষ্ঠান
ক. প্রাসঙ্গিক আলোচনা:
উপস্থাপক
খ. বিজয়ের ৪৯ বছর ও আমাদের
অর্জন:
এ্যাড. হোসনে আরা লুৎফা ডালিয়া
গ. মুক্তিযুদ্ধের কবিতা আবৃত্তি
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
সোহরাব দুলাল
প্রযোজনা: মো: জহুরুল আলম

সন্ধ্যা

৬-০৫ নাটক :
"একাত্তরের লাল সূর্য"
রচনা: মো: সিরাজুল ইসলাম
প্রযোজনা:
ইফতেখারুল আলম রাজ

রাত

৯-০৫ বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে রংপুরে
অনুষ্ঠিত বিভিন্ন অনুষ্ঠানের উপর
ভিত্তি করে বিশেষ বেতার বিবরণী
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
মো: সিরাজুল ইসলাম
প্রযোজনা: মো: জহুরুল আলম

বাংলাদেশ বেতার, সিলেট

সকাল

৭-৩০ আমি গাইবো বিজয়ের গান
মহান বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে
দেশাত্ববোধক গানের গ্রন্থনাবদ্ধ
অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা: আব্দুল হামিদ মানিক
উপস্থাপনা:
কর্তব্যরত ঘোষক/ঘোষিকা
প্রযোজনা: প্রদীপ চন্দ্র দাস

৮-৩০ বিচিত্রা: প্রভাতি ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান
ক. বিজয়ের আনন্দ: মহান বিজয় দিবস নিয়ে বিভিন্ন শ্রেণি পেশার মানুষের শুভেচ্ছা ও অনুভূতি নিয়ে প্রতিবেদন:
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনায়:
সৈয়দ সাইমুম আঞ্জুম ইভান
খ. মহান স্বাধীনতা সংগ্রাম ও বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অবদান:
অধ্যাপক মো: ফরিদ উদ্দিন আহমদ
গ. কবিতা আবৃত্তি:
(স্বাধীনতা তুমি)
অধ্যাপক শামীমা চৌধুরী
ঘ. বিজয়ের গান
(বিজয় নিশান উড়ছে ঐ):
সমবেত কণ্ঠে
গ্রন্থনা: আবিদ ফায়সাল
উপস্থাপনা:
কর্তব্যরত ঘোষক/ঘোষিকা
প্রযোজনা: পবিত্র কুমার দাশ

৯-২০ বিজয় ফুল: মহান বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে শিশুকিশোরদের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠান
ক. বিজয়ের গল্প: শিশুতোষ
আলোচনা: জামান মাহবুব
খ. দিবসভিত্তিক কবিতা আবৃত্তি:
সাদমান সাকিব নাবিল
গ. বিজয় আনন্দ দিকে দিকে:
মহান বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে
বিশেষ গীতিনকশা
অংশগ্রহণে: স্পৃহা দেব মোহনা,
মো: ফারদিন ইসলাম
ইস্পিতা সেন চৌধুরী,
আয়েশা ইসলাম ঝুমর,
প্রমিত চক্রবর্তী
সারথী লাল দাস স্বপ্নীল,
অংকন দাস প্রবাল, বনশ্রী দাস
সৈয়দা সামিহা, অর্পিতা দাস,
রাফিকুল ইসলাম
রোহিত কান্তি কর,
সামিয়া রহমান নাঈমা
সুর সংযোজনা: সজল দত্ত
রচনা:- এনায়েত হাসান মানিক
গ্রন্থনায়: লতিফা জাহাঙ্গীর
উপস্থাপনা: মৌমিতা মজুমদার
তত্ত্বাবধানে: মো: হাবিবুর রহমান
প্রযোজনা: প্রদীপ চন্দ্র দাস

১০-০৫ আজ গৌরবের দিন:
মহান বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে
দেশাত্ববোধক গানের গ্রন্থনাবদ্ধ
অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
ডা: ফাহিমা ইয়াসমীন
প্রযোজনা: প্রদীপ চন্দ্র দাস

বেলা

১১-০৫ পূর্ব দিগন্তে সূর্য্য উঠেছে:
মহান বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে
স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের গান
নিয়ে গ্রন্থনাবদ্ধ অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা: মতিন্দ্র সরকার
উপস্থাপনা:
কর্তব্যরত ঘোষক/ঘোষিকা
প্রযোজনা: প্রদীপ চন্দ্র দাস

১১-৪০ জয় বাংলা বাংলার জয়: মহান বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে
গোষ্ঠীভিত্তিক অনুষ্ঠান: পরিবেশনায়
জয় বাংলা সাংস্কৃতিক ঐক্যজোট,
সিলেট
তত্ত্বাবধানে: মোহাম্মদ আব্দুল হক
প্রযোজনা: প্রদীপ চন্দ্র দাস

দুপুর

১২-১৫ আজকের সংবাদপত্র:
মহান বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে
বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার সংবাদ
শিরোনাম ও সম্পাদকীয়
মতামতের উপর পর্যালোচনামূলক
অনুষ্ঠান
পর্যালোচনায়: আব্দুর রশিদ রেনু
উপস্থাপনা: আল-আজাদ
প্রযোজনা: পবিত্র কুমার দাশ

বেলা

১-৩০ রক্তঝরা বিজয়: মহান বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে সঙ্গীত শিল্পীদের অংশগ্রহণে বিশেষ গীতিনকশা
অংশগ্রহণে: হিমাংশু বিশ্বাস,
জামাল উদ্দিন হাসান বান্না,
লিপি বিশ্বাস, জামাল আহমদ,
প্রদীপ কুমার মল্লিক,
নাসরীন আক্তার চৌধুরী ডায়না
ঝুমকোলতা সিনহা ঝুমা,
তানবীর আহমদ, ডলি আক্তার
আফসানা জামান চৌধুরী, তন্বী দেব,
ইকবাল সাই, শেখ আব্দুর রহিম,
ডি কে জয়ন্ত, নিতাই লাল রায়
ধারাবর্ণনা: অনিমা দে তন্বী ও
মিথুন চন্দ্র দাস
রচনা: প্রিন্স সদরুজ্জামান
সুর সংযোজনা ও সঙ্গীত
পরিচালনা: দেবাশীষ বন্দ্যোপাধ্যায়
তত্ত্বাবধানে: মোহাম্মদ আব্দুল হক
প্রযোজনা: প্রদীপ চন্দ্র দাস

২-০৫ নাটক: মহান বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে বিশেষ নাটক: শিকড়
রচনা: নিজাম উদ্দিন লস্কর ময়না
প্রযোজনা: পবিত্র কুমার দাশ

৫-১০ আমার বিজয় আমার পতাকা:
মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে
দেশাত্ববোধক গানের গ্রন্থনাবদ্ধ
অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা: জান্নাতুল ফেরদৌস আশা
প্রযোজনা: প্রদীপ চন্দ্র দাস

বিকাল

৫-৩০ মুজিব বর্ষ ও বিজয় দিবসে
আমাদের অঙ্গীকার
মহান বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে
বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠান
অংশগ্রহণে:
বীর মুক্তিযোদ্ধা মাসুক উদ্দিন আহম,
জনাব নাসির উদ্দিন খাঁন ও
এ্যাড. মিসবাহ উদ্দিন সিরাজ
সঞ্চালনা: আল আজাদ
প্রযোজনা: পবিত্র কুমার দাশ

রাত

৯-০৫ সুরমা পারর কথা:
সিলেটের আঞ্চলিক ভাষায়
ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান
ক. মহান মুক্তিযুদ্ধে অবদান রাখা
সিলেট অঞ্চলের বীর সেনানীদের
নিয়ে অংশগ্রহণমূলক আলোচনা:
আজিজ আহমদ সেলিম ও
তাপস দাশ পুরকায়স্থ
খ. আঞ্চলিক গান
গ. মহান বিজয় ও জাতীয় জীবনে
আমাদের অর্জনসমূহ নিয়ে
অংশগ্রহণমূলক আলোচনা:
চয়ন চৌধুরী ও
আজহার উদ্দিন জাহঙ্গীর
ঘ. আঞ্চলিক গান
গ্রন্থনা: নওয়াব আলী
উপস্থাপনা:
কর্তব্যরত ঘোষক/ঘোষিকা
প্রযোজনা: প্রদীপ চন্দ্র দাস

১০-৩০ বিজয়ের আনন্দ:
মহান বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে
সিলেট অঞ্চলে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন
গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠানের উপর ভিত্তি
করে বেতার বিবরণী
বহি:প্রচার ধারণ, গ্রন্থনা ও
সম্পাদনা: এম রহমান ফারুক
প্রযোজনা: প্রদীপ চন্দ্র দাস

বাংলাদেশ বেতার, বরিশাল

সকাল

৭-৩০ পড়েছি বিজয়মাল্য:
মহান বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে
গোষ্ঠীভিত্তিক অনুষ্ঠান
পরিবেশনায়: বঙ্গবন্ধু শিশু কিশোর
মেলা, বরিশাল
তত্ত্বাবধানে: মো: রফিকুল ইসলাম
প্রযোজনা: মুহাম্মদ মুনিরুল হাসান

৮-৩০ স্বাধীন বাংলাদেশের রূপকার
বঙ্গবন্ধু: মহান বিজয় দিবস
উপলক্ষে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের
সাক্ষাৎকারভিত্তিক
অনুষ্ঠান সাক্ষাৎকার গ্রহণে-
আফরোজা খানম
অংশগ্রহণে: বীর মুক্তিযোদ্ধা
এনায়েত হোসেন চৌধুরী,
বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ রফিকুল ইসলাম
এবং বীর মুক্তিযোদ্ধা প্রদীপ কুমার ঘোষ
তত্ত্বাবধানে: মু: আনসার উদ্দিন
প্রযোজনা: মুহাম্মদ মুনিরুল হাসান

৮-৫০ বিজয় নিশান উড়ছে ঐ
মহান বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে
মাসব্যাপী বিশেষ অনুষ্ঠান
ক. প্রসঙ্গ কথা: উপস্থাপক
খ. বিজয়ের মহান নেতা
বঙ্গবন্ধু-পাপিয়া জেসমিন
গ. বিজয়ের গান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
ড. মো: শামীম আহসান
প্রযোজনা: মুহাম্মদ মুনিরুল হাসান

১০-০৫ বিজয়ের পংক্তিমালা:
মহান বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে
কবিতা আবৃত্তির অনুষ্ঠান
অংশগ্রহণে: সুজয় সেন গুপ্ত ও
সামসুন নাহার নিপা
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
মাহবুবা হোসাইন চৌধুরী
তত্ত্বাবধানে: মু: আনসার উদ্দিন
প্রযোজনা: মুহাম্মদ মুনিরুল হাসান

১০-২০ বিজয়ের চেতনা:
মহান বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে
সাক্ষাৎকারমূলক অনুষ্ঠান
সাক্ষাৎকার প্রদানে:
অ্যাড. তালুকদার মো: ইউনুস
সাক্ষাৎকার গ্রহণে:
মারিফ আহমেদ বাপ্পি
প্রযোজনা: মু: আনসার উদ্দিন

১০-৩০ বিজয়ের সিঁড়ি বেয়ে: মহান বিজয়
দিবস উপলক্ষ্যে গীতিনকশা
অংশগ্রহণে: নুরুল আমীন চৌধুরী,
আহসান হাবীব দুলাল
তারিকুল ইসলাম,
শেখ নাছের জামাল, রিমি সাব্বির
জহুরুল হাসান সোহেল,
অমিতা ঘোষ পিংকি
পপি সেন, শাহজাদি রহমান মুন্নি
ও মৈত্রী ঘরাই
সুর ও সঙ্গীত পরিচালনা :
সজীব আহমেদ
রচনা: পঙ্কজ কর্মকার
বর্ণনা: ঝুমু কর্মকার
তত্ত্বাবধানে: মো: রফিকুল ইসলাম
প্রযোজনা: মুহাম্মদ মুনিরুল হাসান

সন্ধ্যা

৫-৩০ বঙ্গবন্ধু, বিজয় ও স্বাধীন
বাংলাদেশ: মহান বিজয় দিবস
২০২০ উপলক্ষ্যে আলোচনা
অনুষ্ঠান
পরিচালনা: স্বপন খন্দকার
অংশগ্রহণে: আখতার উদ্দিন চৌধুরী,
কাজল ঘোষ,
গাজী নঈমুল হোসেন লিটু এবং
সৈয়দ দুলাল
তত্ত্বাবধানে: মু: আনসার উদ্দিন
প্রযোজনা: মুহাম্মদ মুনিরুল হাসান

সন্ধ্যা

৬-৩০ সম্পাদকীয়: মহান বিজয় দিবস
উপলক্ষ্যে জাতীয় ও স্থানীয়
পত্রিকায় প্রকাশিত সম্পাদকীয়
থেকে উদ্ধৃতাংশ পাঠের অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও পরিচালনা:
সাইফুর রহমান মিরন
পাঠে: কর্তব্যরত ঘোষক/ঘোষিকা

রাত

১০-০০ হৃদয়পটে বাংলাদেশ: মহান বিজয়
দিবস উপলক্ষ্যে গোষ্ঠীভিত্তিক অনুষ্ঠান
পরিবেশনা: বঙ্গবন্ধু সাংস্কৃতিক
জোট, বরিশাল

১০-৩০ বেতার বিবরণী: মহান বিজয় দিবস
উপলক্ষ্যে বরিশালে অনুষ্ঠিত
বিভিন্ন অনুষ্ঠানের উপর ভিত্তি করে
বিশেষ বেতার বিবরণী
বহিঃধারণ ও উপস্থাপনা: ইমন
প্রযোজনা: মু: আনসার উদ্দিন

বাংলাদেশ বেতার, ঠাকুরগাঁও

সকাল

৭-৩০ রক্ত দিয়ে নাম লিখেছি:
বিজয় দিবসের গানের অনুষ্ঠান

৯-৫০ বিজয় নিশান উড়ছে ঐ: বিজয়
দিবসের গান - সমবেত কণ্ঠে

১০-১০ মহান দিবস উপলক্ষ্যে কবিতা
আবৃত্তির অনুষ্ঠান
" বাঙালির জন্মতিথি "
অংশগ্রহণে: প্রশান্ত বসাক,
লাইলী বেগম ও সুমি আক্তার
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
বেগম জান্নাতুন নাহার
প্রযোজনা:
মো: রিফাত ফারাবী সৌরভ

১০-৩০ মহান বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে
শিশুকিশোরদের
অংশগ্রহণে বিশেষ অনুষ্ঠান:
" বিজয়ের কথা "
ক. প্রসঙ্গ কথা: বিজয় দিবসের
তাৎপর্য - পরিচালক
খ. কিভাবে এল বিজয় -
মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস গল্পাকারে বলা
ও আলোচনা - মো: জবেদ আলী
গ. দেশাত্মবোধক রবীন্দ্র সঙ্গীত:
জারিন তাসনিম শৈতী
ঘ. দিবসভিত্তিক কবিতা আবৃত্তি:
সামিরা হাবিব ও
মো: আসাদুজ্জামান
ঙ. দেশের গান: সমবেত কণ্ঠে:
সিরাতুল জান্নাত সাদিয়া,
মৃদুলা বর্মন, শ্রাবন্তী রায় ও
তাসফিয়া বিবৃতি
গ্রন্থনা ও পরিচালনা:
ইশরাত জাহান লিমা
প্রযোজনা: রিফাত ফারাবী সৌরভ

বিকাল

৪-৩৫ মহান বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে
বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠান:
"বিজয়ের ৪৯ বছর:
প্রত্যাশা ও প্রাপ্তি"
অংশগ্রহণ:
মাহবুবুর রহমান খোকন,
মোঃ মামুনুর রশিদ, এবং
মনোয়ারা চৌধুরী
পরিচালনা:
কামরুল ইসলাম রুবাইয়াত

প্রযোজনা: অভিজিত সরকার

৫-১০ মহান বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে বিশেষ গীতিনকশা "পূর্ব দিগন্তে লাল সূর্য"
অংশগ্রহণে: নিশাত শারমিন টুম্পা, সত্যেন্দ্র নাথ রায়, মেহেদী হাসান, রুমী রানী দাস, অরুন চন্দ্র বর্মন, আবুল কালাম আজাদ, শফিকুল ইসলাম বকুল, শামীমা পারভীন পারুল, মারুফা আহমেদ রুমা ও ফারহানা ইসলাম বৃষ্টি
রচনা: আনোয়ারুল ইসলাম
সুর ও সঙ্গীত পরিচালনা: মোজাম্মেল হক
ধারাবর্ণনা: মেহেদী ইসলাম ও কানিজ ফাহিমা ফেরদৌস
প্রযোজনা: অভিজিত সরকার

৫-৪০ মহান বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে প্রকাশিত জাতীয় ও স্থানীয় পত্রিকার সম্পাদকীয় থেকে বিশেষ বিশেষ অংশ পাঠ ও পর্যালোচনা
অংশগ্রহণে: এস এম জসীম
পরিচালনায়: মোস্তাক আহমদ
প্রযোজনা: রিফাত ফারাবি সৌরভ

৫-৫০ মহান বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে ঠাকুরগাঁও ও এর আশেপাশে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন অনুষ্ঠানের উপর ভিত্তি করে বিশেষ বেতার বিবরণী
গ্রন্থনা, উপস্থাপনা, সম্পাদনা ও প্রতিবেদনকারী:
জনাব মো: আশরাফুল আলম শাওন
প্রযোজনা: রিফাত ফারাবি সৌরভ

সন্ধ্যা

৬-৪০ বিজয়ের মাস ডিসেম্বর উপলক্ষ্যে মাসব্যাপী বিশেষ গ্রন্থিত অনুষ্ঠান "একাত্তরের বিজয়গাঁথা"
ক. প্রসঙ্গ কথা : মহান বিজয়ের মাস ডিসেম্বর
খ. বিজয়ের মাহেন্দ্রক্ষণ এবং বাঙ্গালীর বিজয় উদযাপন:
মো: আব্দুস সাত্তার
গ. স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের গান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
রফিকুল ইসলাম রাফি
প্রযোজনা: অভিজিত সরকার

বাংলাদেশ বেতার, কক্সবাজার

সকাল

৮-৪০ বিজয়ের গান
অনেক সাধের এদেশ মোদের:
সোনিয়া বড়ুয়া

৮-৪৫ বিজয় আমার অহংকার
মহান বিজয়ের মাস ডিসেম্বর উপলক্ষ্যে বিশেষ অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনায় :
পরেশ কান্তি দে
ক. বিজয় মাস ডিসেম্বর নিয়ে প্রাসঙ্গিক আলোচনা: উপস্থাপক
খ. বিশেষ প্রসঙ্গ :
উন্নয়নে রোলমডেল বাংলাদেশ
সাক্ষাৎকার প্রদান:
জনাব মো.জাফর আলম (এমপি),
সাক্ষাৎকার গ্রহণে: উপস্থাপক
গ. বঙ্গবন্ধুর স্মরণে গান
তত্ত্বাবধানে: সমীর চন্দ্র বিশ্বাস
প্রযোজনা:
কাজী মো: নুরুল করিম

৯-০৫ বিজয়ের লাল সূর্য্য:
মহান বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে বিশেষ গীতিনকশা রচনা:
রাহগীর মাহমুদ,
সুর সংযোজনা ও সংগীত পরিচালনা: দীপলাল চক্রবর্তী
অংশগ্রহণে- পলি বড়ুয়া, নাজনীন সুলতানা জোনাকী,
ফারিয়া জাহান টুইংকেল,
তাবেয়ীন আশরাফী, আজম চৌধুরী প্রিয়া দত্ত, মো: সেলিম ও একরামুল হক
উপস্থাপনায়: শরমিন সিদ্দিকা ও শহীদুল ইসলাম
তত্ত্বাবধানে: সমীর চন্দ্র বিশ্বাস
প্রযোজনা: কাজী মো: নুরুল করিম

৯-৩০ কচিকণ্ঠ :
মহান বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে শিশু-কিশোরদের জন্য বিশেষ অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
সুমাইয়া তাহসিন তানিম
ক. বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে প্রাসঙ্গিক আলোচনা:
উপস্থাপক
খ. 'বিজয় দিবস কেমন করে এলো' বিষয়ে বীর মুক্তিযোদ্ধার স্মৃতিচারণ-
মুক্তিযোদ্ধা মোজাফর আহম্মদ চৌধুরী
গ. দেশের গান: তেজস্বি দেওয়ান
ঘ. শিশু জগতের খবরা খবর
সংগ্রহ ও পাঠ: অভিদত্ত নিলয়
ঙ. আবৃত্তি: কবি আহসান হাবিব এর 'স্বাধীনতা' কবিতা থেকে আবৃত্তি:
আদিত্য সিকদার
চ. দেশাত্মবোধক রবীন্দ্র সংগীত
ছ. স্মরণীয়-বরণীয়: আবু হাসনাত মো: কামরুজ্জামান
সংগ্রহ ও পাঠ :
ফারহান সিদ্দিক অমি
তত্ত্বাবধানে: সমীর চন্দ্র বিশ্বাস
প্রযোজনা:
কাজী মো: নুরুল করিম

১০-৩০ বিজয় নিশান:
মহান বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে গানের গ্রন্থনাবদ্ধ বিশেষ অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
পরীক্ষিৎ বড়ুয়া
তত্ত্বাবধানে: সমীর চন্দ্র বিশ্বাস
প্রযোজনা:
কাজী মো: নুরুল করিম

বেলা

১-০৫ বিজয়ের গৌরব ও আমাদের অগ্রযাত্রা: মহান বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠান
ক. পরিচালনায়:
জসিম উদ্দিন বকুল
খ. অংশগ্রহণে:
জনাব সাইমুম সরোয়ার কমল (এমপি), এড. সিরাজুল মোস্তফা এবং ক্যাথিন অং রাখাইন
তত্ত্বাবধানে: সমীর চন্দ্র বিশ্বাস
প্রযোজনায়:
কাজী মো: নুরুল করিম

রাত

১০-০০ নাটক: আমাদের বঙ্গবন্ধু,
রচনাঃ এরশাদুল হক
প্রযোজনা ঃ মাহফুজুল হক

বেলা

১১-৩০ "প্রাণে বাজে সুখের বীণা":
মহান বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে
বিশেষ গীতিনকশা
রচনা : হাসান মাহমুদ মনজু
অংশগ্রহণে : আমিনুল ইসলাম,
রিপন ঘোষ, নাসরিন ইসলাম,
অর্পনা দেব রায়, মুন্নী নন্দী,
মো: রফিক, জয়ন্তী চাকমা,
সৌরভ দেওয়ান, রফিক আশেকী,
পার্কি চাকমা, স্বপন কুমার দাশ,
উৎপল বড়ুয়া, সাইদুল ইসলাম,
অমৃতা ধর, রিপন দাশ
ধারাবর্ণনা ঃ শিখা রানী ত্রিপুরা ও
মো: কাওসার
সুর ও সঙ্গীত পরিচালনা :
রনেশ্বর বড়ুয়া

দুপুর

১২-১০ "গিরিসম্ভার" :
তথ্য বিনোদন ও
প্রচারণামূলক ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান
ক. রাঙামাটি আজ ও কাল :
জাহেদা বেগম
খ. বীরশ্রেষ্ঠ মুন্সী আব্দুর রউফকে
নিয়ে স্মৃতিচারণ
মুক্তিযোদ্ধা রুহুল আমীন
গ. কারাগারে রোজনামচা থেকে
পাঠ: তনয়া দেওয়ান
ঘ. মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক গান:
ঙ. পার্বত্য অঞ্চলে মুক্তিযুদ্ধ-
কথিকা: নুরুল আবছার
চ. স্বাধীনতার কবিতা :
জান্নাতুল ফেরদৌস তমালিকা

১২-৩০ 'বিজয় দিবসের শপথ':
মহান বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে
স্বরচিত কবিতা পাঠের অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনাঃ
মো: ইসহাক
অংশগ্রহণে: হাসান মাহমুদ মনজু,
মো: ফখরুজ্জামান, প্রভারানী ধর,
তরুন জ্যোতি চাকমা,
মনির আহমেদ, সুকৃতি ভট্টাচার্য্য,
নুরুল আলম, মো: রেজাউল করিম,
শিরিন পারভীন,
মো: কামরুল হাসান

১২-৪৫ স্মৃতি-৭১ :
মহান বিজয় দিবস
উপলক্ষ্যে মুক্তিযোদ্ধাদের
অংশগ্রহণে স্মৃতিচারণমূলক অনুষ্ঠান
অংশগ্রহণে :
মুক্তিযোদ্ধা আব্দুশ তালুকদার ও
অমরেন্দ্র ভট্টাচার্য্য
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা :
শিখা রানী ত্রিপুরা

বেলা

১-১০ "স্বাধীনতা অর্জনে নারীদের অবদান
এবং বর্তমানে নারীদের উন্নয়ন"
বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে মহিলাদের
অংশগ্রহণে আলোচনা অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা :
যশস্বী চাকমা,
অংশগ্রহণে : মহিতা দেওয়ান,
সুস্মিতা খীসা ও
ইফ্‌ফাত জাহান জুলি

১-৩০ 'রক্তস্নাত স্বাধীনতা'- মহান বিজয়
দিবস উপলক্ষ্যে বিশেষ নাটক
রচনা : মো: সোহেল রানা

২-২০ আমাদের বিজয়, আমাদের
প্রত্যাশা: মহান বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে
তরুণ সমাজের জন্য বিশেষ অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
রোকসানা আক্তার
ক. মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উন্নত দেশ
গঠনে যুব ভাবনা ও
করণীয় অংশগ্রহণে:
মেহের নিগার,
ন্রামাচাই মারমা,
সাজিয়া জাহান চৌধুরী,
আফসানা মিমি, রেনি চাকমা,
মো: রায়হান উদ্দিন, মানস ত্রিপুরা
খ. দিবসভিত্তিক কবিতা আবৃত্তি :
ছেনোয়ারা আক্তার ও অরুনা দত্ত
গ. বিজয়/স্বাধীন বাংলা বেতার
কেন্দ্রের গান
ঙ. মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ে কুইজ অনুষ্ঠান
চ. বঙ্গবন্ধুর অসমাপ্ত আত্মজীবনী
থেকে পাঠ
পাঠে : জহিরুল ইসলাম তন্ময় ও
লিজা আক্তার

২-৪০ বহ্নি শিখা ঃ
মহান মুক্তিযুদ্ধ ও
বিজয়ের গানের গ্রন্থিত অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা: সুপ্রিয়া চৌধুরী,
উপস্থাপনাঃ
তনয়া দেওয়ান ও মো: তারেক

৩-৩৫ 'বিজয়-খুশি সবার মনে':
মহান বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে
শিশু-কিশোরদের অংশগ্রহণে
বিশেষ গীতিনকশা
রচনা: উত্তম কুমার ধর
অংশগ্রহণে :
আসমিত জাহান
মাইশা, জাফরানা আফরিন জুবিন,
তুলি ত্রিপুরা, রাইন মিস্ত্রি,
মুমতাহিনা আহমেদ সুরেলা,
অফেয়া ইবনাত সুমনা,
থোয়াই থোয়াই মারমা,
প্রজ্ঞা তংচংঙ্গ্যা,
সপ্তপর্না চাকমা, রিমা চাকমা
ধারাবর্ণনা :
নুরে নাজিয়া নুহা

বিকাল

৪-০৫ 'মহান মুক্তিযুদ্ধ, বিজয় ও
আজকের বাংলাদেশ'
মহান বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে
বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
আনন্দ জ্যোতি চাকমা
অংশগ্রহণে:
জনাব দীপংকর তালুকদার,
জনাব ফিরোজা বেগম চিনু,
জনাব শহীদুজ্জামান মহসিন রোমান,
জনাব আকবর হোসেন চৌধুরী,
হাজী মো: কামাল উদ্দিন

বাংলাদেশ বেতার, বান্দরবান

দুপুর

১২-১৫ "এ মাটি আমার"
মহান বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে
বিশেষ গীতিনকশা
রচনা: আমিনুর রহমান প্রামাণিক
সংগীতাংশে: মো: শহীদুল আলম,
চথুইপ্রু মারমা
সজীব চৌধুরী, সুমিতা দেবী,
অংমেপ্রু মারমা, দয়মন্তী ধর পূজা
সুর ও সংগীত পরিচালনা:
সুব্রত দাশ অনুজ
ধারাবর্ণনা: হোসনে আরা শিরিন
প্রযোজনায়:
মোহাম্মদ আশরাফ কবির

১২-৪৫ "ওই পতাকার জন্য"
মহান বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে
কবিতা আবৃত্তির অনুষ্ঠান
ক. কবি খন্দকার আব্দুল মোতালেব
রচিত
"ওই পতাকার জন্য"
কবিতা থেকে
আবৃত্তি- মৌমিতা চৌধুরী
খ. কবি রবীন্দ্র গোপ রচিত
"জনকের নাম শেখ মুজিব"
কবিতা থেকে
আবৃত্তি: জয়ন্তী চৌধুরী
গ. কবি মুহাম্মদ নুরুল হুদা রচিত
"বিজয়" কবিতা থেকে আবৃত্তি:
নুসরাত জাহান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
মো: শওকত আযম
প্রযোজনায়:
মোহাম্মদ আশরাফ কবির

বেলা

১-০৫ বিজয় দিবসের গান

১-১৫ "১৬ই ডিসেম্বর ১৯৭২ ঢাকায়
স্বাধীন বাংলাদেশে
প্রথম বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে
বঙ্গবন্ধুর ভাষণ নিয়ে
গ্রন্থনাবদ্ধ অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: এন এ জাকির
প্রযোজনা:
মোহাম্মদ আশরাফ কবির

১-২৫ "প্রশাসনিক কর্মে মুক্তিযুদ্ধের
চেতনা": বিশেষ অলোচনা অনুষ্ঠান
অংশগ্রহণে: মাহবুবুল আলম এবং
জেরিন আক্তার
সঞ্চলনায়: মনিরুল ইসলাম মনু
প্রযোজনা:
মোহাম্মদ আশরাফ কবির

২-৪০ "এক সাগর রক্তের বিনিময়ে"
মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক চলচ্চিত্রের
গানের গ্রন্থনাবদ্ধ অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
মিলন কুমার ভট্টাচার্য্য
প্রযোজনা:
মোহাম্মদ আশরাফ কবির

বিকাল

৪-১০ "বিজয় নিশান উড়ছে ওই" :
মহান বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে
গানের অনুষ্ঠান

বাংলাদেশ বেতার, কুমিল্লা

বিকাল

৩-৫৫ বিজয় নিশান উড়ছে ঐ:
স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের গান

৪-০৫ বিজয়োল্লাস: মহান বিজয় দিবস
উপলক্ষ্যে বিশেষ ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান
ক. প্রাসঙ্গিক কথা: উপস্থাপক
খ. একজন বীর মুক্তিযোদ্ধার
সাক্ষাৎকার,
গ্রহণে: অশোক কুমার বড়ুয়া
গ. বিজয়ের গান:
পূর্ব দিগন্তে সূর্য উঠেছে
ঘ. বিজয়ের ৪৯ বছর আমাদের
অর্জন: ড. আসাদুজ্জামান
ঙ. দিবসভিত্তিক কবিতা আবৃত্তি:
তাসমিয়া রহমান রাকিবা
গ্রন্থণা: নবনীতা বিশ্বাস
উপস্থাপনা: সুমন চক্রবর্তী ও
চৈতী দেবনাথ
তত্তাবধানে:
মোহাম্মদ মাসুদুজ্জামান
প্রযোজনা: সুমন কান্তি নাথ

৪-৩০ " বিজয়ের স্মৃতি ":
আলোচনা অনুষ্ঠান
পরিচালনা: শাহজাহান চৌধুরী
অংশগ্রহণে:
বীর মুক্তিযোদ্ধা জসীম উদ্দিন চৌধুরী
প্রযোজনা: মোহাম্মদ মাসুদুজ্জামান

৫-০৫ সুজলা সুফলা: কৃষিবিষয়ক অনুষ্ঠান
বিষয়: বিজয়ের চার দশকে কৃষি
খাতে বাংলাদেশের অর্জন
অংশগ্রহণে: মো: মশিউল ইষলাম
এবং সবিতা দেবী
পরিচালনা: চন্দন কুমার পোদ্দার
প্রযোজনা: মোহাম্মদ মাসুদুজ্জামান

৫-৩৫ আলোর মিছিল:
মহান বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে
শিশু-কিশোরদের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠান
ক. বিজয়ের গান: সমবেত কণ্ঠে
খ. কুমিল্লা অঞ্চলে মুক্তিযুদ্ধের গল্প:
মো.আল আমীন
গ. রবীন্দ্র সংগীত: আমি তোমায়
ছাড়ব না মা-সঞ্চিতা চক্রবর্তী
ঘ. বিজয় দিবসের কবিতা আবৃত্তি:
প্রজ্ঞা চক্রবর্তী
ঘ. দিবসভিত্তিক গান:
সমবেত কণ্ঠে
গ্রন্থনা: সেলিনা রহমান
উপস্থাপনা: নাজমুন নাহার পূর্ণি
প্রযোজনা: সুমন কান্তি নাথ

সন্ধ্যা

৬-০৫ "বিজয় কেতন": মহান বিজয়
দিবস উপলক্ষ্যে
বিশেষ গীতিনকশা
অংশগ্রহণে: এম এ কাইউম খান,
প্রত্যয় চৌধুরী, অর্নিবাণ রায় নন্দী,
হুমায়ন কবীর, ইমন, বনিক,
আতিকুল ইসলাম সুমন,
শেফালী মজুমদার
ইসফাতারা খাতুন, শিউলী রায়,
রীতা সরকার, সালমা নুর কেয়া,
সম্পা রানী দে ও শ্রাবনী সাহা
রচনা ও সুর সংযোজনা :
গুরুদাশ ভট্টাচার্য্য
তত্তাবধানে:
মোহাম্মদ রাফিকুল হাসান
প্রযোজনা: সুমন কান্তি নাথ

৬-৩০ অপরাজিতা:
মহান বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে
নারী সমাজের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠান
ক. বিজয় দিবসের গান
খ. বাংলাদেশকে এগিয়ে নিতে
নারী সমাজের করণীয়:
প্রফেসর সেলিনা রহমান
গ. কবিতা আবৃত্তি:
তাসমিয়া রহমান রাকিবা
ঘ. নারীর অগ্রগতি ও বিজয়:
আয়েশা রহমান পাপড়ি
ঙ. বিজয়ের গান
গ্রন্থনা: নবনীতা বিশ্বাস
উপস্থাপনা:
সুলতানা পারভীন দীপালী
প্রযোজনা: সুমন কান্তি নাথ

বাংলাদেশ বেতার, ময়মনসিংহ

১ম অধিবেশন

সকাল

৮-১০ বিজয় নিশান: মহান বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে বিজয়ের গানের গ্রন্থিত অনুষ্ঠান
ক. বিজয় নিশান উড়ছে ওই: সমবেত কণ্ঠে
খ. পূর্ব দিগন্তে সূর্য উঠেছে: সমবেত কণ্ঠে
গ. এই পতাকা শ্রমিকের রক্ত: সমবেত কণ্ঠে
ঘ. ধিতাং ধিতাং বোলে: সমবেত কণ্ঠে
গ্রন্থনা: নাজনীন নাহার
উপস্থাপনা: কর্তব্যরত ঘোষক/ঘোষিকা

৮-৩০ "রণতূর্য": মহান বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে এম আর আখতার মুকুল রচিত চরমপত্র নিয়ে গ্রন্থিত অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা: সৈয়দ সাইমুম আনজুম ইভান (বাংলাদেশ বেতার, সিলেট কেন্দ্র থেকে সংগৃহীত)

৮-৪৫ "মহান নেতা শেখ মুজিব": মহান বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-কে নিবেদিত গান
ক. জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু: সমবেত কণ্ঠে
খ. শোন একটি মুজিবুরের থেকে: আংশুমান রায়
গ. মহান নেতা শেখ মুজিব তোমার কথা বলি-শাম্মী আক্তার
ঘ. এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম: এ্যান্ড্রুকিশোর
ঙ. তুমি বাংলার স্বপ্নদ্রোষ্টা: আঞ্জুমান আরা শিমুল
গ্রন্থনা: সুদীপ রায়
উপস্থাপনা: কর্তব্যরত ঘোষক/ঘোষিকা

৯-০৫ "বিজয়ের পংক্তিমালা" মহান বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে কবিতা আবৃত্তি:
ক. কবিতা- স্বাধীনতা এই শব্দটি কীভাবে আমাদের হলো
কবি: নির্মলেন্দু গুণ, আবৃত্তি: আসাদুজ্জামান নূর
খ. কবিতা: আমার পরিচয়
কবি: সৈয়দ শামসুল হক
আবৃত্তি: মোঃ আমিনুল ইসলাম চৌধুরী
গ. কবিতা: স্বাধীনতা তুমি
কবি: শামসুর রাহমান
আবৃত্তি: মাহিদুল ইসলাম
ঘ. কবিতা: তোমাকে পাওয়ার জন্য হে স্বাধীনতা
কবি: শামসুর রাহমান,
আবৃত্তি: শিমুল মোস্তফা

৯-২০ "জয় বাংলা বাংলার জয় " মহান বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের গানের গ্রন্থিত অনুষ্ঠান
ক. জয় বাংলা বাংলার জয়: সমবেত কণ্ঠে
খ. মুক্তির মন্দির সোপানতলে: সমবেত কণ্ঠে
গ. লাখো লাখো হাত: সমবেত কণ্ঠে
ঘ. জনতার সংগ্রাম চলবেই: সমবেত কণ্ঠে
ঙ. চাষাদের মুটেদের মজুরের: রথীন্দ্রনাথ রায়
চ. এক সাগর রক্তের বিনিময়ে: সমবেত কণ্ঠে
গ্রন্থনা: নাহিদ মন্ডল,
উপস্থাপনা: কর্তব্যরত ঘোষক/ঘোষিকা

৯-৫০ দেশের গান
ক. আমার দেশের মাটির গন্ধে: আলম আরা মিনু
খ. বঙ্গোপসাগরের সৈকতে দাঁড়িয়ে: রাজু আহম্মদ

১০-০৫ ক. মহান বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে নাটক: একটি চিঠি (বাংলাদেশ বেতার ঢাকা থেকে সংগৃহীত)
খ. দেশের গান: পদ্মা মেঘনা রূপসা, সুরমা: মো. খুরশিদ আলম
গ. দেশের গান: আমার মন পাখিটা যায়রে: রুনা লায়লা
ঘ. দেশের গান: আহা কী অপরূপ: সুজিত মোস্তফা

২য় অধিবেশন

বিকাল ৫.০০টা হতে রাত ৮.০০টা পর্যন্ত ঢাকা-ক এর অনুষ্ঠান রীলে

বাংলাদেশ বেতার, গোপালগঞ্জ

প্রথম অধিবেশন

সকাল

৯-১০ "স্বাধীনতা তুমি শেখ মুজিবের জয় বাংলা " মহান বিজয় দিবস-২০২০ উপলক্ষ্যে দেশাত্মবোধক গান নিয়ে গ্রন্থনাবদ্ধ বিশেষ অনুষ্ঠান
গ্রন্থনায় ও উপস্থাপনায়: রবিউল ওহাব
তত্ত্বাবধানে: শফিকুল ইসলাম
প্রযোজনা: হুমায়ুন কবির

৯-৩০ ক. হৃদয়ে বঙ্গবন্ধু: বঙ্গবন্ধুর অসমাপ্ত আত্মজীবনী থেকে পাঠ
পাঠে: তমা হীরা ও নুরুল আলম
খ. মুজিববর্ষের গান

৯-৪০ মুজিববর্ষের অনুষ্ঠান " শেখ মুজিব আমার পিতা" মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রচিত গ্রন্থ থেকে পাঠ
পাঠে: প্রদ্যোত রায়

৯-৪৫ মহান বিজয় দিবস-২০২০ উপলক্ষ্যে বিজয়ের গান

১০-০৫ "বঙ্গবন্ধু ও বিজয়": মহান বিজয় দিবস-২০২০ উপলক্ষ্যে বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠান
সঞ্চালনায়: মাহমুদ আলী খন্দকার
অংশগ্রহণে: প্রফেসর ড: এ. কিউ.এম.মাহবুব এবং বীর মুক্তিযোদ্ধা শেখ লুৎফার রহমান বাচ্চু
তত্ত্বাবধানে: শফিকুল ইসলাম
প্রযোজনা: হুমায়ুন কবির

১০-৩৫ মহান বিজয় দিবস-২০২০ উপলক্ষ্যে বিজয়ের গান

১০-৪৫ মহান বিজয় দিবস-২০২০ উপলক্ষ্যে দেশাত্মবোধক গান

কৃষি বিষয়ক কার্যক্রম

সকাল

৭-৫০ কৃষি ও পরিবেশ ভিত্তিক অনুষ্ঠান:
'কৃষি সমাচার'
ক. মহান বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে
প্রাসঙ্গিক কথা- উপস্থাপক
খ. বিজয় দিবসের গান:
বিজয় নিশান উড়ছে ঐ--
শিল্পী: অজিত রায়
গ. আমার বাংলা:
'বঙ্গবন্ধুর কৃষি দর্শন'
কথক: মো. আবু সায়েম
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
শফিকুল ইসলাম বাহার
সার্বিক নির্দেশনায়:
নাসরুল্লাহ মোঃ ইরফান
তত্ত্বাবধানে: সৈয়দ রাজু আহমেদ
প্রযোজনায় : রনিয়া সুলতানা

সন্ধ্যা

৬-০৫ সোনালী ফসল: আঞ্চলিক অনুষ্ঠান
ক. ১৬ ই ডিসেম্বর 'মহান বিজয় দিবস' উপলক্ষ্যে
প্রাসঙ্গিক আলোচনা :
আসরের পরিচালক ও শিল্পীবৃন্দ
খ. বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশের কৃষি
কথক: অধ্যাপক ডক্টর
কামাল উদ্দিন আহমেদ
গ. মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক গ্রন্থ
(একাত্তরের চিঠি) থেকে পাঠ
পাঠ-রাইসুল ইসলাম আসাদ
ঘ. স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের গান
রক্ত দিয়ে নাম লিখেছি-
সমবেত কণ্ঠে
আসর পরিচালনায় :
মো. নজরুল ইসলাম
অংশগ্রহণে: ইলিয়াস হায়দার,
শামসুন্নাহার,
মতিউর রহমান জসিম,
শাহাজাদী বেগম ও
রিজিয়া পারভীন
সার্বিক নির্দেশনায়:
নাসরুল্লাহ মোঃ ইরফান
তত্ত্বাবধানে: সৈয়দ রাজু আহমেদ
প্রযোজনায়: রনিয়া সুলতানা

৭-০৫ দেশ আমার মাটি আমার:
জাতীয় অনুষ্ঠান
ক. মহান বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে
গঠনমূলক আলোচনা
আসরের পরিচালক ও শিল্পীবৃন্দ
খ. মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে
বিশেষ গীতি নকশা
'গাহি বিজয়ের গান'
রচনা: সুমন সরদার,
সুরকার: আবুবকর সিদ্দিক
সংগীতাংশে: রুমানা ইসলাম,
সুমন রাহাত, দিনাত জাহান মুন্নী
বর্ণনায়: জুবায়েদ হোসেন পলাশ ও
রওনক জাহান
আসর পরিচালনায়: মাকসুদা খানম
অংশগ্রহণে: মো: লিয়াকত আলী খান,
খুরশিদা বেগম বেবী হেনা
এস এম সরোয়ার হোসেন
সার্বিক নির্দেশনায়:
নাসরুল্লাহ মোঃ ইরফান
তত্ত্বাবধানে: সৈয়দ রাজু আহমেদ
প্রযোজনায়: নুসরাত হারুন

জনসংখ্যা, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সেল

সকাল

৭-২০ সুখের ঠিকানা
ক. মহান বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে
প্রাসঙ্গিক কথা
খ. সাক্ষাৎকারমুলক আলোচনা:
বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা
গড়তে দেশের অতিরিক্ত
জনসংখ্যাকে জনসম্পদে রূপান্তর
সাক্ষাৎ প্রদানে:
প্রফেসর ড. সৈয়দ
আনোয়ার হোসেন
ও সাক্ষাৎকার গ্রহণে:
আজহারুল ইসলাম রনি
প্রযোজনা: সাহিদা মঞ্জুরী

বেলা

১১-৩০ স্বাস্থ্যই সুখের মুল
ক. মহান বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে
প্রাসঙ্গিক কথা
খ. নাটিকা:' বিজয় ৭১'
রচনা ও প্রযোজনা:
সোলায়মান খোকা
অভিনয়ে: খায়রুল আলম সবুজ,
তরু মোস্তফা, বনশ্রী অধিকারী,
জান্নাতুল ফেরদৌসী লিজা ও
সুব্রত চক্রবর্তী
গ. স্বাধীনবাংলা বেতারের গান:
পূর্ব দিগন্তে সুর্য উঠেছে:
সমবেত কণ্ঠে
সাক্ষাৎকারমুলক আলোচনা:
সুখী-সমৃদ্ধ দেশ গঠনে পরিকল্পিত
পরিবার
সাক্ষাৎকার প্রদানে:
ডা.নুরুন্নাহার বেগম,
সাক্ষাৎকার গ্রহণে: মাহফুজুল আলম
ঘ. কবিতা আবৃত্তি: স্বাধীনতা তুমি-
কবি শামসুর রাহমান
আবৃত্তি: ভাস্বর বন্দোপাধ্যায়
গ্রন্থনা: আমিনুল ইসলাম মঞ্জু
উপস্থাপনা: তানিয়া পারভীন ও
আমিনুল ইসলাম মঞ্জু
প্রযোজনা: সাহিদা মঞ্জুরী

৩-০৫ এসো গড়ি ছোট পরিবার
ক. মহান বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে
প্রাসঙ্গিক কথা: উপস্থাপক
খ. বর্তমান সরকারের পরিবার
পরিকল্পনা কর্মসূচীর লক্ষ্যমাত্রা
অর্জনে করণীয়
অংশগ্রহণে: প্রফেসর
ড. আমিনুল ইসলাম,
ড. খুরশিদা বেগম এবং
তারেক হাসান শাহরিয়ার
গ. বিজয়ের গান: বিজয়ের পতাকা
উড়ছে ঐ: সমবেত কণ্ঠে
ঘ. বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধার সাক্ষাৎকার
সাক্ষাৎকার প্রদানে: বীর
মুক্তিযোদ্ধা মো:জালাল উদ্দিন
সাক্ষাৎকার গ্রহণে:
গোলাম সরোয়ার মির্জা
ঙ. প্রামাণ্য: তরুন সমাজ ২০২১ এ
বাংলাদেশকে যেখানে দেখতে চায়:
ডি.এম.সাকলায়েন
চ. বিজয়ের গান:
স্বাধীনতা তুমি...
শিল্পী: ফাহমিদা নবী
গ্রন্থনা: শফিকুল ইসলাম বাহার
উপস্থাপনা:
সৈয়দা শাহান আরা লিপি ও
শফিকুল ইসলাম বাহার
প্রযোজনা: তোফাজ্জল হোসেন

রাত

৮-১০ সুখী সংসার
ক. মহান বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে
প্রাসঙ্গিক কথা: উপস্থাপক
খ. বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন নিয়ে
বিজয় দিবসে তরুন সমাজের
ভাবনা বিষয়ক বিশেষ প্রামাণ্য
সাক্ষাৎকার গ্রহণে: সজীব দত্ত
গ. বিজয়ের গান:
মহান মুক্তিযোদ্ধা,
শিল্পী: শাহনাজ রহমান স্বীকৃতি
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনা:
শাহীনুর রহমান
প্রযোজনা ঃ তোফাজ্জল হোসেন

বাণিজ্যিক কার্যক্রম

সকাল

৯-৩০ বিজয়ের রাঙ্গা প্রভাত-
মহান মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের গান নিয়ে গ্রন্থিত অনুষ্ঠান
গবেষণা ও গ্রন্থনা:
সোহরাব হোসেন সৌরভ
উপস্থাপনা: সেলিনা আকতার শেলী ও সোহরাব হোসেন সৌরভ
প্রযোজনা: ইয়াসমিন আকতার

বেলা

২-০০ ফিরে এলে দেখা হবে-
মহান মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক বিশেষ নাটক
রচনা: তারিক মঞ্জুর
নাট্য প্রযোজনা: আবু নওশের
প্রযোজনা: মো: গোলাম রব্বানী

বিকাল

৪-৩০ নব সূর্যোদয়ে: মহান বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে বিশেষ ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান
গবেষণা ও গ্রন্থনা:
খন্দকার শামসুজ্জোহা
উপস্থাপনা: নাজমুন নাহার সুমনা ও খন্দকার শামসুজ্জোহা

ক. স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের গান
খ. বীর মুক্তিযোদ্ধার সাক্ষাৎকার/ স্মৃতিচারণ
রাইসুল ইসলাম আসাদ
গ. মুক্তিযুদ্ধের কবিতা:
আবৃত্তি: লাল্টু হোসাইন
ঘ. মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র (ভক্সপপ)
আহসান হাবিব বাপ্পী
ঙ. মুক্তিযুদ্ধের গান
প্রযোজনা: নূসরাত জাহান সুমী

ট্রান্সক্রিপশন সার্ভিস

বেলা

১-৩০ বিজয়ের গান: বিজয় দিবসভিত্তিক দেশাত্ববোধক গান

১-৪৫ বীরশ্রেষ্ঠ বীরত্বগাথা: বীরশ্রেষ্ঠদের বীরত্বগাথা নিয়ে গ্রন্থিত অনুষ্ঠান
তত্ত্বাবধানে: মোহাম্মদ জলিলুল হক
প্রযোজনা: নাদিয়া ফেরদৌস

২-০০ এসো বিজয়ের গান গাই:
বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে বিশেষ গীতিনকশা
রচনা: হীরেন্দ্রনাথ মৃধা
সুর ও সঙ্গীত: ফরিদ আহমেদ
শিল্পীবৃন্দ: ইউসুফ আহমেদ, স্বরলিপি, চম্পা বণিক, পুলক অধিকারী, মুহিন
তত্ত্বাবধানে: শাবানা হক
প্রযোজনা: নাদিয়া ফেরদৌস

২-২৫ ভালবাসার লাল সবুজ:
কবিতা আবৃত্তির গ্রন্থিত অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা ও উপস্থাপনায়:
শফিকুল ইসলাম বাহার
অংশগ্রহণে: মাহমুদা আখতার, ভাস্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, কামরুন্নাহার হেলেন ও দেলোয়ার হোসেন
তত্ত্বাবধানে: নাসিমা বেগম
প্রযোজনা: মো: সরোয়ার মোর্শেদ

২-৪০ বীরের স্মৃতি থেকে:
মুক্তিযোদ্ধার সাক্ষাৎকার
তত্ত্বাবধানে: নাসিমা বেগম
প্রযোজনা: মো: সরোয়ার মোর্শেদ

ট্রাফিক সম্প্রচার কার্যক্রম

সকাল

৭-৪৫ হৃদয়ে একাত্তর
ক. একাত্তরের এই দিনে
খ. মুক্তিযুদ্ধ/স্বাধীনতা/বিজয়ের গান
গ. বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সাক্ষাৎকার/একাত্তরের চিঠি থেকে পাঠ/কথিকা/ স্বাধীনতার স্মৃতিচারণমূলক বক্তব্য
ঘ. মুক্তিযুদ্ধ/স্বাধীনতা/একাত্তরের কবিতা আবৃত্তি
ঙ. প্রাসঙ্গিক কথা
গ্রন্থনা: আরেফিন/হেলেন/ শাকিল
উপস্থাপনা:
কর্তব্যরত ঘোষক/ ঘোষিকা
নির্দেশনা: মো: ছালাহ্ উদ্দিন
তত্ত্বাবধান:
দেওয়ান মোহাম্মদ আহসান হাবীব
প্রযোজনা: মো: আব্দুল হান্নান

১০-০৫ মুক্তির বন্দনা:
বিজয় দিবসের কবিতা নিয়ে অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা: মাহমুদা আখতার
উপস্থাপনা: মাহমুদা আখতার ও এস এম আসাদুজ্জামান
কবিতা
ক. স্বাধীনতা শব্দটি কিভাবে আমাদের হলো
আবৃত্তিকার: প্রজ্ঞা লাবনী
খ. একটি পতাকা পেলে
আবৃত্তিকার: নাসরিন পাঠান
গ. বাংলাদেশ
আবৃত্তিকার: মাহিদুল ইসলাম
ঘ. স্বাধীনতা তুমি
আবৃত্তিকার: শিমুল মুস্তফা
ঙ. রিপোর্ট ৭১
আবৃত্তিকার: জয়ন্ত চট্টপাধ্যায়
নির্দেশনা: মো: ছালাহ্ উদ্দিন
সম্পাদনা: মো: রফিকুল ইসলাম
তত্ত্বাবধান:
দেওয়ান মোহাম্মদ আহসান হাবীব
প্রযোজনা: মো: আব্দুল হান্নান

সন্ধ্যা

৭-৩০ দাম দিয়ে কেনা বাংলা:
বিজয়ের গানের গ্রন্থিত অনুষ্ঠান
গ্রন্থনা: তনিমা করিম
উপস্থাপনা: তনিমা করিম ও সাইফ
ক. বিজয় নিশান উড়ছে ঐ
শিল্পী: সমবেত কণ্ঠে
খ. মুক্তির মন্দির সোপান তলে
শিল্পী: সমবেত কণ্ঠে
গ. পূর্ব দিগন্তে সূর্য উঠেছে
শিল্পী: সমবেত কণ্ঠে
ঘ. দাম দিয়ে কিনেছি বাংলা
শিল্পী: সাবিনা ইয়াছমিন
ঙ. একটি বাংলাদেশ তুমি জাগ্রত জনতার
শিল্পী: সমবেত কণ্ঠে
নির্দেশনা: মো: ছালাহ্ উদ্দিন
সম্পাদনা: মো: রফিকুল ইসলাম
তত্ত্বাবধান:
দেওয়ান মোহাম্মদ আহসান হাবীব
প্রযোজনা: মো: আব্দুল হান্নান

External Service

রাত

১০.৩০-১১.৩০: (মধ্যপ্রাচ্য)

১.১৫-২.০০: (ইউরোপ)

'বিজয়ে তোমায় পড়ে মনে'
মহান বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে
প্রাসঙ্গিক কথা- উপস্থাপক
ক. গান বুকের রক্তে রাঙা,
গীতিকার : নাসির আহমেদ
শিল্পী: আবিদা সুলতানা
খ. সাক্ষাৎকার: মুজিববর্ষে বিজয় দিবসের চেতনা
সাক্ষাৎকার প্রদানে:
আমির হোসেন আমু
সাক্ষাৎকার গ্রহণ: মঞ্জুরুল হক
গ. গান: বাংলাদেশে জন্ম আমার তাই
গীতিকার : ফজলে খোদা,
শিল্পী: সৈয়দ আব্দুল হাদী
ঘ. কবিতা আবৃত্তি: জার্নাল ১৯৭১
কবি: মোঃ মনিরুজ্জামান,
আবৃত্তি: ডালিয়া আহমেদ
ঙ. গান: বিজয় নিশান উড়ছে ঐ
শিল্পী: সমবেত কণ্ঠে,
গ্রন্থনা: ড. সৌমিত্র শেখর
উপস্থাপনা: খন্দকার সামসুজ্জোহা
তত্ত্বাবধানে: মাহবুবা ইয়াসমিন শেলী
প্রযোজনা: উম্মে ফারহানা হোসেন শিমু

Time of Broadcast

Betn 11:45PM to 1:00 A.M.
(English 2nd Trans:)
Duration : 28 Min
Betn 6:30 to 7:00 P.M.
(English 1st Trans:)
Duration : 17 Min
Joyollashe (জয়োল্লাসে)

1. Song: Bijoy Nishan Urse Oi
(বিজয় নিশান উড়ছে ঐ)
(With the gist in English)
Singer: Chorus.
Lyric: Shahidul Haque Khan.
Composer: Sujayo Shyam.

2. Interview: "Role of Foreign Country in the Victory of Bangladesh".
Interviewee: Wali-ur-Rahman, Former Ambassador.
Interviewer: Prof. Ahmed Reza.

3. Poem Recitation :
Vijoyer Onuvhuti
(বিজয়ের অনুভূতি)
Poet: Faruque Hossain. Recited By: Joyonto Ray.

4. Reding from part of the Book " Ami Bijoy Dekhechi".
Writen By: M R Akhtar Mukul.
Presenter: Silvia Islam.
5. Shob Kota Janala Khule Daona
(সবকটা জানালা খুলে দাওনা)
(With the gist in English)
Singer: Sabina Yasmin.
Lyric:Nazrul Islam Babu.
Music: Ahmed Imtiaz Bulbul.
Compiled by :
Alfaz Uddin Ahmed Tarafder.
Presented by : Shamim Khan.
Directed by: Shahanaz Begum
Supervised by :Mahbuba Yasmin Shelli.
Produced by:
Umma Farhana Hossain Shimu.

পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তি: শান্তির সূচনা বিন্দু

নুসরাত হাবিব

পার্বত্য চট্টগ্রাম। এখানে সারি সারি সবুজ পাহাড় দূর আকাশের দিকে হাত বাড়িয়ে আকাশ ছোঁয়া স্বপ্ন দেখার সাহস যোগায়। আঁকাবাঁকা পাহাড়ি পথ আর ছুটে চলা ঝর্ণা ছন্দ এনে দেয় চলার গতিতে। এখানকার প্রকৃতির বুকে বেড়ে ওঠা জনগোষ্ঠী শান্তিকামী হিসেবেই পরিচিত। ১৯৭০-এর দশকে সশস্ত্র লড়াইয়ে লিপ্ত হলে এ পার্বত্য চট্টগ্রামের শান্ত প্রকৃতিই অশান্ত হয়ে ওঠে। দুই যুগেরও বেশি সময় ধরে এ অস্থিরতা চলমান থাকে। স্বায়ত্তশাসনের অধিকার আদায়ের সশস্ত্র সংঘাতে ব্যাহত হয় বাংলাদেশের পার্বত্য জনপদের উন্নয়ন। ১৯৯৬ সালে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব নিয়েই জননেত্রী শেখ হাসিনা অশান্ত পার্বত্য চট্টগ্রামে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেন। ফলশ্রুতিতে ১৯৯৭ সালের ২ ডিসেম্বর বাংলাদেশ সরকার ও পাহাড়ি জাতি গোষ্ঠীর প্রতিনিধির মধ্যে একটি ঐতিহাসিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়, যা পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তি নামে পরিচিত। বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে আবুল হাসনাত আব্দুল্লাহ এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির পক্ষে সন্তু লারমা এ চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। অশান্ত পার্বত্য চট্টগ্রামে আশার দোলাচলে নতুন দিনের সূচনা হয়।

পার্বত্য চট্টগ্রাম প্রথম অশান্ত হয় যখন উন্নয়নের আলো জ্বালাতে গিয়ে সেখানকার সাধারণ মানুষের মৌলিক অধিকার উপেক্ষিত হয়। ১৯৬২ সালে পাকিস্তান শাসনামলে রাঙ্গামাটির কাপ্তাইয়ে নির্মিত হয় দেশের প্রথম জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র। বাঁধ তৈরি করে বিস্তৃত উঁচু স্থানে জমা করা হয় পানি। প্লাবিত হয় অনেক এলাকা, যেখানে একসময় জনবসতি ছিল। নির্মাণকালে ঐ অঞ্চলে বসবাসকারি লক্ষাধিক অধিবাসিকে স্থানান্তরিত হতে হয়। তাদের স্থানচ্যুতিতে তৎকালীন সরকার কোন গুরুত্ব দেয়নি। প্রায় হাজারখানেক পরিবার বাস্তুচ্যুত হয়ে আশ্রয় নেয় ভারতে।

এদিকে ১৯৭১ সালের মুক্তি সংগ্রামে দ্বিধাবিভক্ত হয় পার্বত্য এলাকার জনমানুষ। কেউ হাত মেলায় পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর সাথে। আবার কেউ অস্ত্র ধরে দেশ স্বাধীন করার জন্য। বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভের পর পার্বত্য চট্টগ্রাম বসবাসরত অধিবাসিদের অধিকারকে স্বীকৃতি দেবার দাবি তোলেন চাকমা রাজনীতিবিদ মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা। বিভিন্ন ইস্যুতে মত-পার্থক্য হওয়ায় পরবর্তীতে ১৯৭৩ সালে স্থানীয় আদিবাসীদের সমন্বয়ে গঠিত হয় পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি, যার সশস্ত্র সংগঠন হলো শান্তি বাহিনী।

১৯৭৫ সালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নৃশংস হত্যাকান্ডের পর ক্রমশ পরিস্থিতির অবনতি হতে থাকে। পার্বত্য চট্টগ্রামে এক রক্তক্ষয়ী সংঘাত শুরু হয়। স্থানীয় অধিবাসীদের তারা সংগঠনে যোগ দিতে বাধ্য করে। ভারতের ত্রিপুরায় গহীন অরণ্যে শুরু হয় অস্ত্র চালনার প্রশিক্ষণ। ১৯৭৭ সালে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর যানবাহনের উপর তারা প্রথম আক্রমণ চালায়। পুলিশ, সৈনিক, সরকারি কর্মকর্তা ও এ অঞ্চলের বাঙালি অধিবাসীদেরকে লক্ষ্য করে তারা হামলা করতে থাকে। শান্তি বাহিনীর বিপক্ষে অবস্থানরত যেকোন আদিবাসী ও সরকার সমর্থকদের আক্রমণ করতেও তারা দ্বিধা করেনি। এ সংঘাতে হতাহত হয়েছে নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যসহ বহু নিরীহ

মানুষ। হাজার হাজার ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর মানুষ পার্শ্ববর্তী ভারতে উদ্বাস্তু হয়েছে। এর সুদূরপ্রসারী প্রভাব পড়েছে পার্বত্য চট্টগ্রামের জনজীবনের উপর। ১৯৭৫-১৯৯৬ সময়ে সরকারের ভ্রান্তনীতি ও আন্তরিকতার অভাবে শান্তি প্রতিষ্ঠায় কোন কার্যকর ভূমিকা দেখা যায়নি।

একনজরে পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তির বাস্তবায়নের সাথে দীর্ঘমেয়াদী বহুমুখী কার্যক্রম সম্পৃক্ত রয়েছে। শান্তি চুক্তি মোট চার খন্ডে বিভক্ত। চুক্তির 'ক' খন্ডে ৪টি, 'খ' খন্ডে ৩৫টি, 'গ' খন্ডে ১৪টি ও 'ঘ' খন্ডে ১৯টি ধারা রয়েছে। সর্বমোট ৭২টি ধারার বাস্তবায়ন এখন পর্যন্ত বিভিন্ন পর্যায়ে রয়েছে। এক্ষেত্রে ৪৮টি ধারা সম্পূর্ণ বাস্তবায়িত, ১৫টি ধারা আংশিক বাস্তবায়িত এবং ৯টি ধারার বাস্তবায়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। শান্তি চুক্তির পরপরই ভারত প্রত্যাগত ১২ হাজারেরও বেশি ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী শরণার্থী পরিবারের ৬৪ হাজার সদস্যকে পুনর্বাসিত করা হয়। প্রতিটি পরিবারকে ৫০ হাজার টাকা করে নগদ অর্থ প্রদান করা হয়। ২০ বছর আগে যারা চাকরির স্থান ত্যাগ করেছিল, তাদের পুনরায় চাকরিতে নিয়োগ দেয়া হয়। এছাড়াও পুলিশ বাহিনীতে নিয়োগের শর্ত শিথিল করে তাদের নিয়োগের ব্যবস্থা করা হয়। শান্তি চুক্তি বাস্তবায়নের অগ্রগতি হিসেবে খাগড়াছড়ি জেলায় ৩০টি, রাঙ্গামাটি জেলায় ৩০টি এবং বান্দরবান জেলায় ২৮টি বিভাগ বা দপ্তরকে জেলা পরিষদের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে সরকার যথাযথভাবে পার্বত্যবাসী ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর জনগণকে সাংবিধানিক স্বীকৃতি দিয়েছে।

শান্তি চুক্তি বাস্তবায়নে ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তির বিষয়টি সবচেয়ে চ্যালেঞ্জিং বিষয় হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। এজন্য ১৯৯৯ থেকে বর্তমান পর্যন্ত পরপর ৫টি ভূমি কমিশন গঠন করা হয়েছে। ভূমি সমস্যা নিরসনের লক্ষ্যে ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন আইন ২০০১ জাতীয় সংসদে পাস করা হয়েছে। এ আইন সম্পর্কে আঞ্চলিক পরিষদ উত্থাপিত আপত্তিসমূহ বিবেচনা করে আইনের সংশোধনী প্রস্তাব মন্ত্রিসভায় অনুমোদনের পর বর্তমানে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন যে, পার্বত্য এলাকার জনগণের ভূমির অধিকার সুরক্ষার লক্ষ্যে শিগগিরই ভূমি জরিপ করা সম্ভব হবে।

উন্নয়নের বিভিন্ন ক্ষেত্রে আমরা শান্তি চুক্তির সুবাতাস পাই। ডিজিটাল বাংলাদেশের স্বপ্ন বাস্তবায়নে ৩টি পার্বত্য জেলায় মোবাইল ফোন নেটওয়ার্ক চালু করা হয়েছে। শান্তি চুক্তির পর ১৭৬টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্মাণ, পুনঃনির্মাণ ও সংস্কার করা হয়েছে। এরমধ্যে সম্প্রতি রাঙ্গামাটিতে স্থাপিত ১টি মেডিকেল কলেজ ও ১টি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় উল্লেখযোগ্য। পার্বত্য অঞ্চলের ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর জন্য সমতলের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে কোটা সুবিধা বলবৎ রয়েছে। এখানকার প্রাকৃতিক সম্পদ, সৌন্দর্য ও বৈচিত্র্যময় জীবনধারা বজায় রেখে এবং স্থানীয় জনগণকে সম্পৃক্ত করে পার্বত্য পর্যটন শিল্প বিকাশের ধারাকে অব্যাহত রাখার সকল প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। ২০১৮ সালে দেশের মোট ভূখন্ডের ১৫% ছিল বনভূমি। রূপকল্প ২০৪১-এ বনভূমির পরিমাণ ২০% করার লক্ষ্যমাত্রা নেয়া হয়েছে। প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০৪১ এর অধীনে বাংলাদেশে একটি সবুজ প্রবৃদ্ধি কৌশল গ্রহণ করা হয়েছে।

স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষা এবং জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে সরকারি উদোগের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক সংস্থা ও এনজিওসমূহের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। পার্বত্যাঞ্চলে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন, সীমান্ত সড়ক নির্মাণ, ভারত ও মায়ানমারের সাথে যোগাযোগ সড়ক নির্মাণসহ বিভিন্ন উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। কৃষি বিপননে এর প্রত্যক্ষ সুফল পাচ্ছে পার্বত্য এলাকার মানুষ। অরক্ষিত সীমান্ত অঞ্চলের নিরাপত্তা বিধান, অস্থায়ী সেনা ক্যাম্প প্রত্যাহার, পার্বত্যাঞ্চলে মোতায়েনরত সেনাবাহিনীকে ছয়টি স্থায়ী সেনানিবাসে প্রত্যাবর্তনসহ সকল ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।

রূপকল্পসহ বিভিন্ন দীর্ঘমেয়াদি কর্মসূচির আওতায় সামাজিক উন্নয়ন ও বিদ্যুৎ উন্নয়ন চলছে। সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় ৩ পার্বত্য জেলায় প্রায় ৪২ হাজার জনকে বয়স্ক ভাতা দেয়া হচ্ছে। বিধবা ভাতা পাচ্ছেন ২২ হাজার ৪১০ জন। ৭ হাজার ৩১১ জনকে অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতা ও ৯৮১ জন প্রতিবন্ধীকে শিক্ষা উপবৃত্তি দেয়া হয়েছে। শেখ হাসিনার বিশেষ উদ্যোগের মধ্যে একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্পের আওতায় ১ হাজারেরও বেশি সমিতির মাধ্যমে ৫২ হাজার ১৭২ জন সদস্যের দারিদ্র্য বিমোচন করা সম্ভব হয়েছে। আশ্রয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে পুনর্বাসিত হয়েছে ৬২৩টি দুঃস্থ ভূমিহীন পরিবার।

পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তি নানাভাবে অনন্য। শান্তি প্রতিষ্ঠায় আন্তরিকতার কারণেই সংঘাতের পথ এড়িয়ে রাজনৈতিকভাবে এ সমস্যার সমাধান সম্ভব হয়েছে। ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য বর্তমান প্রজন্মের যে শ্রেষ্ঠ উপহার 'বাংলাদেশ বদ্বীপ মহাপরিকল্পনা ২১০০' গ্রহণ করা হয়েছে, তা অর্জনের জন্য পার্বত্য শান্তি চুক্তির বাস্তবায়নের পাশাপাশি টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রায় এগিয়ে চলেছে বাংলাদেশ। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য থেকেই আমরা এজন্য অনুপ্রেরণা পেতে পারি। তিনি বলেন- 'পৃথিবীর অন্য যে কোন দেশে এধরণের সমস্যা সমাধানে অন্য কোন দেশকে তৃতীয় পক্ষ হিসেবে নিয়োগ করে থাকে। কিন্তু আমরা কোন তৃতীয় পক্ষ নিয়োগ না করেই সমস্যার সমাধান করেছি। কারণ আমরা মনে করি এটি আমাদের ভূখন্ডের সমস্যা এখানকার মানুষগুলো আমাদের এবং তাদের সমস্যাও আমাদেরই, সমাধান আমাদেরকেই করতে হবে'।

লেখক: গবেষক

তোহফার দুল

মনজুর-ই-আলম ফিরোজী

রোজকার মতো আজও অফিস শেষে বাসায় ফেরার সঙ্গে সঙ্গে মফিজ সাহেবের ছোট মেয়ে তোহফা বাবার গলা জড়িয়ে ধরে বলল, বাবা কবে আমার দুল কিনে দেবে?
এইতো আম্মা! সামনের মাসেই তোমার দুল কিনে দেব।

তুমিতো শুধু একটি কথাই বলো- সামনের মাসে। কিন্তু কিনে দাওনা। জানো বাবা, আমার বান্ধবীদের সবাই কান ফুড়িয়েছে। ওরা সবাই ছোট ছোট দুল পরে ক্লাসে আসে। শুধু আমারই দুল নেই। আর দুল নেই বলে কানও ফোড়ানো হচ্ছে না।

এতটুকু মেয়ের এমন গুছিয়ে মিনতি করার কায়দায় প্রতিদিনই মনে কষ্ট পান মফিজ সাহেব। আজ একটু বেশি কষ্ট পেলেন। সেইসাথে লজ্জাও। কারণ অন্যদিনের চেয়ে আজ মেয়ের অনুযোগ একটু বেশি মাত্রার। অন্যদিন শুধু দুল কিনে দেবার কথার মধ্যে সীমিত থাকত। আজ তার সাথে আরো কিছু কথনের সংযোগ ঘটেছে।

মেয়েকে কি সান্ত্বনা দেবেন বুঝতে পারছেন না মফিজ সাহেব। আবারও সেই পুরনো কথারই পুনরাবৃত্তি করলেন। আম্মা, আমি তো বলেছি তোমার দুল কিনে দেব। তার আগে তো তোমার কান ফোড়ানো চাই। তোমার মাকে বলো আগে কান ফোড়াতে। দুল তো লাগবে পরে, তাই না?

কিন্তু বাবা...
পাশের ঘর থেকে মফিজ সাহেবের স্ত্রী এসে রাগতস্বরে বললেন, তুমি তো ঐ মহাঅজুহাত পেয়েছ, আগে কান ফোড়াও, তারপর দুল কিনে দেব। বলি, আর কতদিন ভাঙ্গা রেকর্ড বাজাবে? তোমার জানা উচিত, কান ফোড়ানোর সপ্তাহখানেক পরেই দুল পরতে হয়। কান ফোড়াচ্ছি না শুধু একটি কারণে, দুলের ব্যবস্থা হচ্ছে না বলে।

ঠিক আছে, এবার আর অন্যথা হবে না। সামনের জুন মাসে ঠিক ঠিক তোহফার দুল কিনে দেব। তুমি মেয়ের কান ফুটো করে দাও।

ওভার কনফিডেন্ট দেখছি। এত শিওর হয়ে বলছ, যাতে মনে হচ্ছে এবার অন্যথা হবে না। কিন্তু তোমার দৌড়তো আমার জানা আছে- প্রতি মাসের শেষে বাজার করার পয়সা থাকে না। চুলা জ্বালানোই বন্ধ হবার উপক্রম হয়। সামনের মাসেও যে তার ব্যত্যয় ঘটবে না, সেটাই স্বাভাবিক। অথচ আমাকে বিশ্বাস করতে বলছ যে সত্যি সত্যি মেয়েকে দুল কিনে দেবে।

হ্যাঁ, বলছি। দেখো, সামনের মাসে হবেই।

কিন্তু আমি কোন বিশ্বাসযোগ্য কারণই খুঁজে পাচ্ছি না। ইউ আর এন অনেস্ট গভর্নমেন্ট অফিসার। সারাজীবন চাকরির পাশাপাশি টিউশনি করো, কখনো বিশ্রামের সুযোগই পাওনা তেমন। চাকরির বেতন আর টিউশনির টাকা যোগ করে বাসা ভাড়া দাও আর সংসার চালাও। তাও স্যাটিসফেকশনের সাথে নয়। কোনও রকমে। এমন কোন মাস যায় না, যখন শেষ কয়েকটা দিন টানাটানিবিহীন চলে। সামনের জুন মাসেও সেরকম হওয়াটাই স্বাভাবিক। ঠিক বলছি না?

সেরকম হওয়াটাই স্বাভাবিক। তবে কথা দিচ্ছি, এবার আর অন্যথা হবে না। যেভাবেই হোক, জুন মাসে তোহফার দুল কিনে দেব ইনশাআল্লাহ ।

কিভাবে? টাকা পাবে কোথায়?

কেন, তোমার জানা নেই, জুন মাসে যে একটা সম্মানী ভাতা পাই, ওটা দিয়ে।

ও, তাই বলো। এবার বুঝলাম তোমার খুঁটির জোর কোথায়। তবে এও জানি, তোমার ঐ সম্মানীর টাকা দিয়ে প্রতি বছর তোমার ইনসিওরেন্সের বার্ষিক প্রিমিয়াম পরিশোধ কর। শুধু অনারিয়ামের টাকা দিয়ে প্রিমিয়াম পুরোপুরি পরিশোধ হয় না বলে তার সাথে বেতনের টাকাও যোগ করতে হয়। এবার যদি ঐ টাকায় তোহফার দুল কিনে দাও তাহলে প্রিমিয়াম পরিশোধ করবে কিভাবে?

অ্যাকচুয়ালি আমার ইনসিওরেন্সের বার্ষিক প্রিমিয়াম পরিশোধের সময়সীমা জুলাই মাসের শেষাবধি পর্যন্ত বজায় থাকে। এবার

আগস্টের প্রথম সপ্তাহেই ঈদুল ফিতরের বোনাস পাওয়া যাবে। আমি ঠিক করেছি, বোনাস পেলে প্রিমিয়াম পরিশোধ করে দেব। কি বলো?

কিন্তু সাহেব, তোমার এই প্ল্যান ঠিক প্রবাদের "লাউ বেচে কদু কিনে আনার মতো"। ঠিক বলিনি?

কি রকম?
না, বলছিলাম যে, অনারিয়ামের টাকা দিয়ে দুল কিনে দিবা; আর বোনাসের টাকা দিয়ে প্রিমিয়াম পরিশোধ করবা। এতে লাভটা কি হলো? বোনাসের টাকা যে কমে গেল, সেটা মেক-আপ দেবে কিভাবে?

একটু খুলে বলত।

বলছিলাম যে, বোনাসের টাকা থেকে প্রিমিয়াম দিলে ঈদের কেনাকাটা করবে কিভাবে?

দেখ, একটা সুফল পেতে হলে আরেকটাতে কিছুটা ছাড় দিতে হয়। বোনাসের টাকা কমে গেলে ঈদের কেনাকাটায় কমতি হওয়াটাই স্বাভাবিক। এবার ঈদে আমার জন্য কিছু কিনতে হবে না। দুই মেয়ে আর তোমার জন্য সিম্পল কিছু কিনলেই হলো। অবস্থা বুঝে তো ব্যবস্থা করতে হবে।

ঠিক আছে। এ কথাই থাকলো। এর অন্যথা যেন না হয়। ছোট্ট মনটিকে আর কতবার আশার বাণী শুনিয়ে নিরাশ করা যায়? আমি সামনের সপ্তাহেই তোহফার কান ফুটো করে দেব। তবে ওখানেও বিড়ম্বনা আছে।

কিসের বিড়ম্বনা?

বলছিলাম, একটা ভালো বিউটি পার্লারে কান ফোড়াতে গেলে কমপক্ষে হাজার দেড়েক টাকা গুনতে হবে।

দেড় হাজার টাকা! বলো কি? এত টাকা লাগবে কেন?

তুমি দেখছি সেই মোগল সুবেদার শায়েস্তা খানের আমলেই আছো। তোমার মনে আছে পাঁচ বছর আগে আমাদের বড় মেয়ে ইশরাতের কান ফুড়িয়ে আনলাম জেসমিন সাজঘর থেকে?

হ্যাঁ, মনে আছে।
ওর জন্য কত টাকা লেগেছিল, সেটা মনে আছে?
ঠিক মনে নেই।
সে সময় ছয়শ টাকা লেগেছিল।
তো এখন না হয় সাতশ টাকা লাগবে।

কি যে বলো, ঠিক নেই। আরে পাঁচ বছর আগের তুলনায় যে কোন জিনিসের মূল্য এখন দ্বিগুণ, তিনগুণ বা আরো বেশি। সেরকম শ্রমের মূল্যও বেড়েছে। হয়তো নেগোসিয়েশনে দুই/একশ টাকা কমানো যাবে, এর বেশি নয়।

তার মানে দুইশ টাকা কম হলেও তেরশ টাকা লাগবে।

হ্যাঁ, তাই।
তাহলে এক কাজ করো। এখন বাচ্চাদের স্কুলে ভ্যাকেশন চলছে। এত টাকা পার্লারে না দিয়ে তোমার বাপের বাড়ি থেকে ঘুরে আসো। আমি শুনেছিলাম, আমার শ্বাশুড়ি তোমাদের কান ফুড়িয়ে দিয়েছিলেন।

হ্যাঁ, আমাদের তিন বোনের কানই আম্মা ফুড়িয়েছেন।

তাহলে ওটাই করো। তোমার বাপের বাড়ি বেড়ানোও হলো, কানও ফোড়ানো হলো। এক ঢিলে দুই পাখি মারা হলো আর কি।

গুড আইডিয়া! আমিও তোমার কথার সাথে একমত। কথাটা আমিই তোমাকে বলব বলব মনে করেছিলাম। এখন যেহেতু তুমিই আমাকে আগে অফার করলে, তাই এ সুযোগ আর হাতছাড়া করছিনে। এত টাকা বিউটি পার্লারে না দিয়ে সেই টাকায় বাড়ি থেকে বেড়িয়ে আসাই যুক্তিযুক্ত। আমি তাহলে কালই বাড়ি রওনা দেই; যাতে সপ্তাহখানেক থেকে আসা যায়।

ঠিক আছে, তাই করো।

***

মে মাসের শেষ সপ্তাহ। মিসেস মফিজ তার দুই মেয়েকে নিয়ে সিরাজগঞ্জে বাবার বাড়িতে চলে গেলেন। বছরে একবার স্ত্রী-কন্যাদেরকে শ্বশুরবাড়ি পাঠালেও মফিজ নিজে যেতে পারেন না। কর্মঠ, বিবেকবান, সৎ কর্মকর্তা তিনি। অফিস থেকে ছুটি চাইলে পাবেন। কিন্তু সমস্যা অন্যখানে। সৎভাবে জীবিকা অর্জনের জন্য কর্মজীবনের শুরু থেকেই তাঁকে টিউশনি করতে হয়। এই টিউশনির কারণে তিনি কোনদিকে যেতে পারেন না। তাঁর ৪ জন ছাত্র/ছাত্রী। প্রতিদিন সন্ধ্যার পর দুজনকে পড়ান। অল্টারনেটিং পদ্ধতিতে সপ্তাহের ৬ দিনই তাঁকে টিউশনিতে যেতে হয়। পরীক্ষা, ক্লাসটেস্ট চলাকালে আবার শুক্রবারেও পড়াতে হয়।

দীর্ঘ সংসার সমরাঙ্গণে মফিজ যুধিষ্ঠির। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মানুষ চায় একটু আরাম-আয়েশ। কিন্তু তিনি চাইলেও আরাম-আয়েশ করতে পারেন না। তাহলে তাকে টিউশনি বাদ দিতে হবে। কিন্তু তা তো সম্ভব নয়। কারণ টিউশনি বাদ দিলে সংসার চালাবেন কি করে? বাসা ভাড়া দেবেন কি দিয়ে?

কেবল দৃষ্টিভঙ্গিটা বদলালেই তাঁর জীবনধারায় সার্বিক পরিবর্তন আসবে। কিন্তু দুর্নীতির সঙ্গে আপসের সামান্য চিন্তাও মনে ঠাঁই দেন না তিনি। পার্থিব জীবনটা পার করে কিয়ামত পরবর্তী অফুরন্ত জীবনে অনন্ত সুখের স্বাদ পেতে হলে দুনিয়ার কষ্ট-মুসিবতকে সঙ্গী করতেই হবে। দুনিয়ার কষ্ট-মুসিবত আখিরাতের কষ্টের তুলনায় কিছুই নয়। আবার দুনিয়ার মহাসুখ আখিরাতের অজস্র সুখ-আনন্দের কাছে ম্রিয়মান। কাজেই মানুষের টার্গেট থাকবে আখিরাতকেন্দ্রিক। আর সে কারণে দুনিয়ার লোভ-লালসাকে দূরে সরিয়ে রাখতে হবে। তাইতো মফিজ সাহেব সব মন্দ দিকগুলো থেকে নিজেকে আলাদা রেখেছেন। নিজের গরিবানা হাল স্বেচ্ছায় বজায় রেখেছেন। নিজেকে সৎ রাখতে পেরে তিনি গর্বিত।

***

দিন দশেক নানাবাড়িতে কাটিয়ে মফিজ সাহেবের স্ত্রী-কন্যারা ঢাকায় প্রত্যাবর্তন করল। বাসায় এসে সবার আগে তোহফা তার কানদুটো বাবাকে দেখাল।

আসার দুদিন আগে নানী সযতনে ওর কানদুটো ফুড়িয়ে দিয়েছেন। ফুটোয় পরানো সুতো সে স্বাক্ষীই দিচ্ছে। আরো কয়েকদিন সরিষার তেল গরম করে দিলে কান শুকিয়ে যাবে। আর তখন ফুটো করা কানে পরানো সুতো ফেলে দিয়ে দুল পরতে হবে।

বাবা আমার দুল কবে কিনে দেবে? কানতো ফুড়িয়ে এলাম।

এইতো আম্মা, তোমার কান শুকাতে শুকাতেই আমার অনারিয়ামের চেকটা পেয়ে যাবো। চেক পাওয়ার দুদিন পরেই তোমার দুল কিনে দেবো ইনশাআল্লাহ্।

ঠিক আছে বাবা।

ছোট্ট সোনার কচি মুখখানি আনন্দে গদগদ হয়ে উঠল।

***

এবছর সরকারি নির্দেশমতো শুধু বেতন বিল বাদে যাবতীয় খরচের বিল ভাউচার হিসাব

বিভাগে পাঠানোর শেষ তারিখ ১২ জুন নির্ধারিত ছিল। ১১ তারিখে মফিজ সাহেব দুটো বিল প্রস্তুত করে অফিসের হিসাব সহকারী জাকির হোসেনের হাতে দিয়ে বললেন, দুটো বিলের একটি বেতন বিল আর একটি অনারিয়ামের বিল। অফিসের অন্যান্য বিল-ভাউচারের সঙ্গে অনারিয়ামের বিলটিও জমা দিতে হবে ১২ তারিখের মধ্যে। আর বেতন বিলটি যেহেতু স্বাভাবিক নিয়মের আওতায় কার্যকর হবে তাই ওটা ২০ তারিখ বা তারপরে জমা দিলেও চলবে। আপনি আজই বা আগামীকাল অনারিয়ামের বিলটি জমা দিয়ে দেবেন। ঠিক আছে তো?

জ্বী স্যার, বুঝতে পেরেছি।
আচ্ছা, ঠিক আছে।
২১ জুন সকালে অফিসে গিয়েই জাকির হোসেনকে ডাকলেন মফিজ সাহেব।
আমাকে ডেকেছেন স্যার?
হ্যাঁ। কই আমার অনারিয়ামের চেকটা দিন। তাড়াতাড়ি ব্যাংকে জমা দিতে হবে। না হলে আবার ক্যাশ করতে দেরি হয়ে যাবে।
স্যার কিসের চেক যেন বললেন?
আরে আমার সম্মানী ভাতার চেকটা আনেননি?
স্যার, আমারতো ঠিক মনে পড়ছে না। আমি গতকাল আপনার বেতন বিল লাগিয়ে টোকেন নিয়ে এসেছি। এই দেখুন স্যার টোকেন আমার পকেটেই আছে। আর কোন বিলের কপি আমার কাছে নেই।

বলেন কি? আপনাকে আমি দুটো বিল প্রিপেয়ার করে দিলাম, আর মুখেও সবকিছু বুঝিয়ে দিলাম। আর আজ ২১ তারিখে অনারিয়ামের বিলের কথা বেমালুম অস্বীকারই করছেন? হাউ সেল্যুকাস!

জাকির বেমালুম ভুলেই গিয়েছিল। মফিজ সাহেবের কথায় মনে পড়ে গেল। মাথা চুলকিয়ে বলে উঠল, স্যার, আমার ভুল হয়ে গেছে। আমার মনে পড়েছে আপনি দুইটা বিল আমাকে দিয়েছিলেন। কিন্তু অনেক রকম বিলের ভিড়ে ঐ অনারিয়ামের বিলটা হয়তো লাগানো হয়নি। আমি সরি স্যার। আমি কালকে এজি অফিসে গিয়ে ঐ বিলটি খুঁজে বের করব। সব ঠিক করে ফেলব স্যার। আপনি কোন চিন্তা কইরেন না স্যার।

জানেন ঐ বিলটির জন্য উন্মুখ হয়ে বসে আছি। ওটা দিয়ে একটা মহৎ কাজ করব।
কি কাজ স্যার?
সেটা এখন বলা যাবে না। আগে কাজটা হোক । তারপরে বলব।

ঠিক আছে স্যার।

***

জাকির হোসেন এরপরের দুদিনও খোঁজ নেয়নি অথবা ব্যর্থ হয়েছে। ২৫ তারিখ সকালে এসে মফিজ সাহেবকে জানাল, স্যার আপনার বিলটি পাওয়া গেছে। তবে যেহেতু দেরি হয়ে গেছে তাই এজি অফিসের সংশ্লিষ্ট স্টাফদের একটু চা-নাস্তার টাকা দিলেই চেকটি আনা সম্ভব।

হোয়াট! কি বলছেন আপনি? ঘোষিত সম্মানী ভাতার চেক আনতে উপরি দিতে হবে? আপনি কি সামান্য কয়েকটি টাকার জন্য আমাকে সারাজীবনের লালিত আদর্শ থেকে বিচ্যুত করতে চাইছেন ?

না স্যার, আমি তা বলছি না। মানে...
চুপ করুন। আপনি ইচ্ছাকৃতভাবে এ কাজটি করেছেন। আর এখন সেটাকে আরো ঘোলা করতে চাইছেন। আমি যদি অনারিয়ামের চেক নাও পাই, তবুও অনৈতিকভাবে টাকা দিতে পারব না। এটাই আমার শেষ কথা।

মফিজ সাহেব বুঝলেন 'ডাল মে কুছ কালা হ্যায়'। হিসাব সহকারি তাঁর অনারিয়ামের বিলটি সঠিক সময়ে জমা দেয়নি। সেজন্য চেক আনতে ব্যর্থ হচ্ছে। এর খেসারত দিতে হবে তাঁকেই, হয় টাকা দিয়ে, নয়তো চেক পাবার আশা পরিত্যাগ করে। তিনি এমন ব্যক্তিত্বসম্পন্ন যে, শেষোক্ত কাজটিই করবেন। কিন্তু নীতির প্রশ্নে আপস করবেন না।

***

জুন হিসাব সমাপ্ত হয়েছে ২৮ তারিখেই। কারণ ২৯ ও ৩০ তারিখ ছিল শুক্র ও শনিবার সরকারি ছুটির দিন। ১ জুলাই মফিজ সাহেব অফিসে গেলেন। হিসাব সহকারি জাকির মাথা নিচু করে এসে জানাল, স্যার, আপনার অনারিয়ামের চেকটি আনতে পারিনি। অনেক চেষ্টা করেছি। কিন্তু ওটি তামাদি হয়ে গেছে।

মফিজের গলা দিয়ে কোন শব্দ বের হলো না। আজ বাসায় গিয়ে কি জবাব দেবেন নিষ্পাপ, কচি, ছোট্টসুন্দর মুখটাকে, যখন ছোট্ট সোনা বাবার গলা জড়িয়ে ধরে বলবে, বাবা, কবে আমার দুল কিনে দেবে?

বিকেলে বাসায় ফিরলে মেয়েটি তার স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে বাবার গলা জড়িয়ে ধরে বলল, বাবা, আমার দুল কিনে দেবে কবে?

মেয়েকে বুকে জড়িয়ে ধরে ডুকরে কেঁদে উঠলেন মফিজ সাহেব। তার স্ত্রী ও বড় মেয়ে পাশে বসা। মফিজের দুচোখ দিয়ে দরদর করে পানি ঝরতে লাগল। তিনি ঝাপসা চোখে বললেন,"আম্মা! আমি এক ব্যর্থ পিতা। তোমার দুল কিনে দিতে পারলাম না। আমাকে ক্ষমা করে দাও।"

লেখক: কলামিস্ট ও শিশুসাহিত্যিক

বড়দিনের মহিমা! পরিত্রাতার আগমন

প্রিন্স শমূয়েল সরেন

খ্রিস্টিয় বিশ্বাসের মূল ভিত্তি হলেন প্রভু যিশুখ্রিস্ট। খ্রিস্ট ভক্তের জীবনে খ্রিস্টই সর্বেসর্বা, খ্রিস্ট ছাড়া তাঁর খ্রিস্টিয়ান জীবনের কোন অস্তিত্ব নেই। একজন খ্রিস্টিয়ান বিশ্বাসী তার জীবনে প্রভু যিশুখ্রিস্টকে মুক্তিদাতা ত্রাণকর্তা প্রভু বলে স্বীকার এবং গ্রহণ করার মাধ্যমে খ্রিস্টকে পরিধান করে ঈশ্বরীয় ধার্মিকতা লাভ করে। যার ফলে সে পাপের ক্ষমা এবং পরিত্রাণ লাভ করে ঈশ্বরের সন্তান হয়ে অনন্তজীবনের অধিকারী হয়। এই সত্য গ্রহণ করে যারা প্রভু যিশুখ্রিস্টকে বিশ্বাস করেছে তারাই আজ জগতে খ্রিস্টিয়ান, খ্রিস্টের অনুসারী, শিষ্য, শিষ্যার পরিচয়ের সাক্ষ্য বহন করছে।

প্রভু যিশুখ্রিস্ট পাপ থেকে মানুষকে উদ্ধার করে পবিত্র ঈশ্বরের সঙ্গে সম্মিলিত করার সত্য পথ উন্মোচন করেছেন। প্রভু যিশু সেইজন্য দৃঢ় নিশ্চয়তার সাথে বলেছেন আমিই পথ, সত্য ও জীবন আমা দিয়া না এলে কেউ স্বর্গস্থ পিতার কাছে যেতে পারে না। আমার নিকটে এসো, আমি তোমাদের শান্তি দিব।

যুগ যুগ ধরে শান্তির অন্বেষণে এই পৃথিবীস্থ সমস্ত মানুষ যখন পরিশ্রান্ত ও ভারাক্রান্ত ঠিক সেই মুহূর্তে স্বর্গীয় পিতা যিশাইয় ভাববাদীর মাধ্যমে তাঁর মঙ্গল সংকল্প অর্থাৎ সমস্ত জগতের ত্রাণকর্তার আগমনের মহিমাময় বার্তা ঘোষণা করলেন। ঘোষিত হল সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রত্যাশার বাণী, কারণ একটি বালক আমাদের জন্য জন্মেছেন, একটি পুত্র আমাদেরকে দত্ত হয়েছে; আর তাঁরই স্কন্ধের উপরে কর্তৃত্বভার থাকবে এবং তাঁর নাম হবে, আশ্চর্য্যমন্ত্রী, বিক্রমশালী ঈশ্বর, সনাতন পিতা, শান্তিরাজ (যিশাঃ৯ঃ৬)। আর সেই কারণে খ্রিস্ট ভক্তদের কাছে এইদিন এত বড় যা অন্য কোন দিনের সঙ্গে তুলনীয় নয়। সত্যই এইদিন বড়দিন! কারণ স্বর্গের ঈশ্বর মানবরূপে এই ধরাতে নেমে এলেন পাপী মানুষকে উদ্ধার করার জন্য। স্বর্গের সিংহাসন ছেড়ে নিজেকে শূণ্য করে আপন প্রাণ মুক্তির মূল্যরূপে কালভেরী ক্রুশে প্রদান করলেন যেন পাপী মানুষ পরিত্রাণ পায়। পাপী মানুষের প্রতি তাঁর এই প্রেম আর পাপ থেকে উদ্ধার পাবার এই আহবানে সাড়া দিয়ে তাইতো বিশ্বের অগণিত মানুষ পরিত্রাণের আনন্দে বড়দিনের উৎসবে গেয়ে উঠে এই গান, আজ শুভ বড়দিন ভাই, আজ শুভ বড়দিন, খ্রিস্ট যিশু এলেন ভবে ছেড়ে স্বর্গের সিংহাসন। প্রভু যিশুখ্রিস্টের জগতে আগমনের এই মহানন্দের সুসমাচার সেই সময়ে ঐ অঞ্চলের মেষপালকদের কাছে পৌছে দিয়ে স্বর্গের দূতগণ স্বর্গীয় কলরবে গেয়ে উঠেছিল এই স্তবগান, উর্দ্ধলোকে ঈশ্বরের মহিমা, পৃথিবীতে তাঁর প্রীতির পাত্র – মনুষ্যদের মধ্যে শান্তি।

প্রভু যিশুখ্রিস্টের জন্মের আগমনবার্তা স্বর্গদূতের মাধ্যমে ঈশ্বর প্রেরণ করলেন। পবিত্র বাইবেলে এই সত্য প্রকাশ করা হয়েছে এইভাবে, পরে ষষ্ঠ মাসে গাব্রিয়েল দূত ঈশ্বরের নিকট হইতে গালীল দেশের নাসরৎ নামক নগরে একটি কুমারীর নিকটে প্রেরিত হলেন। তিনি দায়ূদ কূলের যোসেফ নামক পুরুষের প্রতি বাগদত্তা হয়েছিলেন, সেই কুমারীর নাম মরিয়ম। দূত তাকে বললেন, মরিয়ম ভয় করো না, কেননা তুমি ঈশ্বরের নিকটে অনুগ্রহ পেয়েছ। আর দেখ, তুমি গর্ভবতী হয়ে পুত্র প্রসব করবে ও তাঁর নাম যিশু রাখবে। তখন মরিয়ম দূতকে বললেন, ইহা কিরূপে হবে? দূত বললেন, পবিত্র আত্মা তোমার উপরে আসবেন এবং পরাৎপরের শক্তি তোমার উপরে ছায়া করবে; এই কারণ যে পবিত্র সন্তান জন্মিবেন, তাঁকে ঈশ্বরের পুত্র বলা যাবে (লূক ১ঃ২৬-৩৫)।

পবিত্র বাইবেল বলে, যে জাতি অন্ধকারে ভ্রমণ করত, তারা মহাআলোক দেখতে পেয়েছে, যারা মৃত্যুচ্ছায়ার দেশে বাস করত, তাদের উপরে আলোক উদিত হয়েছে (যিশাইয় ৯ঃ২)। প্রভুর বাক্যের এই সত্যতা প্রমাণিত হলো এই মর্ত্যে, আর সেই বাক্য মাংসে মূর্তিমান হলেন (প্রভু যিশুর রক্ত-মাংসের দেহে প্রকাশ) এবং আমাদের মধ্যে প্রবাস করলেন আর আমরা তাঁর মহিমা

দেখলাম, যেমন পিতা হতে আগত একজাতের মহিমা; তিনি অনুগ্রহে ও সত্যে পূর্ণ (যোহন ১ঃ১৪)।

পবিত্র বাইবেলে অন্য একটি স্থানে প্রভু যিশুর জগতে আগমনের বিবরণ এইভাবে প্রকাশ করা হয়েছে, প্রভুর এক দূত স্বপ্নে তাঁকে দর্শন দিয়ে বললেন, যোসেফ, দায়ূদ সন্তান তোমার স্ত্রী মরিয়মকে গ্রহণ করতে ভয় করো না, কেননা তাঁর গর্ভে যা জন্মেছে, তা পবিত্র আত্মার দ্বারা হয়েছে; আর তিনি পুত্র প্রসব করবেন এবং তুমি তাঁর নাম যিশু (ত্রাণকর্তা) রাখবে; কারণ তিনিই আপন প্রজাদেরকে তাদের পাপ থেকে ত্রাণ করবেন (মথি ১ঃ২০-২১)।

একটি সত্য আজও এই পৃথিবীস্থ অধিকাংশ মানুষ জগতের মূর্খ জ্ঞানের (ঈশ্বরের দৃষ্টিতে) আত্মিক চক্ষুর অন্ধতার কারণে জানে না যে, একমাত্র পাপের কারণে সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ মানুষ পবিত্র ঈশ্বরের সঙ্গে হয়েছে বিচ্ছিন্ন এবং শাপগ্রস্থ। আর সেই কারণে অভিশপ্ত এই পৃথিবীস্থ বাসকারী প্রত্যেকটি জীবনের চারিদিকে এত হতাশা, ব্যর্থতা, হিংসা-বিদ্বেষ, দুঃখ-কষ্ট, রোগ-ব্যাধি এবং যন্ত্রণাকাতর মৃত্যুর নিশ্চিত হাতছানি। পবিত্র বাইবেল এই সত্য প্রকাশ করছে যে, পাপের পরিনাম মৃত্যু (রোমীয় ৬ঃ২৩)। তাইতো পাপের দ্বারা আক্রান্ত জগতের সীমাবদ্ধ মূর্খ জ্ঞান দ্বারা আজও মানুষ এই সত্য জানতে পারেনি যে, পাপের ক্ষমা এবং পাপ থেকে উদ্ধার না পেলে ঈশ্বরের আশীর্বাদের জীবনে কখনো কেউ প্রবেশ করতে পারবে না। কারণ আদমজাত মানুষের পাপের জন্য স্বর্গের দ্বার রুদ্ধ করা হয়েছে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে কে প্রকৃতরূপে এই পথ দেখাবে? কার হাতে এই ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে? কে প্রকৃতরূপে ঈশ্বর কর্তৃক মনোনীত এবং অভিষিক্ত। এই সত্যের অনুসন্ধান আজও মানুষ সোনার হরিণের মত খুঁজে ফিরছে যা এখনো অনেকের কাছে অজানা। একটি চরম সত্য পবিত্র বাইবেলে প্রকাশ করা হয়েছে, ঈশ্বরকে কেহ কখনো দেখে নাই, কিন্তু একজাত পুত্র (প্রভু যিশুখ্রিস্ট) যিনি পিতার ক্রোড়ে থাকেন তিনিই তাঁকে প্রকাশ করেছেন। যিনি স্বর্গ থেকে আসেন, তিনিই সর্বপ্রধান, কারণ তিনি যা দেখেছেন, তারই সাক্ষ্য দেন, আর তাঁর সাক্ষ্য সত্য (যোহন ১ঃ১৮; ৩ঃ৩১-৩৩)। ঈশ্বরের স্বর্গীয় মহিমা প্রকাশের জন্য কাল সম্পূর্ণ হলে ঈশ্বর আপনার নিকট হতে আপন পুত্রকে প্রেরণ করলেন; তিনি স্ত্রী-জাত ব্যবস্থার অধীনে জাত হলেন, যেন ভাববাণী পূর্ণ হয়, প্রভু আপনি তোমাদেরকে এক চিহ্ন দিবেন; দেখ এক কন্যা গর্ভবতী হয়ে পুত্র প্রসব করবে ও তাঁর নাম ইম্মানূয়েল রাখবে, যার অর্থ- আমাদের সহিত ঈশ্বর (যিশাইয় ৭ঃ১৪)।

যুগে যুগে একটি প্রশ্ন বারবার মানুষের মনে জেগে উঠেছে, আর তা হল, কে এই যিশুখ্রিস্ট? কি তাঁর পরিচয়? তিনি কোথা থেকে এসেছেন? পবিত্র বাইবেলে মথি লিখিত সুসমাচার ৩ অধ্যায়ের ১৬ এবং ১৭ পদে এই সব প্রশ্নের সুস্পষ্ট উত্তর প্রদান করা হয়েছে। লেখা আছে, প্রভু যিশু বাপ্তাইজিত হয়ে যখন জল হতে উঠলেন, আর দেখ তাঁর নিমিত্ত স্বর্গ খুলে গেল এবং তিনি ঈশ্বরের আত্মাকে কপোতের ন্যায় নেমে আপনার উপরে আসতে দেখলেন। আর দেখ, স্বর্গ থেকে এই বাণী হল, ইনিই আমার প্রিয় পুত্র, ইহাতেই আমি প্রীত। প্রভু যিশুই যে জীবন্ত ঈশ্বরের পুত্র, এই কথা কোন মানুষ বলে নাই কিন্তু স্বয়ং ঈশ্বরই তাঁর মুখনির্গত বাণীর দ্বারা এই জগতের সামনে তাঁর একজাত পুত্রের পরিচয় করে দিয়েছেন। তিনি পিতার ক্রোড়ে ছিলেন এবং প্রকাশিত হলেন যেন তাঁর মাধ্যমে স্বর্গস্থ পিতার মহিমা এই পৃথিবীস্থ সকল মানুষ দেখতে পায়। সেইজন্য প্রভু যীশু জগতে এসে বললেন, আমি জগতের জ্যোতি, যে আমার পশ্চাৎ আসে, সে কোনমতে অন্ধকারে চলবে না, কিন্তু জীবনের দীপ্তি পাবে। তিনি আদিতে ঈশ্বরের কাছে ছিলেন। সকলই তাঁর দ্বারা হয়েছিল, যা হয়েছে তার কিছুই তাঁহা ব্যতিরেকে হয় নাই। তাঁর মধ্যে জীবন ছিল এবং সেই জীবন মনুষ্যগণের জ্যোতি ছিল। আর সেই জ্যোতি অন্ধকারের মধ্যে দীপ্তি প্রকাশ করছে। দু'হাজার বছর পূর্বে প্রভু যিশু জগতে মানবরূপে প্রকাশিত হয়ে বললেন, আমি এসেছি যেন তারা জীবন ও উপচয় পায়।

প্রভু যিশুখ্রিস্টই যে স্বয়ং ঈশ্বর তা পবিত্র বাইবেল সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করেছে, কলসীয় ১ অধ্যায়ের ১৫ এবং ১৬ পদে বলা হয়েছে, ইনিই অর্থাৎ প্রভু যিশুই অদৃশ্য ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি, সমুদয় সৃষ্টির প্রথমজাত; কেননা তাঁহাতেই সকলই সৃষ্ট হইয়াছে; স্বর্গে ও পৃথিবীতে দৃশ্য কি অদৃশ্য যা কিছু আছে, সিংহাসন হোক, কি প্রভুত্ব হোক, কি আধিপত্য হোক, কি কর্তৃত্ব হোক, সকলই তাঁহার দ্বারা ও তাঁহার নিমিত্ত সৃষ্ট হইয়াছে। কলসীয় ২ অধ্যায়ের ৯ এবং ১০ পদে বলা হয়েছে, কেননা তাঁহাতেই অর্থাৎ প্রভু যিশুর মধ্যেই ঈশ্বরত্বের সমস্ত পূর্ণতা দৈহিকরূপে বাস করে; এবং তোমরা তাঁহাতে পূর্ণীকৃত হইয়াছ, যিনি সমস্ত আধিপত্যের ও কর্তৃত্বের মস্তক। প্রভু যিশুখ্রিস্টের ঈশ্বরত্বের পরাক্রম এই জগতে তিনি মানবরূপে বিচরণকালে প্রকাশ করেছেন। তাঁর শিষ্যগণ যখন সমুদ্রে নৌকায় প্রচন্ড ঝড়ের মধ্যে পড়েছিল তখন প্রভু যিশুই ঝড় থামিয়ে প্রমাণ করলেন সমস্ত প্রকৃতির উপর তাঁর সার্বভৌম ক্ষমতা (মথি ৮২৩-২৭)। কারণ স্বয়ং ঈশ্বর ছাড়া আর কারো প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা নেই। ৪ দিনের মৃত লাসারকে জীবন দিয়ে তিনি প্রমাণ করলেন তিনি জীবনদাতা (যোহন ১১ঃ১-৪৪)। একমাত্র ঈশ্বরই মানুষকে জীবন দান করতে পারেন। ব্যভিচারী পাপীষ্ঠা নারীকে ক্ষমা করে তিনি প্রমাণ করলেন যে, পাপের ক্ষমা এবং পরিত্রাণ দেয়ার ক্ষমতা একমাত্র তাঁর হাতে রয়েছে (লূক ৭ঃ৩৬-৫০)। এখনো প্রভু যিশুর শিষ্য এবং

ভক্তগণের মধ্য দিয়ে তিনি এই জগতে তাঁর জীবন্ত পরাক্রম ও মহিমা প্রকাশ করে চলেছেন যেন তাঁর বাক্যের সত্যতা সপ্রমাণিত হয়। সেই কারণে খ্রিস্ট ভক্তগণ এই সুসমাচার চারিদিকে প্রচার করে থাকে যে, একমাত্র প্রভু যিশুখ্রিস্টই পাপ থেকে উদ্ধার করে অনন্তজীবন দিতে পারে। কেননা এই মহান আদেশ স্বয়ং প্রভু যিশুখ্রিস্ট নিজেই তাঁর শিষ্যদের দিয়েছেন, তোমরা সমুদয় জগতে সুসমাচার প্রচার কর, যে বিশ্বাস করে ও বাপ্তাইজিত হয় সে পরিত্রাণ পাবে, যে অবিশ্বাস করে তার দন্ডাজ্ঞা করা যাবে (মার্ক ১৬ঃ১৫-১৬)।

প্রভু যিশুখ্রিস্টের স্বর্গীয় প্রেম এই জগতে খ্রিস্ট ভক্তদের মধ্য দিয়ে বিভিন্নভাবে প্রকাশিত হচ্ছে। সামাজিক উন্নয়নের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে আমরা এর উদাহরণ খুঁজে পাব দুঃস্থ মানুষের পাশে দাঁড়ানো, ক্ষুধার্তকে খাদ্যদান, বস্ত্রহীনকে বস্ত্রদান, পীড়িতদের সেবা, এই প্রকার নানাবিধ কল্যাণমুখী, সেবামূলক প্রতিষ্ঠানের দ্বারা, বিশেষতঃ খ্রিস্টিয়ান এন.জি.ওগুলো এই স্বর্গীয় ভালবাসা প্রকাশ করে আসছে। সারা বিশ্বখ্যাত মহীয়সী নারী মাদার তেরেসা প্রভু যিশুর স্বর্গীয় এই ভালবাসায় অনুপ্রাণিত এক উৎকৃষ্ট উদাহরণ। যার ভালবাসার স্পর্শে এই পৃথিবীস্থ অগণিত অসহায় দুঃস্থ মানুষ হয়েছে আশীর্বাদধন্য। এখনো তাঁর গড়া প্রতিষ্ঠানগুলো কালের সাক্ষীরূপে স্বর্গীয় এই ভালবাসায় মানুষের সেবায় অব্যাহত রয়েছে। সারা বিশ্বে ২৫শে ডিসেম্বর খ্রিস্ট ভক্তগণ যখন ত্রাণকর্তা প্রভু যিশুখ্রিস্টের জগতে মানবরূপে আগমনকে উৎসবমুখর পরিবেশে পালন করে, তখন প্রকৃতপক্ষে তারা জগতে প্রভুর আগমনের মূল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যকে স্মরণ করে তাঁর গৌরব স্বীকারপূর্বক তাঁর আরাধনা প্রশংসায় তাঁর প্রভুত্বের কাছে নিজেদেরকে উৎসর্গ করে। পবিত্র বাইবেল বলে, কারণ ঈশ্বর জগতকে এমন প্রেম করলেন যে, তাঁর একজাত পুত্রকে দান করলেন যেন যে কেহ তাঁকে বিশ্বাস করে সে বিনষ্ট না হয়, কিন্তু অনন্তজীবন পায় (যোহন ৩ঃ১৬)। খ্রিস্ট ভক্তগণ প্রভুর অনুগ্রহে পাওয়া সেই অনন্তজীবনের নিশ্চয়তার আনন্দে তাইতো দিকে দিকে ছড়িয়ে দেয় মহানন্দের সুসমাচারের গৌরবময় বার্তা, একজন জগতের ত্রাণকর্তা এসেছেন যিনি সকল পাপী মানুষকে পাপ থেকে উদ্ধার করবেন তিনি হচ্ছেন প্রভু যিশুখ্রিস্ট। একটা ভ্রান্তি সারা বিশ্বে ছড়িয়ে রয়েছে আর তা হল,

প্রভু যিশুখ্রিস্টের স্বর্গীয় প্রেম এই জগতে খ্রিস্ট ভক্তদের মধ্য দিয়ে বিভিন্নভাবে প্রকাশিত হচ্ছে। সামাজিক উন্নয়নের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে আমরা এর উদাহরণ খুঁজে পাব দুঃস্থ মানুষের পাশে দাঁড়ানো, ক্ষুধার্তকে খাদ্যদান, বস্ত্রহীনকে বস্ত্রদান, পীড়িতদের সেবা, এই প্রকার নানাবিধ কল্যাণমুখী, সেবামূলক প্রতিষ্ঠানের দ্বারা, বিশেষতঃ খ্রিস্টিয়ান এন.জি.ওগুলো এই স্বর্গীয় ভালবাসা প্রকাশ করে আসছে। সারা বিশ্বখ্যাত মহীয়সী নারী মাদার তেরেসা প্রভু যিশুর স্বর্গীয় এই ভালবাসায় অনুপ্রাণিত এক উৎকৃষ্ট উদাহরণ। যার ভালবাসার স্পর্শে এই পৃথিবীস্থ অগণিত অসহায় দুঃস্থ মানুষ হয়েছে আশীর্বাদধন্য। এখনো তাঁর গড়া প্রতিষ্ঠানগুলো কালের সাক্ষীরূপে স্বর্গীয় এই ভালবাসায় মানুষের সেবায় অব্যাহত রয়েছে।

প্রভু যিশুখ্রিস্ট, খ্রিস্টিয়ান ধর্মের প্রবর্তক। প্রকৃত সত্য হচ্ছে, Christianity is not a religion, it is relationship with God। খ্রিস্টিয় বিশ্বাসের ভিত্তি হচ্ছে প্রভু যিশুখ্রিস্ট, যার মাধ্যমে জগতের আদমজাত সকল পাপী মানুষ পাপ থেকে পরিত্রাণ লাভ করে ঈশ্বরের সঙ্গে সম্মিলিত হতে পারে। অর্থাৎ প্রভু যিশুখ্রিস্ট তিনি স্বয়ং ঈশ্বর যিনি পাপী মানুষকে পাপ থেকে উদ্ধার করার জন্য মানবরূপে জগতে এসে কালভেরী ক্রুশে জগতের পাপভার তুলে নিলেন, আপন প্রাণ মুক্তির মূল্যরূপে প্রদান করলেন যেন জগত তাঁর দ্বারা পরিত্রাণ পায়। পাপী মানুষ যেন পাপের ক্ষমা পেয়ে পবিত্র ঈশ্বরের সঙ্গে সম্মিলিত হওয়ার মাধ্যমে স্বর্গীয় আশীর্বাদে তৃপ্তিকর আনন্দ ও শান্তিতে প্রকৃত বিশ্রামের জীবনযাপন করতে পারে। প্রভু যীশু বলেছেন, আমার নিকটে এসো আমি তোমাদের শান্তি দিব, আমি যে শান্তি দিই, জগত তা দিতে পারে না, তোমাদের হৃদয় উদ্বিগ্ন না হোক, ঈশ্বরে বিশ্বাস রাখ, সাহস কর, এ আমি, ভয় করো না, তোমরা পরস্পর প্রেম কর, তোমরা যদি পরস্পর প্রেম রাখ, তবে ইহাতেই সকলে জানবে যে, তোমরা আমার শিষ্য।

বছর বছর ঘুরে আসে বড়দিনের এই মহিমাময় ক্ষণ, যেন সমুদয় জগতের মানুষ আজ এই সুখবর জানতে পারে যে, জগতের ত্রানকর্তার আগমন হয়েছে। তাঁর স্বর্গীয় দীপ্তিতে যেন পাপে অন্ধকারাচ্ছন্ন পৃথিবী দীপ্তিময় হয়।

খ্রিস্ট ভক্তগণ এই মহাপবিত্র দিনে প্রভুর চরণতলে ভগ্ন-চূর্ণ হৃদয় নিয়ে নিজের জীবন সমর্পণ করে অনুতাপের অশ্রুজলে এই প্রার্থনা করে। মহানন্দের এই গৌরবময় বড়দিনের সন্ধিক্ষণে প্রত্যেকটি জীবন হোক আজ প্রভুর মহানুগ্রহে পরিপূর্ণ। জীবনের প্রতিটি ছন্দে স্বর্গীয় আলোকচ্ছটায় উদ্ভাসিত হোক শান্তির স্রোতধারায়, প্রতিটি হৃদয়ের স্পন্দনে জেগে উঠুক প্রভুর স্বর্গীয় ভালবাসার গভীর উপলব্ধি, স্বর্গদূতের স্বর্গীয় কলরবে একাত্ম সকল খ্রিস্ট ভক্তগণের কণ্ঠে মুখরিত হোক সারা বিশ্ব এই স্তবগানে, উর্দ্ধলোকে ঈশ্বরের মহিমা, পৃথিবীতে তাঁর প্রীতির পাত্র, মনুষ্যদের মধ্যে শান্তি। ইম্মানূয়েল (আমাদের সহিত ঈশ্বর)।

লেখক: পালক, পবিত্র যিশুখ্রিস্টের মন্ডলী

শীত আর্ত

নাসরীন মুস্তাফা

বাংলা ষড়ঋতুর পঞ্চম সদস্য হচ্ছে শীত ঋতু। পৌষ ও মাঘ মাসদ্বয় শীতের বাহন। শীতের বড্ড পোষা বা পোষ মানা মাস পৌষ, তা কিন্তু নয় বরং এই মাসে শীত পুষে রাখে প্রকৃতি, তার বুকের ভেতর, তাই এ পৌষ। এর পরের মাসটায় প্রকৃতি শীতে মগ্ন। মাঘ মাসের নামটি নাকি এসেছে ঐ মগ্ন থাকা থেকেই। যদিও এর ভিন্ন মত আছে। শীতের দাপটে কাতর নাজুক মানুষ কাতরাতে থাকে 'ও মা-গো' বলে। মা-গো থেকে মাগ, তা থেকে মাঘ। মাঘের শীতে বাঘও নাকি কাঁপে।

বাংলায় শীত নামে, আসে না। হেমন্তের দ্বিতীয় মাস অগ্রহায়ণ থেকে শীত আভাস দিতে শুরু করে। সেই আভাস টের পেতে হলে যেতে হবে খোলা মাঠে, যেখানে ঘাসের ডগায় জমে থাকে মুক্তোর মত শিশির কণা। দূরে তাকালে কুয়াশার চাদর কেমন করে গ্রামগুলোকে জড়িয়ে নিতে চাইছে, তার মুগ্ধতা কাঁপিয়ে দেয় বুকের ভেতরটুকু। আর তাই শীতের প্রথম ভাগে হেমন্ত খানিকটা মিলে মিশে থাকলেও শেষ পর্যন্ত শীত একলাই নামতে থাকে।

দিন যায়, রাত যায় আর নামতে নামতে গাঢ় হতে থাকে শীতের রূপ। শীত আমাদের কাছে এক বিশেষ সময়ের মেহমান। সারা বছর এই ঋতুর জন্য অপেক্ষা আমাদের। পৃথিবীর অনেক দেশে সে কিন্তু মাসের পর মাস ধরে ভালই রাজত্ব করে। সত্যিকারের শীত বলতে কিন্তু সাইবেরিয়ার শীত বলা যায়। গোটা রাশিয়ান অঞ্চলে শীত রাজা, এ অঞ্চলের গড় তাপমাত্রা মাইনাস বিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস, আর সর্বোচ্চ পাঁচ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং সর্বনিম্ন মাইনাস পয়ষট্টি ডিগ্রি সেলসিয়াস। ওখানে শীত মানে নির্দয় প্রকৃতি জমিয়ে ফেলবে উষ্ণ সব কিছুকে। সেটা মানুষ হলে মানুষ। আর তাই ঘরেই বসবাস সবার, কেননা ঘরে মেলে আরামদায়ক হিটার, পারতপক্ষে কেউ বের হয় না বাইরে। এরপরও রাশিয়ায় উৎসব করে মানুষ, এর নাম উইন্টার উৎসব। আগুনের ফায়ারপ্লেসওয়ালা ছোট ছোট ঘরে জড়ো হয়ে গল্প করা আর ভদকার পাত্রে চুমুক দেওয়া। শিশুরা তখন বাইরে খেলছে বরফ নিয়ে, তৈরি করছে স্নোম্যান। বড়দের তৈরি বরফের আশ্চর্য সব ভাস্কর্য দেখতে সারা পৃথিবীর মানুষ ছুটে চলে আসে। গোটা ইউরোপ জুড়েই শীতকাল মানে বড়দিন পালনের উৎসবমুখর আয়োজন।

গত শতকের ষাটের দশক থেকে শীতকালে ঠান্ডার তীব্রতা বিশ্বজুড়ে হঠাৎ করেই বেড়ে গিয়েছিল, দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হচ্ছিল শীতকালটি। এর কারণও ছিল। পঞ্চাশের দশক থেকে পৃথিবী জুড়ে শিল্পায়নের জোয়ার বইতে শুরু করল, কারখানা তৈরি হচ্ছিল আর বাড়ছিল জ্বালানীর চাহিদা। কয়লার দাম তুলনামূলক ভাবে কম হওয়ায় দেদারসে পুড়তে থাকে কয়লা, বাতাস দূষিত হতে থাকে বিপজ্জনক হারে। পৃথিবীর বিপদ বাড়ে, বিপদে পড়ে পৃথিবীর দু'টি ঋতু। শীত আর গ্রীষ্ম। শীত অসহনীয় হতে থাকল তীব্র হিমেল হয়ে গিয়ে আর গ্রীষ্মের দাপট গেল কমে। বিজ্ঞানীরা স্বীকার করলেন, পৃথিবীর তাপমাত্রা কমে যাচ্ছে, শীতলতা বাড়ছে দিনকে দিন। পরিবেশ দূষিত হলে পৃথিবী শীতল হয়ে যাবে, জ্বালানী পোড়ানোর দূষিত ধোঁয়া মেঘের উপর জমা হয়ে যে স্তর তৈরি করছে, তাতে সূর্যের আলো ঠিকমত পৃথিবীতে আসতে পারছে না বলেই থাকছে শীত। বরফ যুগের শুরু হ'ল বলে আতঙ্ক ভর করল সবার মনে। এর বিপরীতে ছিলেন ডেভিড কিলিং নামের এক বিজ্ঞানী, ১৯৫৬ সাল থেকে কার্বন ডাই অক্সাইড নির্গমনের হার কত, তার হিসাব রাখতে শুরু করলেন

এবং রীতিমত প্রমাণ দিয়ে দেখিয়ে দিলেন, পৃথিবীতে কার্বন-ডাই-অক্সাইড নির্গমনের হার যেভাবে বাড়ছে, তাতে পৃথিবী উত্তপ্ত হতে হতে হয়ে যাবে অসহনীয়। তখন এর বিপক্ষে তর্কের ঝড় উঠলেও পাল্টে গেল পরিস্থিতি। ১৯৭৬ সালে দেখা গেল দাপুটে গ্রীষ্মকে। অস্বাভাবিক গরম অতিষ্ট করে তুলল, পানির জন্য হাহাকার, দাবানলে পুড়ে ছাই হ'ল বনাঞ্চল। এরপরের বছরগুলোতেও শীতকে দমে গিয়ে গ্রীষ্মকে পাগলামি করতে দেখে শুরু হ'ল নতুন ভাবনার নাড়াচাড়া। বৈশ্বিক শীতলায়ন ভাবনাকে গুটিয়ে যেতে হ'ল, এল বৈশ্বিক উষ্ণতা বা গ্লোবাল ওয়ার্মিং-এর মতবাদ।

বোঝাই যাচ্ছে, কেন এবং কি কারণে বাংলার ঋতু বৈচিত্র্য বিপদের মুখে পড়েছে। কিছু দিন আগে জানা গেল, বিপদাক্রান্ত বাংলার শীত। এর প্রমাণ হিসেবে বলা যায়, বাংলার শীত ঋতুর অন্যতম উপকরণ খেজুর গাছ আশংকাজনক হারে কমে গেছে। সভ্যতার চাকা ঘুরছে, ইট ভাটায় পুড়ছে খেজুর গাছ। পাকা খেজুর খেয়ে বীচি ফেলে না পাখিরা, ফলে নতুন গাছও জন্মাতে পারছে না। পাখিরা খাবে কি, ওদেরও কি বাঁচার উপায় আছে? শীতপ্রধান দেশের পরিযায়ী পাখিরা বাংলার শীতে অতিথি হতে আসত, যত দিন যাচ্ছে মানুষের লোভের শিকার হতে হতে এদের সংখ্যা কমে যাচ্ছে। আমরা, এই দেশের মানুষরাও এমন---গাছ লাগাতে, পাখিদের রক্ষা করতে সময় নষ্ট করার সময় কি আছে আমাদের? ফলে শীত নিজেই আছে বিপদে, শীত ঋতুর সাথে জড়িয়ে থাকা বাঙালি সংস্কৃতির বিপদের কথা বলে আর কি লাভ?

ওসব বলার সুযোগ আমরা পাচ্ছি না। মাঘ মাসে এখন আর বাঘ কাঁপানো শীতের দেখা মেলে না। শৈত্যপ্রবাহগুলোও আগের মত তেমন জেঁকে আসতে পারে না। শীত নামছে দেরিতে, আর তা পড়ছে না তেমন, বিদায় নিচ্ছে আগে ভাগে। গরম তাপমাত্রার কারণেই শীতকালেই দেখা মিলছে নিম্নচাপের, বৃষ্টি পড়ছে, আকাশে থাকছে মেঘলা মেঘ। পৃথিবীর যেসব অঞ্চলে শীত থাকার কথা, সেখানে শীতকাল আসছেই না প্রচন্ড গরমের কারণে। আবার কোন জায়গায় হাড় কাঁপানো শীত। আবহাওয়ার পূর্বাভাস এখন আর মিলছে না। আর কখনো মিলবে বলে মনে হয় না। শীতের চিরকালীন রূপ পাল্টে যাচ্ছে বলে, শীতের সময় দিনে গরম, রাতে শীত, এমন সব ছন্নছাড়া কারণে ফসলের ক্ষতি হচ্ছে। ছড়িয়ে পড়ছে ভাইরাস ও ব্যাকটেরিয়াজনিত রোগ-শোক। জ্বরের চরিত্র বদলে যাচ্ছে, এন্টিবায়োটিকও নাজেহাল হচ্ছে। বিরক্তিকর সর্দি-কাশি একবার হলে আর সারছে না। বাড়ছে এ্যাজমা ও ব্রঙ্কিওনিউমোনিয়ার মহামারি।

শীতের কামড় খেয়েও অভিযোজন ক্ষমতার কারণে টিকে থাকে মানুষ। প্রাচীনকাল থেকেই মানুষ পরিযায়ী হয়েছে, উষ্ণ এলাকা থেকে হিমেল এলাকায় বসতি গেড়েছে, মানুষের শরীরে তৈরি হয়েছে টিকে থাকার ক্ষমতা। এরপরও শীতের কষ্ট কি একেবারে নেই? মানুষ শীতে কাবু হয়ে যায়। ঠান্ডাজনিত নানান শারীরিক কষ্টের সাথে যোগ হয় ঋতুকালীন বিষণ্নতা। মানুষের মৃত্যুর স্বাভাবিক ঋতু এখনো শীতকাল, এখনো সভ্য পৃথিবীতে শীতের কষ্টে মরে যায় মানুষ। হিমেল হাওয়ার শীত আসে পৌষে, চলে যায় মাঘ মাসে। যাওয়ার সময় মানুষ তো মানুষ, বাঘকেও কাঁপিয়ে দিয়ে যায়। শীতকালে সুন্দরবনের শীতের তীব্রতা লক্ষ্য করে কিংবা প্রাচীনকালে অদুষ্প্রাপ্য বাঘদের মাঘ মাসের শীতে কাঁপাকাঁপি দেখে হয়তো এই বাংলা প্রবচনটি তৈরি হয়েছিল। একালে বাঘ চোখে না দেখলেও তীব্র মাঘের শীতে পথের শিশুর কষ্ট, গ্রামাঞ্চলে খড়কুটো জ্বালিয়ে শীত তাড়ানোর চেষ্টা দেখলে শীতের দাপট টের পাওয়া যায়। আর রোগ-বালাই তো লেগেই আছে। মিডিয়া কর্মীরা অপেক্ষায় থাকেন, শীত বিষয়ক রোগে জর্জরিত শিশু ও বৃদ্ধদের দিয়ে ভর্তি হয়ে যাওয়া হাসপাতালের দৃশ্য ধারণ করতে। নির্বিকার মুখে সংবাদ পাঠক বা পাঠিকা বলতে থাকেন, শীতের কষ্ট সহ্য

করতে না পেরে কতজন মৃত্যুবরণ করেছে। এক্সক্লুসিভ খবর হিসেবে আসে, শীতে কত পাখি মরে গেছে। পৃথিবী কত এগিয়ে গেল, অথচ এখনো শীতের কষ্টে কেবলমাত্র গরীব-দুঃখি আর পাখিদের মরে যাওয়া ঠেকানো গেল না!

এরপরও থেমে যায় না বেঁচে থাকার যুদ্ধ, তার মধ্যে আনন্দ-উৎসবের উপকরণও আসে। মৃত্যুচিন্তার পাশাপাশি শীত কি সুন্দরভাবে গরম ভাঁপ ওঠা পিঠে-পুলির ভেতর বেঁচে থাকার আনন্দকে খুঁজে নিতে প্ররোচিত করে এবং সফলও হয়। প্রবল শীত থামাতে পারে না গাছিদেরকে, খেজুর গাছের রস পেড়ে আনতে রওনা হয়। ওদিকে বাড়িতে প্রস্তুত চুলা, চাল ভেঙে গুঁড়ো করা হচ্ছে। খেজুরের রস মুড়ি দিয়ে খাবে, রস জ্বালিয়ে গুড় হবে। বাঙালির সৃজনশীলতার প্রকাশ ঘটাতে শীত বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে না, বরং এক ভিন্ন আঙ্গিকের উৎসাহ প্রদানকারী ঋতু এটি।

প্রাণীদের কেউ কেউ, বিশেষ করে পাখিরা ঘর ছাড়ে শীতের ঠান্ডা থেকে বাঁচতে। ভিনদেশে উড়ে যায়, যেখানে খোঁজ মেলে উষ্ণতার। কোন কোন প্রজাপতিও ঋতু বদলের সময় পরিযায়ী হয়। ব্যাঙ, সাপ আর বাদুড়ের মত কেউ কেউ শরীরের উষ্ণতা ধরে রাখার জন্য পুরো শীতকালটা ঘুমিয়ে কাটায়। পিঁপড়া, কাঠবেড়ালি, বিভার, স্কাঙ্ক, ব্যাজার এবং রেকুন পুরো শীতকালের জন্য খাবার সংগ্রহ করে রাখে। খাবারের অপ্রতুলতা থাকে বলে নিজে আবার শিকারে পরিণত হয় কি না, এই ভয়ে আর্কটিক খেঁকশেয়াল, সাদা লেজওয়ালা খরগোশ আর পাহাড়ি খরগোশের গায়ের পশম ধবধবে সাদা হয়ে যায়, যাতে বরফের ভেতর লুকিয়ে থাকলে কেউ খুঁজে বের করতে না পারে। আবার কোন কোন পশমি স্তন্যপায়ী প্রাণীদের শীত এলে পশম আরো পুরু আর ঘন হয়ে যায়। শরীরের তাপ ধরে রাখার জন্য প্রকৃতি কি সুন্দর ব্যবস্থা করে দেয়! প্রাণীরা উষ্ণতার খোঁজে কত কি করে! কেউ কেউ পুরো বরফের স্তরের ভেতর গর্ত খুঁড়ে তার ভেতরেই নিজেকে সেঁদিয়ে নেয়, বরফের সেই ঘরে নিজের শরীরের তাপ জমিয়েই উষ্ণ থাকার ব্যবস্থা করে। ইঁদুর-বেজি এরকম করে। জ্যাক লন্ডনের দ্য কল অফ দ্য ওয়াইল্ড বইতে পড়েছি, হাসকি কুকুরগুলোও একই কাজ করে। বরফের স্তরের নিচে সমুদ্রের পানি উষ্ণতা ধরে রাখে, যার মাঝে দিব্যি সাঁতরে বেড়ায় মাছগুলো। গাছেদের অনেকে কিন্তু শীত এলে টিকে থাকতে পারে না। আবার অনেকের জীবন চক্র আবর্তিত করার জন্য শীত ঋতুকে আসতেই হবে।

এসময় বাংলার শীতের রূপে মুগ্ধ তুষারপ্রবণ এলাকার বিদেশি পাখিরাও ছুটে আসে এ দেশে। পাখির কলরবে ছেয়ে যাওয়া চারপাশ দেখতে দেখতে মুগ্ধ হই কেউ কেউ। আবার আরো কেউ কেউ এই মেহমানদের সাথে কি নির্মম নিষ্ঠুরতায় মেতে ওঠে! এরা হয়ে যায় শিকার। ক্রমশঃ কমে যাচ্ছে পাখিদের ভিড়, উত্তর সাইবেরিয়া থেকে আসা এক প্রজাতির পাখি এখন আর আসে না এই পোড়ার দেশে। কেননা ওরা টের পেয়ে যাচ্ছে এভাবে আসাটা নিরাপদ নয়। আর কেউ আসবে না, এমন আশংকা রহিত হোক, ফিরে আসুক আগেকার সেই দিন। শীত মানে পাখিদের কলতান, এ-ই হোক চিরসত্য।

এক সময় শীতের সবজি বলে যে সবজিদের আমরা জানতাম ও যাদের অপেক্ষায় বসে থাকতাম বছরের অন্য ঋতুতে, তারা কিন্তু আজ আর কেবলমাত্র শীতের সবজি নেই। দুর্দান্ত এক কৃষি বিপ্লব ঘটে গেছে দেশটাতে। ফুলকপি-বাঁধাকপি-টমেটো-সিম-লাউ এখন সারা বছরই পাওয়া যায়। তবে যে প্রজন্ম শীতের সবজি কাকে বলে জানে, সে প্রজন্মের কাছে এই সবজিগুলো বছরের অন্য ঋতুতে পানসে লাগলেও শীতে এরা দারুন।

গ্রীষ্মের ছুটির মত শীতকালের ছুটিও প্রচলিত আছে পৃথিবী জুড়ে। ছুটিটা দারুন কাজে লাগে। বিয়ের ধুম পড়ে যায় এই ঋতুতে, কাজেই নিশ্চিন্তে পারিবারিক জমায়েতের ব্যবস্থা করা যায় শীতের ছুটির কারণেই। শুধু কি বিয়ে বাড়ির হৈ চৈ? গ্রামে গ্রামে যাত্রা হচ্ছে, জারি-সারি-পুঁথি পাঠের আসর বসছে, মিলাদ মাহফিল-ওরশ-ওয়াজ মাহফিলের মত ধর্মীয় অনুষ্ঠানের ধুম পড়ে যায় এসময়ে। আন্তঃ ও বহিঃসম্পর্কীয় লেনদেনের জোরদার আয়োজন মিলে যায় নানা রকমের পিকনিকের আয়োজনে। শীতের আয়োজনে গ্রাম যেমন, শহর সেরকম নয়। গ্রামের মত সার্বজনীন উৎসব নয়, শহর মেতে ওঠে ইন্টেলেকচুয়াল আয়োজনের মধ্য দিয়ে শীতকে 'ফিল' করতে, কেননা গ্রামের মানুষের শীতবস্ত্রের অভাব শহুরেদের নেই, তাদের চাদর ওড়নার মত কাঁধের এক পাশ দিয়ে ঝুললেও শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ঘরে শীতের তীব্রতা টের পায় না বলে জড়িয়ে নিতে হয় না। তরুণদের কিন্তু ঠিকই মনে পড়ে বহুবিভাজিত আত্মীয়তার সূত্রে ফেলে আসা গ্রামের মানুষদের কথা। পাড়ায়-মহল্লায়, বিশ্ববিদ্যালয়ে, স্কুলে, সংগঠনের আড্ডাখানায় সরব হয় শীতবস্ত্র সংগ্রহে ইচ্ছুক 'কর্মীরা'। সম্পর্কের উষ্ণতায় কৃশ হতে থাকে গ্রাম আর শহরের দূরত্ব। বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে, শক্তিশালী হচ্ছে দেশের অর্থনীতি। কোন এক শীতের কালে গ্রাম আর শহরের মাঝখানের চারিত্রিক সীমারেখা মুছে যাবে, তখন হয়তো শীতবস্ত্র সংগ্রহের এ আয়োজনের দরকার পড়বে না। শীতঋতুতে যে শৈত্যপ্রবাহের দেখা মেলে, সে শৈত্যপ্রবাহ আগামীতে কারো প্রাণ যদি না নেয়, শীতের কষ্টে অকালে ঝরে না যায় কোন প্রাণ, তবেই বুঝব দেশ সত্যিকারভাবে এগিয়েছে।

লেখক: কথাসাহিত্যিক

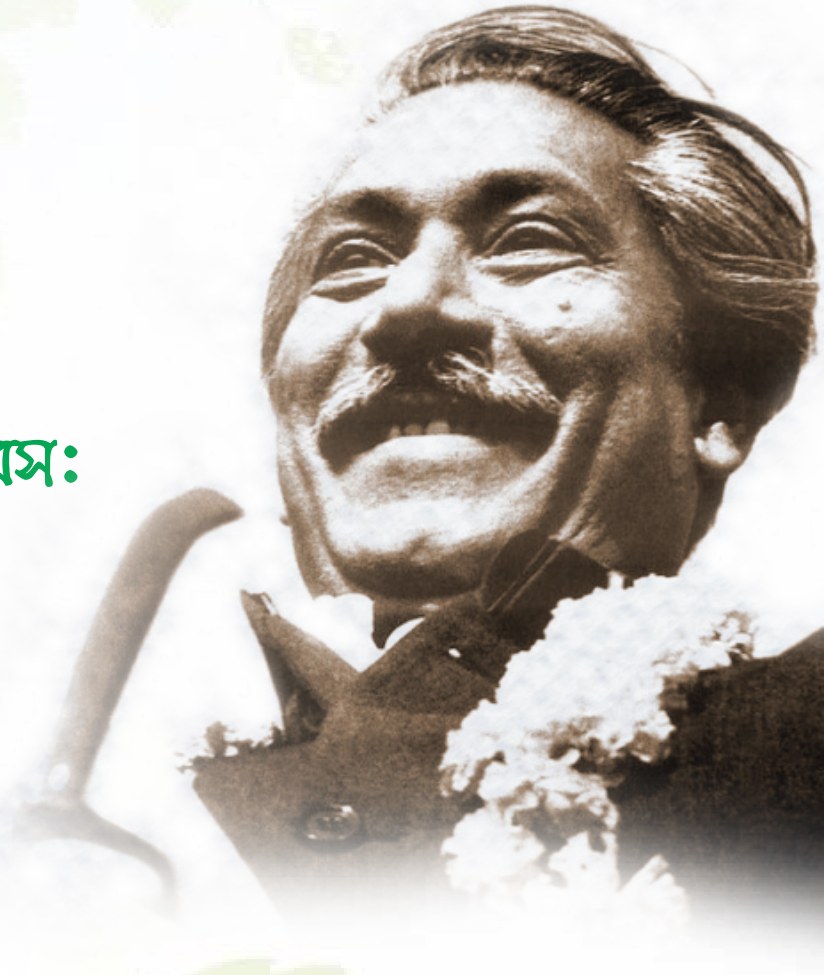

বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস: কিছু কথা

ড. সাইফুদ্দীন চৌধুরী

‘ বাংলাদেশ আর বাঙালি জাতির মহান স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আটচল্লিশ বছর আগে পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে ১০ জানুয়ারি, ১৯৭২ তারিখে স্বদেশের মাটিতে ফিরে এসেছিলেন। দেশের ইতিহাসে তাঁর এই স্বদেশ প্রত্যাবর্তন একাত্তরের স্বাধীনতালাভের বিজয়ের মতো যেন আরেক বিজয় হিসেবে গৃহীত হয়েছে দেশবাসীর কাছে ’

বিদেশী আক্রমণকারী, বণিক, পর্যটক ও ধর্মপ্রচারকগণ এদেশে এসেছেন নানা আকর্ষণে। এদেশের হাতিরদাঁত ও বস্ত্রশিল্পের তো খ্যাতি ছিল বিশ্বজুড়ে। এখানকার অধিবাসীরা স্বাধীনচেতা হলেও পরাধীনতার নিগড় কখনও ছিন্ন করতে পারেনি– শাসিত ও শোষিত হয়েছে বিদেশী শাসকদের দ্বারা। সুযোগ হয়নি এই জনগোষ্ঠীর চিত্ত উন্নয়ন ও আত্মবিকাশের। অথচ এদের ছিল হৃদয় ঐশ্বর্যের সঙ্গে স্বতন্ত্র জীবনাচরণ, সমাজব্যবস্থা, উৎসব-অনুষ্ঠান, অর্থনৈতিক পরিকাঠামো ও শিল্প-সংস্কৃতি। ইতিহাসেই এসব কথা লিপিবদ্ধ রয়েছে। তবে, একথাও সত্য যে, ওই জনগোষ্ঠী নিজেদের বিদেশীদের নাগপাশ থেকে মুক্ত হতে শতাব্দীর পর শতাব্দী লড়াই-সংগ্রাম করেছে। কিন্তু সফলকাম হতে পারেনি।

যেটা সম্ভব হলো জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে সশস্ত্র একটি মুক্তিযুদ্ধের মধ্যে দিয়ে। দক্ষিণ এশিয়ার গাঙ্গেয় বদ্বীপাঞ্চলে যে নতুন ভূ-খণ্ড বিশ্ব মানচিত্রে স্থান করে নিয়েছে নানা কৌণিকেই তা গৌরবের আর অহঙ্কারের উজ্জ্বল প্রতীক – স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ যার পরিচয়।

বাংলাদেশ আর বাঙালি জাতির মহান স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আটচল্লিশ বছর আগে পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে ১০ জানুয়ারি, ১৯৭২ তারিখে স্বদেশের মাটিতে ফিরে এসেছিলেন। দেশের ইতিহাসে তাঁর এই স্বদেশ প্রত্যাবর্তন একাত্তরের স্বাধীনতালাভের বিজয়ের মতো যেন আরেক বিজয় হিসেবে গৃহীত হয়েছে দেশবাসীর কাছে।

আকস্মিকভাবে বঙ্গবন্ধু বিজয় দুটি এনে দেননি, বলতে কি? দিতে পারেননি। এজন্য একেবারে কৈশোর থেকে নিজেকে তৈরি করতে হয়েছিল তাঁকে। অসীম সাহসিকতা, মানবসেবা আর ন্যায়পরায়ণতার আদর্শ তখন থেকেই যেন নেতৃত্বের বীজ রোপন করে দিয়েছিল।

নেতৃত্ব লাভের পর তিনি পাকিস্তানী শাসকদের সকল প্রকার শোষণ, দমন ও নিষ্পেষণের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে উঠেন– এদেশের মানুষের মুক্তির সনদ হিসেবে প্রণয়ন করেন ছ'দফা দাবি। পাকিস্তানি শাসকরা তাঁর বিরুদ্ধে যতই মিথ্যা ষড়যন্ত্র করেছে, গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করেছে; অপরদিকে ততটাই দেশের মানুষের কাছে তাঁর জনসমর্থন বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৭০ সালে নির্বাচনে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে বিজয় অর্জন করেও সরকারের সর্বোচ্চ পদ তিনি পাননি। পাকিস্তানী শাসকদল তাঁকে ওই পদে অভিষিক্ত করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিল।

বাধ্য হয়ে একাত্তরের ১ মার্চ থেকে ২৫ মার্চ অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেন বঙ্গবন্ধু। দেশের আপামর জনগোষ্ঠীর ওপর প্রতিষ্ঠিত হয় সুদৃঢ় নেতৃত্ব। সমগ্র পূর্ব-পাকিস্তান পরিচালিত হয় তাঁরই নির্দেশে। একেবারে মুখ থুবড়ে পড়ে পাকিস্তানিদের অপশাসন। এমাসের ৭ তারিখে বঙ্গবন্ধু প্রদান করেন তাঁর ঐতিহাসিক ও বিশ্বনন্দিত ভাষণ। সে এক বিস্ময়কর ভাষণ– যার ভাষা ছিল সাবলীল, তীক্ষ্ম ও বাহুল্যবর্জিত। সমগ্র দেশবাসীর অন্তর ছুঁয়ে গিয়েছিল সেই ভাষণ। "এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম" উদাত্ত কণ্ঠে উচ্চারণ করে তিনি স্বাধীনতার ডাক দেন। এরপরই আসে ২৫ মার্চের কাল রাত। পরেরদিন প্রথম প্রহরে পাকিস্তানি বাহিনী তাঁকে গ্রেফতার করে নিয়ে যায়।

পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে ১০ জানুয়ারি' ৭২ এ স্বদেশের মাটিতে ফিরে আসেন বঙ্গবন্ধু। বিমান থেকে অবতরণের পর জাতীয় নেতৃবৃন্দ তাকে পুষ্পমাল্যে শোভিত করেন। খোলা ট্রাকে চড়ে তিনি বিমানবন্দর থেকে রওয়ানা হন রমনা রেসকোর্স ময়দানের উদ্দেশ্যে। ট্রাক ধীরগতিতে এগিয়ে চলে। রাস্তার দুই ধারে লাখো জনতার উল্লাস। মুহূর্মুহু করতালির মাধ্যমে জনতা স্বদেশের মাটিতে ফিরে আসার জন্য বঙ্গবন্ধুকে অভিনন্দন জানায়।

সভা মঞ্চে পৌঁছে বঙ্গবন্ধু বারবার রুমাল দিয়ে চোখ মুছে সংক্ষিপ্ত অথচ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ভাষণ দেন। তিনি বলেন, 'আজ আমার জীবন সাধনা পূর্ণাঙ্গতা পেয়েছে, আজ আমার দেশ স্বাধীন।' ওই দিনের পত্রিকান্তরে প্রকাশিত এক সংবাদ নিবন্ধ থেকে জানা যায়– এক সাংবাদিক বঙ্গবন্ধুকে প্রশ্ন করেছিলেন, তিনি জাতিকে আজ কি বাণী শোনাবেন? সাংবাদিকের কথার জবাবে বঙ্গবন্ধু হেসে উঠে উদাত্ত কণ্ঠে তাঁর প্রিয় কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতা উচ্চারণ করে বলেছিলেন–

উদয়ের পথে শুনি কার বাণী,
ভয় নাই ওরে ভয় নাই।
নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান
ক্ষয় নাই তার ক্ষয় নাই।

বস্তুত অর্থেই বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন নানা মাত্রায় বাংলাদেশের মানুষের জীবনের অত্যন্ত গুরুত্ববহ ও তাৎপর্যমণ্ডিত একটি দিন। এদিন বাঙালিদের বিশ্বের বুকে মাথা উঁচু করে দাঁড়ানোর সিঁড়ি তৈরি করে দিয়েছে। বড় ত্যাগ ছাড়া যে কোন বড় অর্জন সম্ভব নয়, সেই বার্তাই বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস বহন করে।

লেখক: প্রাক্তন অধ্যাপক, ফোকলোর বিভাগ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

কাঁদলেন একজন নিপাট মানুষ

(১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি বাংলাদেশে বঙ্গবন্ধুর প্রত্যাবর্তন উপলক্ষে)

কাজী রোজী

ভোরের আকাশ চিরে ধল পহরের আলো
তাঁকে কাঁদাল–তিনি কাঁদলেন
স্বাধীন এ বাংলার আলো মাটি জল ছুঁয়ে
তিনি কাঁদলেন
লক্ষ কোটি মানুষের বুকের গভীর ছুঁয়ে
তিনি কাঁদলেন
কাঁদলেন একজন নিপাট মানুষ।

বাংলা মায়ের করুণ ক্রন্দনধ্বনি তাঁকে উদ্বেলিত করল
লক্ষ লক্ষ শহিদের আর্তরোদন তাঁকে ভারাক্রান্ত করল
সাজানো সড়কপথে উদ্বেল জনতার ঢেউ
হাত নেড়ে নেড়ে তিনি পথে নামলেন...
পথগুলো সাক্ষী দিল রক্তের মিছিল
মুক্তিপাগল মানুষের মিছিল

হয়তো মায়ের উঠোনখানি মলিন ধুলোয় পূর্ণ ছিল
হয়তো গাঁয়ের বৃদ্ধ যুবা মত্ত ছিল ট্রেনিং নিয়ে
হয়তো বোনের নকশী আঁচল সুবিন্যস্ত ছিল
মেঘনার জলে
ভয়াবহ স্মৃতির ফ্রেম খসে গেল অকস্মাৎ
তিনি কাঁদলেন
কাঁদলেন একজন সহজ মানুষ।

শব্দময়ী চেতনার উৎস থেকে কংকালেরা কথা কয়
আঁখি পল্লব জড়ানো ঘুমের দেশে
গৃধ্নী শকুনীরা সব খেলা করে
অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে ধাবমান বাংলার মানুষ
আকাশের অনাবৃত রূপ দেখে লজ্জা পায়
রক্তিম সান্ত্বনা খুঁজে ফেরে
পাঁচিল টপকে ছিনিয়ে আনা সেই সূর্য সিঁদুর রং ছুঁয়ে।
তিনি কাঁদলেন অনুভবের উৎস থেকে।
কাঁদলেন একজন ঘনিষ্ঠ মানুষ।

বিস্মিত বিবেক তখন অপলক নিরীক্ষায় উদ্ব্যস্ত ছিল
বাংলা প্রতিবেশী আত্মীয় হয়ে মানবিক আহবানে সাড়া দিল
অচঞ্চল ছায়া দিয়ে গেল
তার হাতে বিজয় নিশান
ওরা অভিবাদন জানাল
প্রাণঢালা শুভেচ্ছা দিল
ফুলে ফুলে ছেয়ে দিল পথ
তিনি এগোলেন
তিনি কাঁদলেন
কাঁদলেন একজন বলিষ্ঠ মানুষ।

বাংলাদেশ বেতারের
৮১তম
প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী

(১৯৩৯-২০২০)

প্রতিষ্ঠার ৮১ বছর: যেখানে দাঁড়িয়ে বাংলাদেশ বেতার

হোসনে আরা তালুকদার

আজ বাংলাদেশ বেতার যেখানে দাঁড়িয়ে আছে তার যাত্রা শুরু হয়েছিল ১৯৩৯ সালের ১৬ ডিসেম্বর। সেইসময়ে ঢাকার নাজিমউদ্দীন রোডের একটি ভাড়া বাড়িতে প্রচার ভবন এবং কল্যাণপুরে পাঁচ কিলোওয়াট ট্রান্সমিটার স্থাপনের মধ্য দিয়ে 'ঢাকা ধ্বনি বিস্তার কেন্দ্র' নামে সম্প্রচার কার্যক্রম শুরু করে আজকের বাংলাদেশ বেতার। তখন থেকে এটি 'অল ইন্ডিয়া রেডিও'র ঢাকা কেন্দ্র হিসেবে এ অঞ্চলের অন্যতম প্রধান সাংস্কৃতিক কেন্দ্ররূপে বিকশিত হতে থাকে। দেশ বিভাগের পর ঢাকা বেতার প্রথমে পাকিস্তান ব্রডকাস্টিং সার্ভিস এবং পরবর্তীতে রেডিও পাকিস্তানের একটি স্টেশন হিসেবে পরিচালিত হতে থাকে। ১৯৫৪ সালে চট্টগ্রাম ও রাজশাহীতে দু'টি এক কিলোওয়াট মিডিয়াম-ওয়েভ এবং ১৯৫৯ সালে কল্যাণপুরে দশ কিলোওয়াট মিডিয়াম-ওয়েভ ট্রান্সমিটার স্থাপিত হয়। ১৯৬০ সালের ফেব্রুয়ারিতে ঢাকা বেতার শাহবাগে ছয়টি স্টুডিওবিশিষ্ট আধুনিক ব্রডকাস্টিং হাউজে স্থানান্তরিত হয়। ১৯৬১ সালে সিলেট কেন্দ্রে দুই কিলোওয়াট মিডিয়াম-ওয়েভ ট্রান্সমিটারের মাধ্যমে অনুষ্ঠান সম্প্রচার শুরু হয়। ১৯৬৩ সালে সাভারে ১০০ কিলোওয়াট মিডিয়াম-ওয়েভ ও একটি ১০০ কিলোওয়াট শর্ট-ওয়েভ ট্রান্সমিটার স্থাপিত হলে ঢাকার সম্প্রচার সীমা আরো বিস্তার লাভ করে। একই বছরে চট্টগ্রাম ও রাজশাহী বেতারের পুরাতন ট্রান্সমিটারগুলির বদলে দশ কিলোওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন ট্রান্সমিটার স্থাপন করা হয়। ১৯৬৭ সালে রংপুর ও সিলেট এবং ১৯৭০ সালে খুলনা বেতার কেন্দ্রে দশ কিলোওয়াট শক্তিসম্পন্ন মিডিয়াম-ওয়েভ ট্রান্সমিটার সংস্থাপিত হয়।

বিভিন্ন সময়ে ঐতিহাসিক নানা আন্দোলন-সংগ্রামের প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ বেতারের ভূমিকা স্মরণ করা যেতে পারে। বায়ান্নের ভাষা আন্দোলনে ছাত্র-জনতার উপর গুলিবর্ষণের প্রতিবাদে বেতারের নিজস্ব শিল্পীরা ২১ থেকে ২২ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠান সম্প্রচারে বিরত থাকে। ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ বঙ্গবন্ধুর রেসকোর্সের ভাষণ বেতারে প্রচার নিষেধাজ্ঞার প্রতিবাদে বেতারের সকল স্তরের কর্মীবৃন্দ সব ধরণের সম্প্রচার কার্যক্রম বন্ধ করে দেয়। পরদিন সকালে পাকিস্তানি সামরিক কর্তৃপক্ষ বঙ্গবন্ধুর ভাষণ সম্প্রচারে সম্মত হলে বেতারকর্মীরা বেতার কেন্দ্রে ফিরে যান এবং সম্প্রচার চালু হয়। ২৫ মার্চ রাতে পাকিস্তানি বাহিনী ঢাকায় গণহত্যা শুরু করলে চট্টগ্রাম বেতারকর্মীরা পরদিন চট্টগ্রাম কেন্দ্র থেকে বঙ্গবন্ধু প্রদত্ত স্বাধীনতার ঘোষণা বঙ্গবন্ধুর পক্ষে সম্প্রচার করে। আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের দ্বিতীয় ফ্রন্ট হিসেবে পরিচিত স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র ২৫ মে থেকে সম্প্রচার শুরু করে। সেসময় স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের গান, নাটক, সংবাদ স্বাধীনতাকামী এদেশের মানুষ এবং বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সাহস ও অনুপ্রেরণা যুগিয়েছিল। বর্তমান বাংলাদেশ বেতার তাই স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের গৌরবদীপ্ত উত্তরাধিকারী।

স্বাধীনতার পর ঢাকা বেতার আঞ্চলিক কেন্দ্র থেকে জাতীয় কেন্দ্রে উন্নীত হয়। জাতির প্রয়োজনে নতুন নতুন অনুষ্ঠান প্রণয়ন ও সম্প্রচারের দায়িত্ব বহুগুণে বেড়ে যায়। পর্যায়ক্রমে বহির্বিশ্ব, ট্রান্সক্রিপশন, কৃষি, বাণিজ্যিক, মনিটরিং, সঙ্গীত, শিক্ষা, লিয়াজোঁ ও শ্রোতা গবেষণা, বেতার প্রকাশনা, জনসংখ্যা, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি এবং ট্রাফিক সম্প্রচার কার্যক্রমের মাধ্যমে সম্প্রচার কার্যক্রম বৃদ্ধি পায়। ১৯৮৩ সালের জুলাই মাসে ঢাকা কেন্দ্র আগারগাঁওয়ে আধুনিক স্টুডিও সম্বলিত জাতীয় বেতার ভবনে স্থানান্তরিত হয়। এরপর ঠাকুরগাঁও, কক্সবাজার, বরিশাল, রাঙ্গামাটি, বান্দরবান ও কুমিল্লায় দশ কিলোওয়াট মিডিয়াম-ওয়েভ ট্রান্সমিটার সম্বলিত বেতার কেন্দ্র চালু হয়। পরবর্তীতে সদর দপ্তরসহ শাহবাগে অবস্থিত ইউনিটসমূহ ২০১৭ সালের আগস্টে আগারগাঁওয়ে স্থানান্তরিত হওয়ায় বর্তমানে বাংলাদেশ বেতারের ঢাকাস্থ সকল কার্যক্রম একই স্থান থেকে পরিচালিত হচ্ছে।

সর্বশেষ ২০১৮ সালে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্মৃতিধন্য-জন্মভূমি গোপালগঞ্জে বাংলাদেশ বেতারের একটি নতুন কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে এবং একই বছরে ময়মনসিংহে আরো একটি বেতার কেন্দ্র অনুষ্ঠান প্রচার কার্যক্রম শুরু করে। এ নিয়ে বর্তমানে চৌদ্দটি আঞ্চলিক কেন্দ্রের মাধ্যমে বাংলাদেশ বেতার এদেশের ইতিহাস-ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, লোকজ ধারাকে সংরক্ষণ ও সমুন্নত রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন

করে আসছে। এরই ধারাবাহিকতায় আরো বেশ কয়েকটি আঞ্চলিক কেন্দ্র স্থাপনের বিষয়টি বর্তমানে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। আশা করা যায়, এসব নতুন নতুন কেন্দ্র স্থাপিত হলে সরকারের উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডের প্রচার বৃদ্ধির পাশাপাশি কৃষিনির্ভর বাংলাদেশের মানুষের মাঝে কৃষি-শিক্ষা-স্বাস্থ্য তথ্য ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে দেয়া সম্ভব হবে। স্থানীয় শিল্প-সংস্কৃতির চর্চা ও বিকাশে এবং সুস্থ বিনোদনের মাধ্যম হিসেবেও নতুন আঞ্চলিক কেন্দ্রগুলো অবদান রাখতে পারবে, সন্দেহ নেই।

সূচনাপর্ব থেকেই বেতার সব শ্রেণির মানুষের কাছে স্বল্পমূল্য, সহজে বহনযোগ্য ও বিষয়বস্তুর সাবলীল উপস্থাপনের গুণে তথ্য, শিক্ষা ও বিনোদনের প্রধান উৎসে পরিণত হয়। বেতারের অনুষ্ঠান পরিকল্পনায় মূলত: বিভিন্ন প্রকারের জনসচেতনতামূলক, শিক্ষামূলক বিনোদন, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়ন, সরকারের ভিশন-২০২১, টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা, ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্ন বাস্তবায়নে নেয়া বিভিন্ন প্রকল্প, কার্যক্রম ও উন্নয়ন পরিকল্পনার তথ্য প্রদানসহ জাতীয় উন্নয়ন ইস্যুগুলি গুরুত্ব পেয়ে থাকে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা'র দশটি বিশেষ উদ্যোগ ব্র্যান্ডিং এর লক্ষ্যে সকল কেন্দ্র ও ইউনিট থেকে নিয়মিতভাবে বিভিন্ন আঙ্গিকের অনুষ্ঠানমালা এবং এ সংক্রান্ত সংবাদ রিপোর্টিং প্রচার অব্যাহত আছে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী মুজিববর্ষ উদযাপনে জাতীয় কর্মসূচির আলোকে এবং নিজস্ব পরিকল্পনা মোতাবেক নিয়মিত অনুষ্ঠান নির্মাণ ও প্রচারসহ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অভিযান, বঙ্গবন্ধুর জীবনের নানাদিক তুলে ধরে ডিজিটাল ডিসপ্লে বোর্ড স্থাপন এবং অন্যান্য কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে।

জাতীয় সংসদ অধিবেশনের কার্যক্রম, মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিভিন্ন কার্যক্রম নিয়মিত সরাসরি সম্প্রচার করার পাশাপাশি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের বিভিন্ন খেলার ধারাবিবরণী প্রচারের সময় সাধারণ মানুষের কাছে বেতারের কতখানি আবেদন, তা অনুধাবন করা যায়। বিভিন্ন দুর্যোগ-দুর্বিপাকে তাৎক্ষণিক নানা তথ্য প্রদান করে মানুষকে সচেতন করতে সার্বক্ষণিক অনুষ্ঠান প্রচারের ব্যবস্থা রাখা একটি বড় চ্যালেঞ্জ, যা বাংলাদেশ বেতার ধারাবাহিকভাবে সাফল্যের সাথে গ্রহণ করে আসছে। বর্তমান করোনাভাইরাস মহামারীতে সারা বিশ্ব যখন পর্যদুস্ত, বাংলাদেশও এর বাইরে নয়। করোনাভাইরাস প্রাদুর্ভাবের শুরু থেকেই বাংলাদেশ বেতার ব্যাপক প্রচার কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। এমনকি করোনাকালীন সরকার ঘোষিত সাধারণ ছুটিতেও করোনা সংক্রমণের ঝুঁকি নিয়ে বাংলাদেশ বেতারের কর্মীরা নিরলসভাবে অনুষ্ঠান প্রচার চালু রেখে মানুষকে সচেতন করেছে এবং এখনো তা অব্যাহত রেখেছে।

সংবাদ সম্প্রচারকে আরো যুগোপযোগী করতে ভয়েস ক্লিপ সংযুক্তকরণ এবং বিজ্ঞাপন বিরতি সংযোজনসহ সংবাদ উপস্থাপনা আকর্ষণীয় করা হয়েছে। বিশ্বের বিভিন্ন বেতার কেন্দ্র হতে প্রচারিত সংবাদে বাংলাদেশ সম্পর্কিত বিষয়াদি নিয়ে প্রকাশিত ডেইলি মনিটরিং রিপোর্ট অনলাইনে প্রকাশ হচ্ছে। বাংলাদেশ বেতার থেকে বর্তমানে প্রতি ঘন্টায় সংবাদ প্রচার করা হচ্ছে। সার্ক দেশসমূহের সংকলিত বিশেষ সংবাদ নিয়ে সাপ্তাহিক সার্ক বুলেটিন, বাণিজ্যিক সংবাদ, খেলাধুলার সংবাদ প্রচারের মাধ্যমে বাংলাদেশ বেতার শ্রোতাদের কাছে সর্বশেষ সংবাদ পৌঁছে দেয়ার চেষ্টা করছে। আঞ্চলিক সংবাদ এবং পার্বত্য জনগোষ্ঠীর জন্য তাদের নিজস্ব ভাষায় সংবাদ প্রচারের মাধ্যমে বাংলাদেশ বেতার সরকারের চলমান উন্নয়ন কর্মকান্ডসহ প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করে যাচ্ছে। সংবাদ প্রচারকে আরো আধুনিক করতে কেন্দ্রীয় বার্তা সংস্থায় সম্প্রতি মানসম্পন্ন একটি বার্তাকক্ষ উদ্বোধন করা হয়েছে।

প্রযুক্তির এই উৎকর্ষতার যুগে বাংলাদেশ বেতারের অনুষ্ঠানের বিষয়বস্তু ও নির্মাণ কৌশল এবং সম্প্রচারে আনা হয়েছে ব্যাপক পরিবর্তন। মিডিয়াম ওয়েভের পাশাপাশি আধুনিক এফএম ব্যান্ড প্রযুক্তি বেতার সম্প্রচারে নিয়ে এসেছে ভিন্নমাত্রা। বেতার সম্প্রচার কার্যক্রম শুধুমাত্র এসবের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি, বরং সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে গতানুগতিক প্রচার ব্যবস্থাকে নিউ মিডিয়ার সাথে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। বাংলাদেশ বেতারের www.betar.gov.bd এই ওয়েবসাইটে ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, রংপুর, সিলেট ও বরিশালের মিডিয়াম ওয়েভ ও এফএম এর ১৬টি চ্যানেলে অনুষ্ঠান লাইভ স্ট্রিমিং করা হচ্ছে, ফলে বিশ্বের যেকোন প্রান্ত থেকে বাংলাদেশ বেতারের অনুষ্ঠান শুনতে পাওয়া এখন আর স্বপ্ন নয়। প্রতিটি আঞ্চলিক কেন্দ্রের ফেসবুক পেজ থেকে সরাসরি ফোন-ইন অনুষ্ঠানসহ বিভিন্ন অনুষ্ঠান ভিডিও আকারে প্রচারের ফলে যেকোন স্থান থেকে শ্রোতারা এসব অনুষ্ঠান শোনার ও দেখার সুযোগ পেয়েছে এবং সরাসরি অংশগ্রহণ ও মতামত প্রদান করতে পারছে। এছাড়া বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠান ইউটিউব চ্যানেলে আপলোড করায় প্রয়োজন অনুযায়ী সেগুলো দেখা বা সংরক্ষণের সুবিধা বিস্তৃত হয়েছে। প্রযুক্তিগত এসব উন্নয়নের অংশ হিসেবে বাংলাদেশ বেতারের সকল কেন্দ্রের জন্য একটি অ্যাপ তৈরি করা হয়েছে, যেটি ডাউনলোড করে সকল কেন্দ্রের অনুষ্ঠান মোবাইল ফোন সেটে শোনা যাবে।

সর্বোপরি বাংলাদেশ বেতারের সকল স্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা, আন্তরিকতা, কর্মনিষ্ঠার ফলস্বরূপ ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে তথ্য মন্ত্রণালয়ের সাথে বাংলাদেশ বেতারের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির আলোকে সার্বিকভাবে কর্মসম্পাদনের লক্ষ্য অর্জনে মন্ত্রণালয়ের অন্যান্য অধিদপ্তরের মধ্যে বাংলাদেশ বেতার শীর্ষস্থান লাভ করে। এই সাফল্যে সকল কর্মকর্তা-কর্মচারী, শিল্পী ও কলাকুশলী-বৃন্দকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। বর্তমান বিশ্বে প্রতিদিনই নতুন নতুন প্রযুক্তির উদ্ভাবন ঘটে চলেছে। বাংলাদেশ বেতারের মত বৃহৎ একটি ইলেক্ট্রনিক গণমাধ্যমকেও তাই আধুনিক প্রযুক্তির সাথে তাল মিলিয়ে এবং নতুন উদ্ভাবনী কাজের প্রসার ঘটিয়ে স্বমহিমায় টিকে থাকা চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় আশা করি সকল সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করে অধিকতর প্রযুক্তিগত উন্নয়ন সাধন এবং অনুষ্ঠান নির্মাণশৈলীতে অভিনবত্বের ছোঁয়া আনার মাধ্যমে মানসম্মত অনুষ্ঠান সকল শ্রেণির শ্রোতার কাছে পৌঁছে দেয়ার ধারা ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকীতে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণে বাংলাদেশ বেতারের ভূমিকা আরো প্রসারিত হবে – এই আমাদের সকলের অঙ্গীকার।

লেখক: মহাপরিচালক, বাংলাদেশ বেতার

গ্রামের নাম আড়াইনাও

মো: আবদুল হক

আড়াইনাও। নাও নাকি নৌকা? দুই নয় তিন নয় এর গড় আড়াই। তা না হয় সহজে বুঝা গেল। কিন্তু নাও কি? নাও বরিশাল অঞ্চলের নৌকার স্থানীয় নাম। আমার জন্ম সেই গ্রামে। একটু বড় হওয়ার পর থেকেই কৌতুহল এই নামের প্রতি। কৌতুহল নিয়েই বিভিন্ন বিশিষ্টজনের সাথে আলাপ-আলোচনা করে সিদ্ধান্তে পৌঁছলাম এ বিষয়ে আমাদের গবেষণার প্রয়োজন রয়েছে।

গ্রামের নাম আড়াইনাও!!!!

ঐতিহাসিকগণ কিভাবে জবাব দিবেন এটা তারাই ভাল জানেন। তবে আমাদের কাছে এখন আর কোন প্রশ্নই জন্ম নেয় না, কারণ আমাদের জন্ম এই গ্রামেই। কিন্তু কৌতুহলের শেষ নেই। ১২৮০ সালের কোন কোন বর্ণনায় পাওয়া যায় এই এলাকায় একবারে চর ছিল। জনশ্রুতি আছে বর্তমানে বীরপাশা গ্রামে খাল কাটার সময় কুমিরের কঙ্কাল পাওয়া গিয়েছিল।

গল্পের শুরু যেখানে!!!!

১২৮৮ সালে তিনটি নৌকা নিয়ে ব্যবসার উদ্দেশ্যে ঢাকায় রওনা হলো তিনজন রাখাইন নেতা। নাম তাদের ধলা, সিঙ্গার ও রাজা। তাদের গন্তব্য ছিল ঢাকা। সকাল থেকেই আকাশে মেঘের বিচরণ। মেঘের তর্জন-গর্জনে তিনটি নৌকা একসাথে নোঙর করল এবং নিরাপত্তার জন্য তিনটি নৌকাকে কাছি (পাটের মোটা মোটা দড়ি/রশি) দিয়ে নোঙ্গর করল। সন্ধ্যা এলো। এদিকে বাতাসের বেগ বাড়তে লাগল। অন্ধকার চারদিক ছড়িয়ে গেল। নৌকা তিনটির লোকজন খেয়ে-দেয়ে ঘুমিয়ে গেল। তাদের ঘুম ভেঙ্গে গেল প্রচন্ড গর্জনে। দোলনা খেয়ে বুঝতে পারল এখানে টেকা যাবে না।

এমন সময় নৌকার কাছি এবং নোঙর ছুটে গেল স্রোতের দাপটে। স্রোতের সাথে সাথে নৌকা তিনটি একত্রে বাঁধা অবস্থায় নদীর মূল ধারা বাদ দিয়ে উপচে পড়া পানির সাথে লোকালয়ের দিকে ঢুকে পড়ল। প্রচন্ড ঝড়ের বেগে লোকজন যার যার ঘরে আশ্রয় নিল। এদিকে লোকালয়ে পানি প্রবেশ করল, অনেক বাড়িঘর পানিতে তলিয়ে গেল। পানির সাথে নৌকাগুলো প্রবেশ করল, ঝড়ের প্রচন্ডতায় পরস্পরের আঘাত লাগা শুরু করল। পরস্পরের আঘাতের শব্দ এবং এর ভেতরের হাঁড়ি-পাতিলের শব্দ মনে হয়েছে ঐতিহাসিক ভৈরবের যুদ্ধের মত। এক পর্যায়ে শব্দ বন্ধ হয়ে গেল। লোকজন ভীতসন্ত্রস্ত অবস্থায় রাত্রি পার করল।

সকাল হওয়ার পর আস্তে আস্তে লোকজন বের হওয়া শুরু করল। বিভিন্ন স্থানে লাশ দেখতে পেল, নৌকার ভাঙা টুকরা, হাঁড়ি-পাতিল পেল। পেল আরো অনেক কিছু। গল্পে গল্পে এলাকা সমৃদ্ধ হলো। ইতিহাসের ধারাবাহিকতায় কতগুলো এলাকার নাম একই সিরিজে যুক্ত হলো।

যে স্থানে ২.৫টি নৌকা পাওয়া গেল সেই এলাকাটি আজকের গ্রাম আড়াইনাও। যে এলাকায় অর্ধেক ছিটকে পড়ল সেই এলাকার গ্রামের নাম ছিটকা, হাঁড়ি-পাতিল যে এলাকায় পাওয়া গেল সেই এলাকার গ্রামের নাম পাতিলাপাড়া। মানুষের মনে যে এলাকায় প্রচুর শব্দ হলো ঐতিহাসিক ভৈরবের যুদ্ধের মত সেই এলাকার নাম রণভৈরব। যে স্থানে তিনটি নৌকা একত্রে কাছি দ্বারা পাড়া (নোঙর) ছিল সেটা এখন ইউনিয়ন ও গ্রাম কাছিপাড়া হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে। উল্লেখ্য তিন মাঝি যথাক্রমে ধলা, সিঙ্গার ও রাজা এর লাশ যে এলাকায় পাওয়া গিয়েছিল তা এখন যথাক্রমে ধলাপাড়া, সিংহেরাকাঠী ও রাজাপুর হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে।

গল্পটির ঐতিহাসিক ভিত্তি যতটুকুই দেওয়া হোক না কেন বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলে পটুয়াখালী জেলার বাউফল উপজেলার কালিশুরী ইউনিয়নে এই গ্রামগুলো এবং পার্শ্ববর্তী কাছিপাড়া ইউনিয়ন বাস্তব সত্য।

গল্পের এই আড়াইনাও আমার জন্মস্থান। এই গ্রামের সন্তান আলাউদ্দীন মিয়া বাংলাদেশ সরকারের উপ-সচিব হিসেবে রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। খালেক স্যার প্রধান শিক্ষক হিসেবে বরিশাল অঞ্চলে সুনামের সাথে দায়িত্ব পালন করেছেন। এই গ্রামের সন্তান সুলতান আহম্মদ বর্তমানে আমেরিকা প্রবাসী। তিনি বিসিএস কর্মকর্তা ছিলেন। স্থানীয়ভাবে আপ্তার আলী হাওলাদার, নাজিম আলী মৃধা, নাজিম আলী হাওলাদার মেম্বর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। আলহাজ্ব লুৎফর রহমান শিক্ষকতা করেছেন, আমজাদ হোসেন (পঞ্চম আলী) পন্ডিত, আজাহার স্যার, বোরহান স্যার, মোহাম্মদ জয়নাল আবেদীন (চান্দু মুনসী) ও আমিন উদ্দিন মৃধা এলাকায় শিক্ষার আলো ছড়িয়েছেন। মোহাম্মদ আবদুল মান্নান মৃধা (মান্নান স্যার) এর একক প্রচেষ্টায় দীর্ঘদিনের পুরাতন প্রতিষ্ঠান আড়াইনাও প্রাথমিক বিদ্যালয়টি সরকারি পর্যায়ে পৌঁছেছে। এখন গ্রামের কচিকাঁচা শিশুরা আনন্দের সাথে পাঠ গ্রহণ করছে। বর্তমান প্রজন্মের মধ্যে সেলিম মেম্বার, মকবুল স্যার, মোকছেদ স্যার, শাজাহান স্যার, রহিম স্যার, মোতালেব স্যার, ইয়াছিন স্যার, সালাম হাওলাদার, নুর আহম্মদ ও মাওলানা এ.এফ.এম ফরিদউদ্দীন সমাজ উন্নয়ন এবং শিক্ষা বিস্তারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে যাচ্ছেন।

আড়াই এর প্রথম গুরুত্ব পেয়েছি জিলাপির আড়াই প্যাঁচ শব্দ থেকে। এখানে আড়াইনাও এর কিছুটা তথ্য উদঘাটনের চেষ্টা করা হলো। আরো আড়াই যেমন কুমিল্লার আড়াইওড়া, আড়াইবাড়ী, আশুগঞ্জের আড়াইসিধা ও নারায়ণগঞ্জের আড়াইহাজার উপজেলার তথ্য জানার আগ্রহ রইল।

লেখক: পরিচালক, লিয়াজোঁ ও শ্রোতা গবেষণা অনুবিভাগ, বাংলাদেশ বেতার

বেতার উপস্থাপনা

দেওয়ান মোহাম্মদ আহসান হাবীব

বেতার অনুষ্ঠানকে প্রাণবন্ত ও আকর্ষণীয় করে তোলা এবং অনুষ্ঠানের বক্তব্য শ্রোতার কাছে সহজে পৌঁছে দেওয়ার গুরুদায়িত্ব পালন করে থাকেন অনুষ্ঠানের উপস্থাপক। উপস্থাপকের মূল কাজ হচ্ছে শ্রোতার সাথে যোগাযোগ স্থাপন করা, শ্রোতাকে অনুষ্ঠানের প্রতি আকৃষ্ট করা এবং অনুষ্ঠানের সাথে ধরে রাখা। শুধুমাত্র কণ্ঠস্বরের উপর ভিত্তি করে কাজটি করা খুবই কঠিন এতে কোন সন্দেহ নেই, তবে তা অসম্ভবও নয়।

বেতার উপস্থাপনার ক্ষেত্রে, প্রথমেই যে বিষয়টি খেয়াল করা প্রয়োজন সেটি হল সহজবোধ্যতা। উপস্থাপনার ভাষা হওয়া উচিত সহজ এবং প্রচলিত শব্দের সম্ভারে গড়া বাক্য। মনে রাখতে হবে যা বলছেন সেটা মানুষকে শুধুমাত্র বলার মধ্য দিয়েই বুঝাতে হবে। গবেষকদের মতে মানুষের মস্তিষ্ক ২৮ সেকেন্ডের মত তথ্য একসঙ্গে নিতে পারে। এ কারণেই শ্রোতার দ্রুত বোধগম্যতার জন্য প্রচলিত এবং সহজবোধ্য শব্দের ব্যবহার বেতার উপস্থাপনার ক্ষেত্রে প্রাধান্য পেয়ে থাকে। একজন বেতার উপস্থাপক তার কণ্ঠস্বরের মাধ্যমে কোন পান্ডুলিপি পাঠ করেন না বরং বলা যেতে পারে তিনি তার শ্রোতাকে নির্দিষ্ট পান্ডুলিপির বক্তব্য গল্পাকারে পরিবেশন করেন। তাই কাজটি ভালভাবে করার জন্য প্রয়োজন পান্ডুলিপির বিষয় সম্পর্কে ভালভাবে জানা।

বেতার অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে নিত্য ব্যবহৃত একটি ফরম্যাট হচ্ছে সংবাদ। শ্রোতার নিকট এটি নিঃসন্দেহে সিরিয়াস একটি বিষয়। তাই স্বাভাবিকভাবেই মনে হতে পারে যে কঠিন শব্দ ব্যবহার করে খবর না লিখলে ও গুরুগম্ভীরভাবে তা পরিবেশন না করলে সংবাদ গ্রহণযোগ্য হবে না। কিন্তু এই ধারণা একেবারেই সঠিক নয়। বিবিসি বাংলার সিনিয়র প্রযোজক মানসী বড়ুয়ার মতে, "মূল বিবেচ্য বিষয় হচ্ছে আপনি সংবাদে যেটা পড়ছেন সেটা শ্রোতা বুঝতে পারছে কিনা, আপনি তার কাছে পৌঁছতে পারছেন কিনা। সংবাদপাঠক হিসাবে আপনার বিশ্বাসযোগ্যতা যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমনি আপনার পড়ার স্টাইলও শ্রোতার কাছে আপনার গ্রহণযোগ্যতার জন্য জরুরি।" সংবাদ পাঠ, মূলত: ঘটনা ও তথ্যকে তুলে ধরে, তাই সংবাদ পরিবেশনের সময় কণ্ঠে কর্তৃত্বের প্রকাশ ও আবেগহীনভাবে তা পরিবেশন করা গ্রহণযোগ্য। একইসাথে পরিবেশনার স্টাইল যেন আবার একঘেঁয়ে না হয় সে দিকেও খেয়াল রাখতে হয়।

একইভাবে, সাক্ষাৎকার গ্রহণের ক্ষেত্রে সাক্ষাৎকারদাতার আবেগের সাথে একাত্ম হওয়া মোটেই একজন উপস্থাপকের দক্ষতার বিকাশে সহায়ক নয়। এই প্রসঙ্গে মানসী বড়ুয়ার পরামর্শ, "এসব ক্ষেত্রে যার সঙ্গে কথা বলছেন তার আবেগ দ্বারা আপনি যেন প্রভাবিত না হন। আপনার জন্য বড় চ্যালেঞ্জ যার সাক্ষাৎকার নিচ্ছেন তাকে বিচলিত না করে, যে তথ্য জানার জন্য আপনি তার সঙ্গে কথা বলার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তা সাফল্যের সঙ্গে বের করে আনা।"

বিবিসি'র সাবেক উপস্থাপক কেইট কুকার-এর মতে, একজন ভাল উপস্থাপক নির্দিষ্ট বিষয়ে বক্তব্য উপস্থাপনার সময়ে চারটি বিষয়ে খেয়াল রাখেন। এগুলো হলো Relevant, Informative, Connecting, Entertaining, তিনি এই চারটি বিষয়কে ইংরেজি বর্ণমালায় সাজিয়েছেন "RICE" শিরোনামে। কেইট কুকার-এর মতে, প্রদেয় বক্তব্য হতে হবে প্রাসঙ্গিক। দ্বিতীয়ত: বক্তব্য হতে হবে তথ্যমূলক। তৃতীয়ত: কাঙ্খিত শ্রোতার জীবনের সাথে বক্তব্য হবে সংশ্লিষ্ট বা সম্পর্কিত এবং চতুর্থত: বক্তব্যে থাকতে হবে বিনোদনমূলক উপাদান। উপস্থাপনার সময়ে একজন যোগ্য উপস্থাপক সঠিক ঢঙে এই বিষয়গুলোর মিশেল যত বেশী করাতে পারবেন, তত বেশী ঋদ্ধ হবে বিষয়বস্তুর উপস্থাপনা। ধরা যাক একজন উপস্থাপক করোনাভাইরাস সম্পর্কিত একটি অনুষ্ঠান উপস্থাপনা করছেন। এই ক্ষেত্রে প্রথমত, তার বক্তব্যে করোনাভাইরাস বিষয়ে প্রাসঙ্গিক বক্তব্য থাকবে এটাই স্বাভাবিক। এরপর প্রয়োজন কিছু নির্ভরযোগ্য বৈজ্ঞানিক তথ্য, যা শুনে শ্রোতা করোনাভাইরাস প্রতিরোধে নিজের আচরণের পরিবর্তন ঘটাতে পারবেন। এরই সাথে প্রয়োজন কিছু জীবন ঘনিষ্ট বাস্তব কেসস্টাডির উদাহরণ, যা শ্রোতাকে উপস্থাপকের কথা বিশ্বাস করতে তাড়িত করবে। সর্বশেষ প্রয়োজন করোনা বিজয়ের কিছু ইতিবাচক বিনোদনমূলক তথ্য-উপাত্ত। এভাবে শ্রোতার বয়স ও রুচিকে প্রাধান্য দিয়ে একজন উপস্থাপক যখন সহজ প্রাঞ্জল ভাষায় অনুষ্ঠান উপস্থাপনায় মত্ত হবেন, তখন শ্রোতাকে অনুষ্ঠানের সাথে ধরে রাখার কাজটি নিঃসন্দেহে আর কঠিন থাকে না।

ট্রাফিক সম্প্রচার কার্যক্রম, এফ এম ৮৮.৮ মেগাহার্জ, বাংলাদেশ বেতারে কাজ করতে গিয়ে আমরা দেখেছি, শিল্পী হিসেবে উপস্থাপনা দক্ষতার উন্নয়ন ও উত্তরোত্তর সাফল্য অর্জনের জন্য একজন বেতার

উপস্থাপকের নূন্যতম চারটি বিষয়ের চর্চা খুবই প্রয়োজন। এই গুণগুলোকে সংক্ষেপে বলা যেতে পারে "উদভাস"। আরো ব্যাখা করে বলছি। প্রথমত: শিল্পীর প্রমিত উচ্চারণ, বাচন ভঙ্গী, প্রক্ষেপণ যথাযথ হবার পাশাপাশি উপস্থাপককে শ্রোতা/ অংশীজনদের রুচি ও আগ্রহ সম্পর্কে ধারণা থাকতে হবে। শ্রোতার সাথে সম্পর্ক চলমান রাখার জন্য বক্তব্য উপস্থাপনে সাবলীল হতে হবে এবং কোথায় বক্তব্য থামাতে হবে সে সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা থাকতে হবে। দ্বিতীয়ত: উপস্থাপক কথা বলার সময় বিষয়বস্তুর তিনটি ক্ষেত্রে দক্ষতার পরিচয় দিবেন। এগুলো হলো: তিনি কি বলছেন? কেন বলছেন? এবং কাকে বলছেন? এই তিনটি বিষয় উপস্থাপক যখন জানেন, তখন তার পাণ্ডুলিপি পাঠ, পড়ার মত থাকে না বরং হয়ে উঠে বলার মত করে পড়া। উপস্থাপক এমনভাবে শ্রোতা ও অংশীজনের সাথে কথা বলবেন, যেন মনে হয় তিনি একটি গল্প বলছেন। তৃতীয়ত: উপস্থাপক তার কাজকে ভালবাসবেন, শব্দের উচ্চারণ সঠিকভাবে করবেন এবং নিজের প্রতি আত্মবিশ্বাস তিনি রাখবেন। যে বিষয় নিয়ে কথা বলবেন, সে বিষয় সম্পর্কে ধারণা থাকার পাশাপাশি অবশ্যই মাইক্রোফোনের ব্যবহার সম্পর্কেও পূর্ব ধারণা রাখবেন। চতুর্থত: বলব, প্রতিটি উপস্থাপকের একটি স্বপ্ন থাকতে হবে, স্বপ্ন দেখার চর্চা করতে হবে। শেখার আগ্রহ থাকতে হবে। অন্যদের উপদেশ গ্রহণের মত মানসিকতাও থাকতে হবে। বর্ণিত গুণগুলোর চর্চা অব্যাহত রাখলে অবশ্যই সময়ের আবর্তনে তিনি একজন দক্ষ বাচিক শিল্পী হিসেবে খ্যাতি অর্জন করবেন।

এবারে আসি একজন ভাল উপস্থাপকের বৈশিষ্ট্য বর্ণনায়। ভাল উপস্থাপক হবার জন্যে এবং মিডিয়া ইন্ডাস্ট্রিতে নিজের অস্তিত্ব যথার্থভাবে বজায় রাখার জন্য উপরের গুণগুলো চর্চার পাশাপাশি মোটের উপর চারটি বৈশিষ্ট্য একজন শিল্পীর থাকা প্রয়োজন। বিভিন্নজন বিভিন্নভাবে ব্যাখা করতে পারেন, তবে কাজের অভিজ্ঞতায় আমাদের কাছে মনে হয়েছে এই চারটি বৈশিষ্ট্য হলো পারদর্শীতা, শ্রদ্ধাবোধ, সময়নিষ্ঠতা ও প্রয়াস প্রবণতা। আরেকটু ভেঙে বলি। প্রথমত: একজন ভাল উপস্থাপক তার উপর অর্পিত দায়িত্ব পালনে অত্যন্ত পারদর্শী। যথার্থ উচ্চারণ, শব্দ চয়ণ, আবেগ এবং গতির ব্যবহারে মুন্সিয়ানার পরিচয় দিয়ে থাকেন। দ্বিতীয়ত: ভাল উপস্থাপক তার কাজের প্রতি সততার পরিচয় দিয়ে থাকেন এবং কাজের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকেন। একটি ভাল কাজ নির্মাণের জন্য কতটুকু শ্রম প্রয়োজন তা তিনি জানেন। শ্রমের ব্যবহারে কার্পন্য করেন না। তৃতীয়ত: একজন ভাল উপস্থাপক সব সময়ই সময়নিষ্ঠ হয়ে থাকেন। ভোর সাতটা এর অর্থ সকাল ছয়টা বেজে ঊনষাট মিনিট ষাট সেকেন্ড। সুতবাং, সাতটা বাজে অনুষ্ঠান উদ্বোধন কথার অর্থ হচ্ছে সকাল ছয়টা বেজে ঊনষাট মিনিট ষাট সেকেন্ড-এর পূর্বে দপ্তরে এসে উপস্থিত হওয়া। এটি তিনি বুঝেন এবং মেনে চলেন। একবারে শেষে বলব, একজন ভাল উপস্থাপক সব সময়ই নিজের কাজের মানের আরো উন্নয়নে সচেষ্ট থাকেন। আত্মতৃপ্তি শিল্পীর সত্ত্বাকে মেরে ফেলে। ভালর শেষ নেই জেনেও, একজন ভাল উপস্থাপক শেষ ভালর জন্য সব সময় অদম্য পরিশ্রম করেন, অগণিত প্রয়াস রচনা করে থাকেন।

তবে সবশেষে বলব, ভাল উপস্থাপনার জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে পূর্বপ্রস্তুতি, পূর্বপ্রস্তুতি এবং পূর্বপ্রস্তুতি। যেমন আমাদের বাংলাদেশ বেতারের জনৈক উপস্থাপক বেতার উপস্থাপনা বিষয়ে বেশ দক্ষ, তবে তিনি পূর্ব প্রস্তুতির বিষয়ে খুবই অসচেতন। একদিন স্টুডিওতে তার বক্তব্যের বিষয় ছিল, "জাতীয় সঙ্গীত শুদ্ধভাবে চর্চা করতে হবে এবং শুদ্ধভাবে গাইতে হবে।" কিন্তু তিনি দক্ষ উপস্থাপক হলেও, পূর্বপ্রস্তুতির অভাবে আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলে বসলেন, "জাতীয় সঙ্গীত শুদ্ধভাবে চর্চা করতে হবে, শুদ্ধভাবে গাইতে হবে এবং শুদ্ধভাবে শুনতে হবে। এটাই দেশপ্রেম। আসুন আমরা দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হই"। এধরণের ভুল হাস্যকর হলেও, অবশ্যই ক্ষমার যোগ্য থাকে না। তাই আমাদের সব সময়ই নিজের কাজের প্রতি সতর্ক থাকতে হয়। উপস্থাপনা বিষয়ে শেষ কথাটি হলো, নিজের কণ্ঠের ভালমন্দ বুঝতে পারাটাও ভাল উপস্থাপক হওয়ার একটা অন্যতম শর্ত। কৃত্রিমভাবে বা চেঁচিয়ে কথা না বলে বরং কিভাবে কথা বললে নিজের কণ্ঠ ভাল শোনাবে সেটি আয়ত্ত্বের চেষ্টা করাও একজন সম্ভাবনাময় উপস্থাপকের জন্য অবশ্য পালনীয়।

লেখক: উপ-পরিচালক, ট্রাফিক সম্প্রচার কার্যক্রম, বাংলাদেশ বেতার

মহাপ্রাচীরের দেশে দিন কয়েক

কিশোর রঞ্জন মল্লিক

এক সময় সিল্ক রোড (Silk Road) ছিল পৃথিবীর দীর্ঘতম ও ঐতিহাসিক দিক থেকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বাণিজ্যিক নেটওয়ার্ক। এটি চীনের হান (Han) সাম্রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়। খ্রিস্টপূর্ব ১৩০ অব্দ থেকে ১৪৫৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সিল্ক রোড এশিয়া ও ইউরোপের মধ্যে সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য বাণিজ্যিক পথ ছিল। সিল্ক রোড (Silk Road) কোন একক রাস্তার নাম নয়। মূলত: স্থলপথে বাণিজ্যিক রুট। চীন, মধ্য এশিয়া, মধ্যপ্রাচ্য, আফ্রিকার কয়েকটি দেশ ও ইউরোপকে এটি সংযুক্ত করেছে। এশিয়ান সিল্ক থেকেই মূলত সিল্ক রোডের নামটি এসেছে। কারণ সে সময় সিল্ক বাণিজ্যকে কেন্দ্র করেই সিল্ক রোডের যাত্রা শুরু হয়েছিল। সিল্ক রোড নিয়ে ছোট একটা ভূমিকা দেয়া হলো এজন্য যে, গত ২২ নভেম্বর ২০১৭ থেকে ০৫ ডিসেম্বর ২০১৭ পর্যন্ত চীনের বেইজিং (Beijing) এ অনুষ্ঠিত 'Film and Television Program Production and Distribution Seminar of the Silk Road Countries' এ অংশগ্রহণ করেছিলাম। সিল্করোড ভুক্ত দেশসমূহের মধ্যে সাংস্কৃতিক চিন্তাভাবনা বিনিময়ের লক্ষ্যে চায়না সরকারের অর্থায়নে সেদেশের State Administration of Press, Publication, Radio, Film and Television, P.R.C এটির আয়োজন করে। সিল্ক রোডভুক্ত দেশসমূহের মধ্যে বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান, মালদীপ, শ্রীলংকা, ইন্দোনেশিয়া, মরিশাস, সৌদিআরব, তুরস্ক, ইউক্রেন ও চীনের বিভিন্ন মিডিয়ার ২৯ জন প্রতিনিধি এ সেমিনারে অংশগ্রহণ করে। বাংলাদেশ থেকে তথ্য মন্ত্রণালয়ের উপসচিব শাহান আরা বেগম, ডিএফপি থেকে ফিল্ম প্রডিউসার আবু জাফর আহমেদ, বিশিষ্ট নাট্যাভিনেত্রী আফসানা করিম মিমি, সাংবাদিক ও নাট্যকর্মী রাফি হাসান ও তানভির হোসাইন এবং বালাদেশ বেতার থেকে আমি সেমিনারে অংশগ্রহণ করি।

বিশাল আয়তনের (৯৫,৯৬,৯৬১ বর্গ কি.মি.) দেশ চীন। বর্তমান বিশ্বে চীন অন্যতম শক্তিধর দেশ। শিক্ষা, সংস্কৃতি, বিজ্ঞান-প্রযুক্তি, সামরিক শক্তি সবদিক দিয়ে সমৃদ্ধ চীন সারাবিশ্বে আলোচিত এক দেশ। যে কারণে সেমিনারে অংশগ্রহণ করার পূর্বে বেশ একটা ভালোলাগা তৈরি হয়েছিল। নির্ধারিত তারিখ ও সময়ে আমরা পৌঁছে যাই বেইজিং-এ। সেমিনারে আলোচ্য বিষয় ছিল–

- Development of Chinese Radio Film and T V industry and its international exchange and cooperation.
- Modern management and operation concepts for Film and TV.
- Development of new media and its Integration with traditional media, etc.

তবে চীনের চলচ্চিত্রের মান, চলচ্চিত্র তৈরির যন্ত্রপাতি, সাউন্ড ইফেক্ট, চলচ্চিত্র প্রদর্শন পর্দা (Screen) ইত্যাদি বিষয় এখানে প্রাধান্য পায়। বলা যায় তাঁদের চলচ্চিত্রের প্রচার-প্রচারণা। চীনের লোকেরা ভালো ইংরেজি বলতে পারে না। আমার মনে হয়েছে তাঁরা ইংরেজিটাকে কম গুরুত্ব দেয়। মাতৃভাষার প্রাধান্য বেশি। এটাইতো হওয়া উচিত। হোটেলেও লক্ষ্য করেছি কেউ ইংরেজি বলে না। এজন্য যোগাযোগের ক্ষেত্রে অনেক সমস্যাও হয়েছে। এমনকি সেমিনারের উদ্বোধনী দিনে অতিথিরা তাঁদের নিজ ভাষায় বক্তৃতা দিয়েছেন। অবশ্য দোভাষী ছিলেন। সেমিনারে একটি সেশনে Titanic ছবির সাউন্ড ইফেক্ট নির্মাতাদের একজন প্রায় দু'ঘন্টা বক্তৃতা করেছিলেন। Titanic ছবির ভালোমন্দ দিক নিয়ে বিশেষ করে ছবির সাউন্ড ইফেক্ট ব্যবহার নিয়ে অনেক তথ্য দিয়েছেন। এ পর্বটি হৃদয়গ্রাহী ছিল। কারণ আমার দেখা ভাল ছবির মধ্যে এটা একটি। অংশগ্রহণকারীরা চলচ্চিত্র প্রডাকশনের কিছু টেকনিক্যাল দিক সম্পর্কে

জানতে পারি। তৃতীয় দিনে প্রত্যেকে ১০ মিনিট করে নিজ দেশের সংস্কৃতির কথা তুলে ধরেন। দলীয় পর্বে দেশের ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, বেতার, টিভি ও চলচ্চিত্রের গৌরবময় দিক তুলে ধরে ভিডিও তৈরী করে প্রদর্শন ও উপস্থাপন করা হয়। এগারটি দেশের সংস্কৃতি জগত সম্পর্কে সেদিন একটা ধারণা আমরা লাভ করি। আমার বেশি ভালো লেগেছিল ইন্দোনেশিয়ার তথ্যমূলক ভিডিওটি। ভারতীয় চলচ্চিত্র শিল্প অনেক বড়। কিন্তু সেমিনারে যারা অংশগ্রহণ করেছিলেন তাঁরা দক্ষিণ ভারতীয় চলচ্চিত্রের উপর বেশি আলোকপাত করায় তাঁদের উপস্থাপনা অসম্পূর্ণ মনে হয়েছিল।

সেমিনারে প্রথম সাতদিনের কার্যক্রম ছিল বেইজিংএ। এ সময় আমাদের বেইজিং এর গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক স্থান, দর্শনীয় স্থান এবং টেলিভিশন কেন্দ্র ঘুরিয়ে দেখানো হয়। চীনের স্টেট মিডিয়া হচ্ছে CCTV (China Central Television). বিশাল আয়তনের টিভি স্টেশনের বাহির ও ভিতরটা যখন ঘুরে দেখানো হচ্ছিল তখন অবাক হচ্ছিলাম তাঁদের কর্মকাণ্ড দেখে। লাইভ নিউজ ব্রডকাস্ট বুথের পাশে নিয়ে আমাদের ধারণা দেয়া হয় বিভিন্ন চ্যানেলে একসাথে নির্বিঘ্ন (Undisturbed) নিউজ প্রচারের সিস্টেম সম্পর্কে।

বেইজিং শহরের মধ্যস্থলে ঐতিহাসিক স্থান হচ্ছে তিয়ানআনমেন চত্বর (Tiananmen Square)। এটি চীনের এক অন্যতম পীঠস্থান। চত্বরটির মাঝখানে দাঁড়িয়ে যখন ছবি তুলছিলাম তখন কিছুটা স্মৃতিকাতর হচ্ছিলাম। মনে পড়ছিল ১৯৮৯ সালের কথা। তখন বিশ্ববিদ্যালয়ে সবেমাত্র ভর্তি হয়েছি। সারা বিশ্বের মিডিয়াতে তখন এই ঐতিহাসিক চত্বরে ঘটে যাওয়া কিছু ঘটনা তোলপাড় হচ্ছিল। ১৯৮৯ সালে মুক্তবাজার অর্থনীতি, কর্মসংস্থান, মত প্রকাশের স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের দাবীতে এখানে ছাত্রদের নেতৃত্বে আন্দোলন হয়েছিল। এ আন্দোলন দমাতে সরকারিভাবে সামরিক হস্তক্ষেপের ফলে তখন অসংখ্য গণতন্ত্রকামী মানুষ প্রাণ হারায় যা সে সময় সারা দুনিয়ায় বহুল আলোচিত বিষয়ের মধ্যে একটি ছিল। ১৯৮৯ সালে ঘটে যাওয়া মর্মান্তিক এ ঘটনার অকুস্থল (Place) ২০১৭ সালে দেখতে পেয়ে বেশ রোমাঞ্চিত হচ্ছিলাম। বিশাল চত্বর। না দেখলে ঠিক বোঝানো যাবে না। চারপাশে আরও অনেক গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা। সব মিলে ভালো লাগার স্থান তিয়ানআনমেন চত্বর (Tiananmen Square)। চীনে কেউ এলে এ ঐতিহাসিক স্থান না দেখে ফিরে যায় বলে আমার মনে হয় না। পাশেই আর এক প্রসিদ্ধ স্থান নিষিদ্ধ নগরী (Forbidden City)। এটি ছিল চীনা সাম্রাজ্যিক প্রাসাদ যা মিং (Ming) রাজবংশ থেকে কিং (Qing) রাজবংশের শেষ পর্যন্ত ছিল। বর্তমানে এটি প্রাসাদ জাদুঘর। ১৪০৬ থেকে ১৪২০ পর্যন্ত সময়ে ৭২০০০০ বর্গমিটার এলাকা জুড়ে ৯৮০টি ভবন নিয়ে এটি তৈরি করা হয়। নামটি নিষিদ্ধ হলেও এটি অন্যতম পর্যটন কেন্দ্র। ৫০০ বছর ধরে চীনের ২৪ জন সম্রাট ও তাঁদের পরিবারের রাজনৈতিক এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ সভা এখানে অনুষ্ঠিত হতো। সাধারণ মানুষের প্রবেশাধিকার এখানে ছিল না। নির্ধারিত কিছু লোক যেতে পারত বলেই এরূপ নামকরণ। এই নিষিদ্ধ নগরী বিশ্বের সুন্দর স্থাপত্যের এক অনন্য নিদর্শন। দৃষ্টিনন্দন এ প্রাসাদের ভবনগুলির মধ্যে Gate of Supreme Harmony, Hall of Supreme Harmony, Gate of Heavenly Purity, Palace of Earthly Tranquility, Hall of Mental Cultivation, Hall of Literary Glory বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

আমাদের জন্য আরেকটা দিন নির্ধারিত ছিল চীনের মহাপ্রাচীর (Great Wall), বার্ডস নেস্ট (Bird's Nest) বা বেইজিং জাতীয় স্টেডিয়াম যেখানে ২০০৮ সালে গ্রীষ্মকালীন অলিম্পিক অনুষ্ঠিত হয়েছিল এবং চলচ্চিত্র জাদুঘর দেখানোর জন্য। সেমিনারে কয়েকজন অংশগ্রহণকারী সময়ের ব্যাপারে সচেতন না থাকায় কর্তৃপক্ষ ফিল্ড ভিজিট থেকে বার্ডস নেস্টটা বাদ দেয়। অনুরোধ করার পরও তা প্রত্যাখান করা হয়। কারণ তিনটি ভ্যেনুই শহরের অনেক বাইরে। যথারীতি গাইড আমদের নিয়ে রওনা হয়। প্রথমেই পৃথিবীর সপ্তাশ্চর্যের একটি চীনের মহাপ্রাচীর দেখা হবে। সুখকর একটা অনুভূতি সৃষ্টি হলো মনের মধ্যে। যতই উত্তরে এগোচ্ছিলাম ততই ঠাণ্ডা বেশি অনুভূত হচ্ছিল। আমাদের দেশের তুলনায় অনেক বেশি ঠাণ্ডা বেইজিংএ। যা আমাদের কাছে বিরক্তিকর। যে শীতবস্ত্র ছিল তা খুব একটা কাজে আসেনি। কারণ তাপমাত্রা তখন জিরো'র নীচে ছিল। শীত আরও জেঁকে বসে যখন আমরা গাড়ি থেকে বের হই মহাপ্রাচীরে ওঠার জন্য। মাটি ও পাথর দিয়ে প্রায় ৮ ফুট উঁচু এবং ৮৮৫২ কিলোমিটার লম্বা এ প্রাচীর খ্রিস্টপূর্ব ৫ম শতক থেকে খ্রিস্টীয় ১৬শ শতক পর্যন্ত চীনের উত্তর সীমান্ত শত্রুর হাত থেকে রক্ষার জন্য নির্মাণ করা হয়। প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় প্রাচীরের সিঁড়ি বেয়ে ওপরে ওঠা অনেকটা কষ্টসাধ্য। আমি কিছুদূর ওঠার পর আর উঠতে পারিনি। কারণ উপরের দিকে ওঠার সময় বসুন্ধরা আমাকে প্রবলভাবে আকর্ষণ করে। যে কারণে ভয়ে বেশিদূর ওঠার সাহস দেখাইনি। যারা আমার সাথে ছিলেন তাদের মধ্যে কেউ কেউ বেশ খানিকটা উঠেছিলেন। মহাপ্রাচীর চীনের এক মহাবিস্ময়। কারণ এটি মানুষের হাতে তৈরি। এটি দেখার আগে আমি যেমনটি ভেবেছিলাম ঠিক তেমনটি আমার কাছে মনে হয়নি। তবে অবাক করার বিষয় হলো বহু বছর পূর্বে পাহাড়ের মধ্যে দীর্ঘ এ প্রাচীর নির্মাণ সহজ ব্যাপার ছিল না। আর এজন্য এটি মধ্য যুগের সপ্তাশ্চর্যের একটি। নিঃসন্দেহে চীনের জন্য এটি মহাগৌরবের। ধীর পায়ে নীচে নেমে খুব ভালো লাগল যখন দেখি বাংলাদেশ থেকে আর একটা দল ওখানে এসেছে। তাঁদের মধ্যে বেশ কয়েকজন বাংলাদেশ বেতারের কর্মকর্তা। তাঁরা শীতে জুবুথুবু হয়ে অসহায় পাখির মতো দাঁড়িয়ে আছে। তাঁদের সাথে নানা কথা হচ্ছিল আর ভাবছিলাম এ ভ্রমণে আমাদের নগদ প্রাপ্তি কিছু হবে না সত্যি তবে বিনা লগ্নিতে অনেক কিছু দেখা হলো, জানা হলো এবং সপ্তাশ্চর্যের একটি তো দেখা হলো এটাই বা কম কিসের? যাইহোক বাসে উঠতে উঠতে মহাপ্রাচীরকে বিদায়

জানালাম। পিছন ফিরে বারবার দেখছিলাম এই ভেবে যে আর কোনদিন আসা হবে কিনা জানি না। ধীরে ধীরে চোখের আড়ালে চলে গেল গৌরবের মহাপ্রাচীর।

ফেরার পথে চীনের পুরানো ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি ও ফিল্ম জাদুঘর দেখলাম। বিশাল কর্মযজ্ঞ এ জাদুঘরে। উল্লেখ্য, চীনা ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি নাকি পৃথিবীর সবচেয়ে বড়। জাদুঘরের বিশাল ভবনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ফিল্মের ইতিহাস, ছবি, অডিও, ভিডিও, প্রিন্ট রয়েছে। অবাক হলাম তাঁদের ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি সংরক্ষণ কৌশল, পদ্ধতি ও মানসিকতা দেখে। আমরা অনেক সময় চীনাদের বিভিন্ন ধরণের কাজের জন্য সমালোচনা করি, তাঁদের অনেক আবিষ্কারে পরিবেশ ও প্রকৃতির ক্ষতি হচ্ছে এই ভেবে। তারপরও বলব তাঁদের ভালসব কর্মকাণ্ড সচক্ষে না দেখলে অনেক উন্নয়নের ধারা শেখা থেকে বঞ্চিত হবো। দেশটি নিরন্তর সংগ্রাম করছে এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে এক নম্বর হওয়ার জন্য অনেক দূর এগিয়ে গেছে। বিশ্বব্যাংকের প্রধান অর্থনীতিবিদ জাস্টিন লিন (Justin Yifu Lin) ২০১১ সালে বলেন , ২০১০ সালে বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম অর্থনীতিতে পরিণত চীন ২০৩০ সাল নাগাদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে ছাড়িয়ে যেতে পারে। একারণেই চীনের প্রতি বিশ্বের মনযোগ দিনদিন বাড়ছে। অর্থনীতিতে তাঁরা আজ পরাশক্তি।

সেমিনারের শেষ সপ্তাহে আমাদের নেয়া হয় ফুজিয়ান (Fujian) প্রদেশে। বেশ ভালোলাগার শহর ফুজিয়ান এর রাজধানী ফুজৌ (Fuzhou)। সুজলা, শ্যামলা আর ফুলে ফুলে শোভিত এক শহর। বেইজিং যেখানে আধুনিক প্রযুক্তির কংক্রিটে মোড়া ফুজৌ সেখানে পাহাড়ের মধ্যে সবুজ গাছ আর হরেক রকমের ফুলে শোভিত। একই দেশে কত বৈচিত্র্য! ফুজিয়ানে এসে কোনভাবেই দেশে পরিবারের সাথে যোগাযোগ করতে পারছিলাম না কারণ আমার হুয়াই (Huawei) সেটে imo কাজ করছিল না। বেইজিংএ প্রথম দিনে এ সমস্যা ছিল প্রকট। চীনে ফেসবুকসহ অনেক মাধ্যম ব্যবহার করা যায় না। সামাজিক যোগাযোগের জন্য WeChat ই চীনে ভরসা। কিন্তু আমাদের অনেকের তা জানা ছিল না। যারা জানত তারা এখানে আসার আগে WeChat ইনস্টল করেছিল। কেন জানি হোটেল কক্ষের ফোন দিয়ে বাসায় যোগাযোগ করা যাচ্ছিল না। দু:শ্চিন্তার বিষয় হয়ে দাঁড়াল বিষয়টি। অনুমান করছিলাম বাসায় স্ত্রী, কন্যা চিন্তা করছে। পরে অবশ্য লোকমাধ্যমে বাসায় জানানো হয় ঠিকভাবে বেইজিং-এ পৌঁছানোর কথা এবং

বেইজিং-এ RITAN HOTEL এর যে শাখাটিতে আমরা ছিলাম তা বলার পর আমার মেয়ে নেট থেকে হোটেলটির আদ্যোপান্ত জেনে নিশ্চিন্ত হয়। বলাবাহল্য, ফুজিয়ানে আমাদের নেয়া হয় 4th SILK ROAD INTERNATIONAL FILM FESTIVAL দেখানোর জন্য। সিল্ক রোডভুক্ত দেশসমূহের চলচ্চিত্র সেখানে স্থান পায়। বাংলাদেশ থেকেও একটি ছবি যাওয়ার কথা ছিল। বিস্তারিত এ বিষয়ে তখন জানা সম্ভব হয়নি। জমকালো অনুষ্ঠানে স্থানীয় ঘরানার সঙ্গীত, নৃত্য ও মল্লক্রীড়া (Acrobatic) পারফরমেন্স উপস্থিত সবাইকে মুগ্ধ করে। ফেস্টিভ্যাল শেষে আমাদের ঐতিহাসিক স্থানসহ ফুজিয়ান ব্রডকাস্টিং অ্যান্ড টিভি নেটওয়ার্কিং গ্রুপ দেখানো হয়। ওখানকার ওলোং টি, জেসমিন টি, গ্রীন টি, ব্লাক টি'র খ্যাতি বিশ্বজোড়া। ফুজিয়ানে আমাদের থাকার জন্য Juchunyuan Exhibition Hotel উন্নতমানের হলেও সেখানে খাবারের অনেক মেন্যু আমাদের উপযোগী ছিল না। ফুজিয়ান সমুদ্রের তীরে হওয়ায় সেখানে সামুদ্রিক অনেক কিছু খাওয়া হয়। সেসব খাবারের গন্ধ ভালো লাগেনি। ওখানে বেশিদিন থাকলে খাওয়া নিয়ে কষ্ট পেতে হত হয়ত। এদিক দিয়ে বেইজিং ছিল অনেক ভালো। আমাদের জন্য অরুচিকর কোন খাবারই সেখানে ছিল না। বেইজিং ও ফুজৌ দু'জায়গাতেই আমাদের সৌজন্যে পার্টির আয়োজন করা হয়। পার্টির আয়োজনে কোথাও রাইসের ব্যবস্থা ছিল না। আমাদের দেশে চাইনিজ রেস্টুরেন্টে ফ্রাইড রাইসের খুব কদর। অথচ চীনে এ খাবার খুব কমই খাওয়া হয়। প্রচুর ফল ও সব্জি খেতে তাঁরা অভ্যস্ত। অবশ্য সেখানকার গ্রামীণ জীবনের কোন ধারণা লাভের সুযোগ হয়নি এ ভ্রমণে।

ভিন্ন ধরণের অভিজ্ঞতা হয়েছে বেইজিং সিল্ক মার্কেটে শপিং করতে যেয়ে। ওখানে সবকিছু কেনাবেচা হয় দর কষাকষি করে। প্রতিটি জিনিসের দাম ২৫-৩০ গুণ বেশি চাওয়া হয়। অথচ আমেরিকার প্রেসিডেন্ট George W. Bush নাকি তাঁর মেয়েকে নিয়ে এ মার্কেটে সিল্কের তৈরী জিনিস শপিং করতে এসেছিলেন। প্রথমে বেশ ধাক্কা খাই আমরা। মার্কেটের চরিত্র বোঝার পর অবশ্য সবাই দর কষাকষি করে শপিং করি।

এদিকে আমাদের দেশে ফেরার সময় ঘনিয়ে এলো। ক'টা দিন বেশ ভালোই কেটেছিল। নতুন দেশ, নতুন অভিজ্ঞতা। আধুনিক প্রযুক্তি আর মনকাড়া ডিজাইনে গড়া বেইজিং এর দালান-কোঠা, রাস্তা-ঘাট। দৃষ্টিনন্দন শৈলীতে সাজানো সবকিছু। পরিপাটি ও গোছানো একটা শহর। দেখলে মন ভরে যায়। রাস্তায় নেই কোন ময়লা। আমরা কেন যেখানে-সেখানে ময়লা ফেলে শহর নষ্ট করছি? বিদেশে গেলে সবাই নিয়ম মানি আর নিজ দেশে নিয়ম ভাঙ্গি। সময় এখন পরিবর্তনের, সময় এখন এগিয়ে যাওয়ার। পিছন ফিরে তাকানোর সময় এখন নয়। চীন পারলে আমরা কেন পারব না? শিক্ষা, সংস্কৃতি, প্রযুক্তি সবক্ষেত্রে তাঁরা ধারণাতীতভাবে উন্নয়নের রথে এগিয়ে যাচ্ছে। জ্ঞান-বিজ্ঞান আর নতুন সব সৃষ্টিতে ঈর্ষণীয় সাফল্যের অধিকারি আজকের চীন। সারা বিশ্বের বিস্ময় এখন চীন। সরকারি এ ভ্রমণে অনেক কিছু সচক্ষে দেখার সুযোগ যেমন হয়েছে তেমনি সেখান থেকে লব্ধ জ্ঞান নিজ দেশ ও জীবনে প্রয়োগের একটা ক্ষেত্রও তৈরি হয়েছে বলা যায়। আরও নব নব আবিষ্কারের দ্বারা সুন্দর পৃথিবীটাকে বাসযোগ্য করে তুলবে মহাপ্রাচীরের দেশ চীন -এমনটা ভাবতে ভাবতে China Southern Airlines এ ফিরে আসি প্রিয় মাতৃভূমিতে।

লেখক: আঞ্চলিক পরিচালক
বাংলাদেশ বেতার, বরিশাল

যোজনগন্ধা

কানিজ পারিজাত

আলো নিভে গেছে–জোনাকীর আলো;
মন্ডপে বসে আছি–কাপালিকের মন্ডপ;
সহস্র যুগ মন্ত্রপাঠে বিমূর্ত সময়;
খড়গ প্রেমে অবশ আমি–
বধের অপেক্ষায় গুনি প্রহর;
দূরে বাজে সিসিফাসের বাঁশি;
আলো-আঁধারের দোলাচলে
দুলছে পেন্ডুলাম!

হঠাৎ নূপুরের শব্দ তুলে হেঁটে যায় কেউ;
রূপময়ী–গায়ে তার আবেশী ঘ্রাণ–
যোজনগন্ধা!
ধূপের বাতাস ভারী করে সে ঘ্রাণ পৌঁছে যায়
রন্ধ্রে–শিরায়–চেতনায়;
সহস্র যুগ ঘুমের পরে জেগে উঠি আমি–
ভুলে যাই কাপালিক–ভুলি খড়গের প্রেম!

বিশ্বজুড়ে রূপময়ীর ঘ্রাণ–
আবেশী–যোজনগন্ধা;
মৃত জোনাকির গায়েও জ্ব'লে ওঠে আলো–
অন্ধকার টারটারাসে ফুটে ওঠে ফুল!

কথার কথকতা

তানিয়া খান

কথার কথা
কতদূর যায়,
কথায় কথায়
কত কি যে হয়!
কথায় কথা বাড়ায়!

কেউ বলে কথা
কারো মাথা ব্যাথা,
কার ব্যাথা, কে সারায়!
কথার নয় ছয়
কথায় কথা বাড়ায়!

কথাতেই থাকে
মধুমাখা স্বর
মৌমাছি গুনগুন,
কখনো আবার
বিষ ভরপুর
কথায় তেলে বেগুন!

কথার জ্বালায়
কানের তালায়
কখনো বিষ্ফোরণ,,,
কখনো আবার মন্ত্রমুগ্ধ
কথায় সম্মোহন!

কথাতেই ওড়ে
সুখের পায়রা,
বয়ে চলে স্রোতস্বিনী,
কথাতেই হৃদ রক্তক্ষরণে
বয়সের রং চিনি!

ফুলের কথায়
ভুল করে ওলি
ওলির ভুলে ফুল,
কলির ফোঁটার
শুভক্ষণে সাঁজে
কথারই প্রেমমুকুল!

তন্ত্র মন্ত্র সবকিছুতেই
কথারই ফুলঝুড়ি,
বিশ্বাস জাগে
মিষ্টি কথায়
হলেও পুকুরচুরি!

কথার মাঝেই
আছে প্রাপ্তি
ব্যাপ্তির ব্যাপকতা,
উচ্চারিত সত্যে তাই
দূর হোক আড়ষ্টতা!

বেতার নাটক ও মমতাজউদ্দীন আহমদ

মো. ফখরুল করিম

বেতার নাটক সর্বপ্রথম তৈরী করা হয় ১৯২২ সালের ৩ আগস্ট আমেরিকার WGY স্টুডিওতে। পরবর্তী আবির্ভাব বিবিসি'র স্টুডিওতে ১৯২২ সালের ২ সেপ্টেম্বর। ভারতবর্ষে বেতার নাটকের জন্ম ১৯২৭ সালের ১৬ ডিসেম্বর কলকাতার বেতার কেন্দ্রে। ইতিমধ্যে পৃথিবীর অধিকাংশ কেন্দ্রে নাট্যানুষ্ঠান চালু হয়েছে। বেতার নাটক বর্তমানে সুপ্রতিষ্ঠিত এবং এক বলিষ্ঠ বিনোদন অনুষ্ঠান। শুরুর দিকে বেতার নাটককে এক স্বতন্ত্র নাট্যকলা ভাবা হয়নি। অন্যান্য অনুষ্ঠানের মত নাটককেও নবআবিষ্কৃত একটি যন্ত্রের মাধ্যমে পরিবেশনযোগ্য বিনোদনের উপকরণরূপেই কল্পনা করা হয়েছিল। এই ভুল ধারণা অচিরেই ধরা পড়ে প্রযোজকদের কাছে। কিন্তু শ্রুতিনাটকের রচনা ও প্রযোজনার সঠিক রীতি-নীতি সম্পর্কে পূর্ব অভিজ্ঞতা না থাকায় ত্রুটি সংশোধনে বেশ কিছুটা সময় লেগে যায়। পরীক্ষা-নিরীক্ষার কালটা যে সুদীর্ঘ ছিল তা বলা যায় না। অথচ তারই মধ্যে সংগ্রহ ও সংরক্ষণের অভাবে সূত্রপাত পর্বের অনেক সংযোগসূত্র ছিন্ন হয়ে যায়। ফলে, আমেরিকা ও ইংল্যান্ডের মত সতর্ক ও তথ্যনিষ্ঠ জাতির পক্ষেও বেতার নাটকের জন্মদিন নির্ণয় করতে হয়েছে গবেষণার মাধ্যমে। যেমন, প্রথম প্রচারিত নাটক সম্পর্কে বিবিসি.র সংগ্রহশালা এবং ঐ নাটকে অংশগ্রহণকারী অভিনেতা হাওয়ার্ড রসো একমত নন। একই সমস্যা আমাদের বাংলা বেতার নাটক সম্পর্কে।

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বেতার কেন্দ্র বিভিন্ন বিষয়াদি নিয়ে সংবাদ, প্রতিবেদন, ফিচার, নাটক, আবৃত্তিসহ নানা রকম অনুষ্ঠান প্রচার করে। অনুষ্ঠানসমূহের মধ্যে নাটকের জনপ্রিয়তা সর্বাধিক। বেতার সহজে বৃহৎ জনগোষ্ঠীকে কাছে টানতে পারে। একটা সময় ছিল যখন বেতারে নাটক শোনার জন্য সপ্তাহের নির্দিষ্ট দিন ও সময়ে শ্রোতারা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে থাকত। ক্রমে ক্রমে নাটকের ফরম্যাট সরাসরি সম্প্রচার থেকে ধারণকৃত নাটকের ফরম্যাটে চলে আসে। বাংলাদেশ বেতার বর্তমানে ১৪টি আঞ্চলিক কেন্দ্রের মাধ্যমে অনুষ্ঠান প্রচার করে যাচ্ছে। পূর্বের ন্যায় রেডিও সেটের পাশাপাশি সমান্তরালভাবে মোবাইল সেটে অথবা Google Play Store থেকে Bangladesh Betar অ্যাপ ডাউনলোড করে বেতারের শ্রোতারা বেতার নাটক শুনছে। ফলে দেশের শহর ও বিভাগীয় শহরে গড়ে ওঠছে তরুণ নাট্যকার ও নাট্যশিল্পীবান্ধব অসংখ্য শ্রোতা। তাঁদের মতামতে নতুন আঙ্গিকে নতুন নতুন নাটক সৃষ্টি হচ্ছে। সাথে সাথে নাটক নির্মাণ ও পরিবেশনে কলাকৌশলগত প্রভূত উন্নয়ন ঘটেছে। নাটক রচনায় ও প্রযোজনায় যুক্ত হয়েছে অনেক গুণী লেখক ও নাট্যকারের নাম।

বিশ শতকের তৃতীয় দশকে ভারত উপমহাদেশে তথা ব্রিটিশ ভারতে সর্বপ্রথম বেতার কেন্দ্রের উদ্বোধন হয় মুম্বাইতে ১৯২৬ সালে। ওই বছর ইন্ডিয়ান ব্রডকাস্টিং কোম্পানি লিমিটেড নামে একটি ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান বাণিজ্যিক কার্যক্রমসহ বেতার অনুষ্ঠান সম্প্রচারের অনুমতিলাভ করে। ইন্ডিয়ান ব্রডকাস্টিং লিমিটেডের দ্বিতীয় বেতার কেন্দ্র স্থাপিত হয় কলকাতায়। তখনকার বিরাজমান পরিস্থিতিতে বাণিজ্য সফল হতে না পারায় ১৯৩০ সালের মার্চ মাসে কোম্পানিটি তাদের ব্যবসা গুটিয়ে নেয়। ১৯৩৪ এ আবার ব্যবসা চালু করে দিল্লিতে। তৎপরবর্তী ১৯৩৬ সালের ৮ জুন 'ইন্ডিয়ান ব্রডকাস্টিং লিমিটেড'কে "অল ইন্ডিয়া রেডিও" নামে নতুনভাবে নামকরণ করা হয়।

এ ধারাবাহিকতায় ঢাকার নাজিমউদ্দিন রোডে 'অল ইন্ডিয়া রেডিও, ঢাকা' প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৩৯ সালে। ওই বছর ১৬ ডিসেম্বর ঢাকা কেন্দ্রের উদ্বোধনী দিনে বুদ্ধদেব বসু রচিত ও সুদেব বসু প্রযোজিত 'কাঠঠোকরা' নামে ৪৫ মিনিটের একটি নাটক প্রচারের মাধ্যমে ঢাকা বেতারে প্রথম পূর্ণাঙ্গ বেতার নাটকের গোড়াপত্তন। ১৯৩৯-১৯৪৭ সালের মাঝামাঝি পর্যন্ত ঢাকা কেন্দ্র থেকে ১৫২টি নাটক প্রচার হয়। ১৯৪৭-১৯৭১ পর্যন্ত ঢাকা

কেন্দ্র ১১ শতাধিক নাটক প্রচার করে। স্বাধীনতার পর বাংলাদেশে এবং ১৯৯০ পর্যন্ত আরও কয়েক হাজার নাটক সম্প্রচার করা হয়। বেতারে বহু নাট্যকার কলাকুশলী পেশাদারীত্বের সাথে কাজ করেছেন এবং করছে। বেতার নাটকের শ্রোতার পরিমাণও বিপুল হারে বাড়ছে। এই জনপ্রিয়তা ধরে রাখার জন্য বাংলাদেশ বেতার ঢাকা কেন্দ্র থেকে প্রতিদিন রাত ১২টা ১৫ মিনিটে প্রচার করা হচ্ছে নিশুতি অধিবেশনে "নিশুতি নাটক"। যেখানে বেতার প্রতিষ্ঠার পরে যারা বেতারে নাট্যকার হিসেবে তালিকাভুক্ত হয়েছেন, তাঁদের লেখা নাটক এবং বর্তমানে তালিকাভুক্ত নাট্যকারের নাটক প্রচার করা হচ্ছে। এদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কাজী নজরুল ইসলাম, শরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, জীবনানন্দ দাশ, সিকান্দার আবু জাফর, গিরিশ চন্দ্র ঘোষ, আব্দুল গাফফার চৌধুরী, জহির রায়হান, শওকত ওসমান, জিয়া হায়দার, জসীমউদ্দীন, আলাউদ্দিন আল আজাদ, সেলিম আল দীন, আতিকুল হক চৌধুরী, মুনীর চৌধুরী, আসকার ইবনে শাইখ, মমতাজউদদীন আহমদ, রণেন কুশারী, আবদুল্লাহ আল মামুন, নীলিমা ইব্রাহিম, ফতেহ লোহানী, আল মনসুর, হাসনাত আবদুল হাই, আবিদ আজাদ, জিয়া আনসারী, মামুনুর রশীদ, রাবেয়া খাতুন, সেলিনা হোসেন, কাজী জাকির হাসান, কাজী মাহমুদুর রহমান প্রমুখ। বেতার নাটকের ক্ষেত্রে নাট্যকারদের মৌলিক নাটক অথবা নাট্যকারদের নাটক বেতার নাট্যরূপ প্রদান করে সম্প্রচার করা হয়। আবার অন্যদিকে বিদেশী নাট্যকারদের নাটক বাংলায় রূপান্তর করে বেতার নাট্যরূপ প্রদান করে সম্প্রচার করা হয়। বেতার নাটকের জন্য প্রয়োজন সৃজনশীলতা, উপস্থাপনাশৈলী, সংলাপনির্ভর অনুসঙ্গ এবং সমাজবাস্তবতা ও শিল্পশৈলী।

বেতার নাট্যকারদের মধ্যে মমতাজউদদীন আহমদ (১৮ জানুয়ারি ১৯৩৫-২ জুন ২০১৯) জীবনের শেষবেলা পর্যন্ত বেতার নাটক লিখেছেন এবং বেতার স্টুডিওতে এসে নাটক প্রযোজনা করেছেন। বেতার নাটকে তিনি সমাজবাস্তবতা, শিল্পশৈলী ও বিভিন্ন সময়কে তুলে ধরেছেন। তাঁর প্রায় ৩০টির মত নাটক বাংলাদেশ বেতার থেকে প্রচার করা হয়েছে। কোন কোন নাটক আবার মঞ্চে অথবা টেলিভিশনে পরবর্তীতে করা হয়েছে। কাজেই মমতাজউদদীন আহমদ ও বেতার নাটক ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ১৯৭১ এর পরপরই মমতাজউদদীন আহমদ বাংলাদেশ বেতারে নাট্যকার হিসেবে আর্বিভূত হন। নিজস্ব অবয়বে রচনা ও প্রযোজনা করেছেন প্রায় ৩০টির মতো বেতার নাটক। যে সব নাটকে রয়েছে বহুমাত্রিক বিষয়বস্তু ও শিল্পশৈলী। মমতাজউদদীন আহমদ রচিত ও প্রযোজিত বেতার নাটকগুলো বিষয়বস্তুর ভিত্তিতে শ্রেণিকরণ করে সমাজবাস্তবতা কিভাবে তুলে ধরেছেন এবং বেতার নাটককে জনপ্রিয়তা করেছেন তা তাঁর নাটক শুনলে যে কেউ স্বীকার করবেন অবলীলায়। বাংলাদেশে নাট্যচর্চা, বেতার সাহিত্য, বেতার নাটক, নাট্যকার মমতাজউদদীন আহমদ এর বেতার নাটক রচনার প্রেক্ষিত বাংলাদেশ বেতারের এক অনন্য সম্পদ। এছাড়াও মমতাজউদদীন আহমদ রচিত মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক বেতার নাটক এবং ভাষা দিবসের উপর গুরুত্ব দিয়ে রচিত বেতার নাটকগুলোর শিল্পরূপ এক নতুন মাত্রার সংযোজন। মমতাজউদদীন আহমেদ এর বেতার নাটকগুলোতে আমাদের মুক্তিযুদ্ধকে মহান হিসেবে তুলে ধরেছেন কখনো সরাসরি সংলাপে আবার কখনো রূপক অর্থে। তাছাড়া তাঁর বেতার নাটকে তুলে ধরেছেন স্বাধীনতাবিরোধী শক্তির পতন এবং দেশপ্রেমিক বীরমুক্তিযোদ্ধাদের জয়।

বাংলাদেশের নাট্যধারায় বিশেষ করে বেতার নাটকে নাট্যকার মমতাজউদদীন আহমদের ভূমিকার সামগ্রিক মূল্যায়ন নতুন প্রজন্মের জন্য এক নবঅধ্যায়। বাংলাদেশ বেতারের নাটককে শ্রোতাপ্রিয় বা জনপ্রিয় করার জন্য যে শিল্পশৈলী তিনি ব্যবহার করেছেন তা সত্যিই ব্যতিক্রম। বাংলাদেশের নাট্যসাহিত্যে বিশেষ করে বেতার নাটকে মমতাজউদদীন আহমদের অবদান অনস্বীকার্য। নাট্যকার মমতাজউদদীন আহমদের বেতার নাটক শুনলে অথবা গবেষণা করলে বর্তমান প্রজন্ম সঠিক দিক-নির্দেশনা পাবে বলে দৃঢ়বিশ্বাস।

লেখক: উপ-আঞ্চলিক পরিচালক
বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা

একটি ভ্রমণ বৃত্তান্ত

সৈয়দা তাসলিমা আক্তার

শুধু বাঙালী নয় বোধ করি তাবৎ দুনিয়ার অধিকাংশ ভ্রমণপ্রিয়াসী মানুষের কাছে ভ্রমণের ক্ষেত্রে প্রকৃতি প্রাধান্য পেয়ে থাকে। প্রকৃতির মধ্যে আবার পাহাড় আর সমুদ্র এই দুইয়ের মধ্যে কারো কারো কাছে পাহাড় প্রিয়, কারও বা সমুদ্র, আরেক শ্রেণি আছে যারা কিনা আজীবন এই ভেবে কাটিয়ে দেয় আসলে তাদের কাছে কোনটা প্রিয়। এছাড়া অন্য এক শ্রেণি আছে যাদের ঝোঁক ইতিহাস আর স্থাপত্যের দিকে আমি বাবা সেই দলের নই। তাই আর সেদিকে না যাই, আর যারা শুধু শপিং এর উদ্দেশ্যে এদিক-সেদিক, এদেশ-ওদেশ ঘুরে বেড়ায় তাদের কথা নাই বলি। ভ্রমণের ক্ষেত্রে আমি একান্তই ছা-পোষা, কম খরচে ধারে বা দূরে কোথাও যাওয়ার সুযোগ পেলেই বর্তে যাই। তাই বলে নিজের পছন্দ বা ভালো লাগার কথা বলতে তো মানা নেই, আমি বলি বেশ জোরেসোরেই বলি। সমুদ্র আমার কাছে আজীবন প্রথম প্রেম হয়েই রইল, আজ অবধি এর থেকে মুক্তি ঘটেনি। এর আগে প্রথম সমুদ্র দর্শনের অভিজ্ঞতার কথা লিখেছিলাম, সে এক জটিল অনুভূতি। এবার লিখব অন্য একজনের প্রথম সমুদ্র দর্শনের ব্যাকুলতার কথা, সাথে নিজের কথা তো রইলই।

২০০৮এর ফেব্রুয়ারিতে সেন্টমার্টিন যাওয়ার এক সুযোগ এলো, আমি বলি সুবর্ণ সুযোগ। অবশ্য এর মধ্যে বেশ কয়েকবার সমুদ্র দর্শনের সুযোগ হয়েছিল কিন্তু সেন্টমার্টিনে এই দ্বিতীয়বারের মতো যাত্রার পরিকল্পনা হলো। মূল বিষয়ে আসি আমার বোন তার দুই বন্ধু এই পরিকল্পনার প্রণেতা, আমাকে তারা তাদের দলভুক্ত করল পাশাপাশি এও জানালো আমি চাইলে আমার এক বা একাধিক বন্ধুকে দলভুক্ত করতেই পারি। ব্যস আর কি চাই, মাধুরী আর আমি প্রায়ই সমুদ্র দর্শনে বেরিয়ে পড়ার পরিকল্পনা করেও অনেকটা সাহস আর অভিজ্ঞতার অভাবে শেষমেশ পিছিয়ে আসি। এবার আর আমাদের পায় কে? ওহ্ যারা আমাকে সাম্প্রতিক চেনেন তারা অবশ্য সাহসের অভাব কথাটা শুনে ভ্রূ কুচঁকালেও কুচঁকাতে পারেন, তবে মনে করিয়ে দিচ্ছি আমি কিন্তু প্রায় বার বছর আগের কথা বলছি। সে যাই হোক আবার মূল কাহিনীতে ফিরে আসি, স্মৃতিশক্তি যদি আমার সাথে প্রতারণা না করে থাকে তাহলে নিশ্চিত আমরা ফেব্রুয়ারির আঠার তারিখ বিকেলবেলা যাত্রা শুরু করেছিলাম।

যেকোনো জায়গায় ঘুরতে যাওয়ার আগে আমার প্রস্তুতি নেহাত কম থাকে না, এমন অনেক জিনিস তখন crying needs হয়ে দাঁড়ায় যার কথা অন্য সময় মনেও পড়ে না, অবশ্য সময়ের সাথে এ বদভ্যাস থেকে অনেকটা বেড়িয়ে আসতে পেরেছি, maturity বলে কথা। তবে এ যাত্রায় আমি একদম পানিভাত হয়ে গেলাম মাধুরীর প্রস্তুতি আর উৎফুল্লতা দেখে। হবেই বা না কেন, সমুদ্র দর্শনের অভিজ্ঞতার ভান্ডার তার তখনও পর্যন্ত শূন্য, এর আগে একবার চট্টগ্রাম যাওয়ার সুযোগ বেচারীর হয়েছিল, তবে তখন সমুদ্র দর্শনতো দূর, গর্জন শোনার সৌভাগ্যও হয়নি, আর এককথায় সেন্টমার্টিন যাওয়া যা কিনা সমুদ্রের কোলে আরাম করে দোল খাচ্ছে, excitement তো থাকবেই। তবে বাড়াবাড়িটা এমন ছিল যে সর্বক্ষণই সে এই আশংকায় থাকত এই বুঝি যাওয়া বাতিল। আমি হয়তো এমনি তাকে ফোন করলাম অথবা প্রয়োজনেই করলাম তখনই তার হৃদপিণ্ডটা লাফিয়ে উঠত, বুঝি আমি এ কথা জানানোর জন্য ফোন করলাম অনিবার্য কারণবশত যাত্রা বাতিল। তখন ব্যাপারটা এমন অবস্থায় গিয়ে ঠেকল আমারই ভয় করত তাকে ফোন করতে না জানি তার হার্টের কি দশা হয়। সব ঠিকঠাক মতো এগোল আমাদের যাত্রার সময়ও নির্ধারিত ১৮ ফেব্রুয়ারি বিকেল ৩ টা। তবে অনির্বায একটা কারণ ঘটল, যা আমাদের যাত্রার

সময় তিন ঘন্টা পিছিয়ে দিল- যারা যারা আমরা সেন্টমার্টিন যাব বলে জোট হয়েছি তাদের মধ্যে কোনো একজন অফিসের কাজে একটু ফেঁসে যাওয়ায় এই তিনটা ঘন্টা জলে গেল। অগত্যা মাধুরীকে তো আমার ফোন করে এই খবরটা দিতে হলো, তা না হলে সে হয়তো বাক্স-প্যাটরা নিয়ে বেড়িয়ে পড়বে। বাধ্য হয়ে ফোন করলাম, আমি কিছু বলার আগে তার সেই ভাঙ্গা রের্কড বেজে উঠল যাওয়া ক্যানসেল তাইতো.. ..

সন্ধ্যে ছয়টা কি সাড়ে ছয়টার দিকে আমরা রওনা হলাম পাঁচ সদস্যের ছোট্টদল বাহনও ছোট টয়োটা করোলা, যেহেতু আমাদের মধ্যেই একজন চালকের দায়িত্বে ছিল তাই ছোট বাহনেও খুব একটা সমস্যা হয়নি। সমস্য হলো একেতো বৃহস্পতিবার তার সাথে লাগোয়া আবার ২১ ফেব্রুয়ারির ছুটি, তাই বোধহয় শহরের অর্ধেক জনগণ শহর ছেড়ে বেড়িয়ে পড়ল, আর হলোও তাই যা হবার ছিল; ঢাকা থেকে বের হতেই তিনটি ঘণ্টা অপচয়। মনে পড়ে রাত্রি তিনটায় আমরা চিটাগাং শহরে পৌছলাম এবং সেখানে সাময়িক যাত্রা বিরতি। না কোনো হোটেল বা মোটেলে না আক্ষরিক অর্থেই পথে অবস্থান। উদ্দেশ্য যিনি চালক তাকে কিছুটা সময় বিশ্রাম দেওয়া। আর আমাদেরই বা ঝঁক্কি কম কি, টানা নয় ঘণ্টা পথে ছোটখাট চা-পানের বিরতি ছাড়া এই ছোট গাড়িটার মধ্যে মুড়ি হয়ে থাকা কম ক্লেশের বিষয় না কিন্তু। তাই এই ফুসরতে আমরা একটু হাত-পায়ের খিল ছাড়ানোর জন্য বেরিয়ে এলাম। চট্টগ্রামের মানুষের অদ্ভুদ জীবনধারার কিছু গল্প অল্প-স্বল্প আগেই শুনেছিলাম, এই যেমন ঈদের শপিং তারা চাঁদ রাতেই করবে আর রাত ভোর করে শপিং শেষে বাড়ি ফিরবে, যেখানে অধিকাংশ বাঙালি ঈদের রান্নাবান্না কিছুটা গুছিয়ে নিয়ে চেষ্টা করে একটু আগেভাগে ঘুমিয়ে পড়তে যেন ঈদের দিনের ধকলটা ভালোভাবে সামলাতে পারে। নিশ্চয় ভাবছেন হঠাৎ চট্টগ্রামবাসীর চরিত্র বিশ্লেষণ করছি কেন, বলছি তখন রাত ৩টা অতিক্রান্ত। আমরা নির্জন রাস্তায় একটু মানুষের আনাগোনা রয়েছে এমন একটি জায়গা খুঁজছিলাম। পেয়েও গেলাম রীতিমতো বিয়ে বাড়ির সন্ধান, এখানকার বিয়ে বাড়ি আরকি, মানে কমিউনিটি সেন্টার। ভ্রু কুচঁকে ভাবছেন এ আবার এমন কি, ভাবতেই পারেন, তবে আমি অবাক হলাম এই দেখে তখন কনে বিদায় পর্ব যাচ্ছে, পরে জানালাম এটা এদিককার খুব স্বাভাবিক আচার।

৪টা বাজার কিছু পরে আমরা আবার যাত্রা করলাম। ঢাকা শহর থেকে শীতের কুয়াশা

তখন বিদায় নিয়ে বোধ করি চিটাগাং হয়ে কক্সবাজারের পথে রওনা দিয়েছে, আর পথে আমরাও তাদের সাথি হলাম অথবা তারা আমাদের। ব্যাপারটা যেদিক দিয়েই ভাবি না কেন কোনটাই সুবিধাজনক হলো না। কুয়াশার দাপটে আমাদের যে পথচলা দায় হয়ে পড়ল, চারিদিকে শুধু কুয়শার সাদা চাদর, ডান-বাম বা উত্তর-দক্ষিণ তখন সব এক। হাইওয়েতে কোনোভাবে গাড়ি সাইডে র্পাক করাও সম্ভব না, পথটা চলতেই হবে, চলছিও; অনেকটা না পুরোটাই অন্ধের মতো। এই করে কিছুদূর চলার পর ঢাকা টু কক্সবাজারগামী এক বাসের পিছু ধরলাম এবং বাকি পথটা এই করেই কক্সবাজার পৌছলাম। ঠিক কয়টায় কক্সবাজার পৌছলাম মনে নেই, হাতে সময় খুব কম, আমরা হোটেলে পৌছে চোখে-মুখে পানি দিয়ে একটু ফ্রেশ হয়ে আবার বেরিয়ে পড়লাম। আমাদের টেকনাফ থেকে সি-ট্রাক ধরতে হবে, সুতরাং সকাল ৯টায় অবশ্যই ঘাটে পৌছতে হবে।

বেশ উৎকণ্ঠা নিয়েই টেকনাফের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করেছিলাম ঠিক সময়ে পৌছতে পারব কি না, না শেষপর্যন্ত তেমন কোন বিপর্যয় ঘটেনি। হাতে কিছু সময় থাকতেই আমরা টেকনাফ পৌছে গেলাম। সি-ট্রাকের টিকেট সংগ্রহসহ যাবতীয় আনুষ্ঠনিকতা শেষ করে একটু ফুসরত মিলল, সময়টা আমরা কাজে লাগালাম ভুড়িভোজনে অর্থাৎ নাস্তাটা সেরে নিলাম। সাড়ে নয়টার দিকে আমরা সি-ট্রাকে উঠে পড়লাম। কেন এটার নাম সি-ট্রাক এই প্রশ্নটা তখন থেকেই আমাকে খোঁচাচ্ছে, কোন সন্তোষজনক জবাবও খুঁজে পেলাম না। আসলে নামটা শুনে হয়তো অবচেতন মন ভিন্নধর্মী কোন বাহনের কথা ভেবেছিল, আদতে এটি একটি ছোটখাট সামুদ্রিক জাহাজ। যাই হোক, দোতলার খোলা ডেকে আমরা অবস্থান নিলাম, সি-ট্রাক চলতে শুরু করা মাত্রই যেন ফেনিল সমুদ্র আমাদের তার গর্জন দিয়ে স্বাগত জানাল। যদিও তখনও পর্যন্ত আমরা নাফ নদী অতিক্রম করছিলাম।

টেকনাফ থেকে সেন্টমার্টিন যেতে সময় লাগে প্রায় ঘণ্টা দুই। মায়ানমার সীমান্ত ঘেঁষে জাহাজ এগিয়ে চলছে, জাহাজের স্পিকারে বেজে চলছে পথের বর্ণনা ও সেন্টমার্টিন দ্বীপের ইতিহাসের আদ্যপান্ত। তবে খুব কম যাত্রীরই সেদিকে মনোযোগ রয়েছে, অধিকাংশ যাত্রী জাহাজের রেলিং ধরে সমুদ্র আর সিগালের খেলা দেখতেই ব্যস্ত, আর এই ব্যস্ততায় দু'ঘণ্টা যেন নিমিষেই ফুরিয়ে গেল। জাহাজ থেকে নেমে হোটেলে পৌছতে পৌছতে বেলা প্রায় বারটা। এটাকে ঠিক হোটেল বলা যায় কিনা, আমার মনে হলো তিন কামরার একটি টিনের ঘর সামনে টানা বারান্দা, জানলাম এগুলোকে রিসোর্ট বলে, চুপি চুপি বলে রাখি এর আগে আমার রিসোর্ট সম্পর্কে কোন ধারণাই ছিল না। সে যে নামেই ডাকা হোক না কেন থাকার জায়গাটি আমার বেশ পছন্দ হয়েছে, পছন্দের আরেকটা কারণ ছিল অবশ্য- এর পাশেই ছিল সমুদ্র বিলাস, কি নামটা চেনা-চেনা লাগে। ঠিক তাই হুমায়ূন আহমেদের সমুদ্র বিলাস। খাওয়ার আয়োজনও রিসোর্টে ছিল, তাই সকলে ফ্রেশ হয়ে চট্জলদি খেতে বসে গেলাম। কেউ কেউ বিকেলে বিশ্রামের আয়োজন করলেও আমি আর মাধুরী সমুদ্র দর্শনে বেড়িয়ে পরলাম। আর বাকি দুটো দিন আমাদের সকল কর্মযজ্ঞ এই সমুদ্রকে ঘিরেই ছিলো, পরিচয় ঘটেছিল কিছু চেনা, কিছু অচেনা চরিত্রের সঙ্গে, খুঁজে ফিরেছি প্রকৃতির গভীর সৌন্দর্য। সুনীল আকাশ আর কিছুটা সবুজাভ সমুদ্র আমাদের সময়ের হিসেব গুলিয়ে দেয়। কিন্তু আজ আর সে গল্পে যাব না, অন্য কোন দিন অন্য কোন আয়োজনের জন্য তোলা থাক সে গল্প।

লেখক: উপ-আঞ্চলিক পরিচালক, বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা

বেতার সংবাদের সদর-অন্দর

মো: সিরাজুল ইসলাম

তথ্য বিনোদন সব সময়ই মানুষকে আকৃষ্ট করে। আপডেট করে। খবর হলো নতুন, গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা, মানুষ যাতে আগ্রহবোধ করে, যা বেতার টিভি, সংবাদপত্রে বা অন্যান্য মিডিয়ায় স্থান পায়। আবার অনেকে চারদিকে যা ঘটছে তাই নিয়ে সংবাদ, অর্থাৎ North East West South থেকে NEWS এসেছে বলে মনে করেন। পাঠক শ্রোতার স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট, সাম্প্রতিককালে সংঘটিত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাই হলো খবর। বেতার সংবাদকে বস্তুনিষ্ঠ, সময়োচিত, সহজবোধ্য, তথ্যবহুল, নির্ভুল, পক্ষপাতহীন, শ্রুতিমধুর হতে হয়।

বেতার সংবাদে রাজনীতি, উন্নয়ন, সভা-সমিতি, সেমিনার, কর্মশালা, বিজ্ঞান, শিল্প-সংস্কৃতি, দুর্ঘটনা, মৃত্যু, কৃষি, খেলাধুলা, আবহাওয়ার খবর থাকে। বেতার সংবাদে খবরের গুরুত্বপূর্ণ বা চুম্বক অংশ শোনানো হয় সূচনাতেই। এতে খবর সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা পাওয়া যায়, শ্রোতার আগ্রহ সৃষ্টি হয়। পরে শোনানো হয় বিস্তারিত।

বেতার সংবাদ তৈরি হয় দেশ-বিদেশের বিভিন্ন সংবাদ সংস্থা, বিশেষত বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা, পিআইডি, ইউএনবি, রয়টার, এএফপি, এপি, রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের প্রেস উইং এর বেতার প্রতিনিধি, মহানগর জেলা-উপজেলায় নিয়োজিত বেতার সংবাদ প্রতিনিধি, মনিটরিং পরিদপ্তর, ইন্টারনেট বা অনলাইন সংবাদ, প্রাইভেট টিভি চ্যানেল, দেশের বিভিন্ন সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সংবাদ বিজ্ঞপ্তি এবং আরো বিভিন্ন সূত্র থেকে পাঠানো বার্তা জড়ো করেই। ফোনে, ই-মেইলেও সংবাদ সংগ্রহ করা হয়। সংগৃহিত সংবাদ কম্পোজ-রাইটিং, এডিটিং করা হয়। পাঠের সাথে অডিও রিপোর্ট সংযোজন করা হয়। সময় নির্ধারণী বীপ, খবর সূচনার টিউন, শিরোনামগুলোর মধ্যবর্তী চেঞ্জওভার মিউজিক জুড়ে দেওয়া হয়। জাতীয় সংবাদে দেশীয় এবং বৈশ্বিক খবর স্থান পায়। স্থানীয় সংবাদ মূলত: সরকারের স্থানীয় উন্নয়নের প্রচারমুখী বার্তা দেয়।

সংবাদ প্রচারকারী বেতার কেন্দ্রে সংবাদ পাঠকদের নামের তালিকা অনুযায়ী রোস্টার করা হয় মাসভিত্তিতে। একজন পাঠক সকাল, দুপুর, রাত কোন্ সময়ে কোন্ কোন্ তারিখে খবর পড়বেন, তা নির্ধারণ করে জানানো হয়। সে অনুযায়ী পাঠকরা আগেই হাজিরার বিষয়ে নিশ্চিত করেন। এক ঘন্টা আগে পাঠক সংবাদ কক্ষে হাজির হন। সংবাদের স্ক্রিপ্ট নিয়ে খবর পড়ার রিহার্সাল করেন।

এক সময় সংবাদ হাতে লেখা হতো। অনেকাংশে হাতের লেখা হতো খুবই দুর্বোধ্য। এখন পুরো সংবাদই বড় ফন্টের টাইপে ছাপা হয়। টাইপ করা সংবাদের শীট মোটা বোর্ডে যুক্ত করে পড়া হয়। সংবাদের গুরুত্ব অনুযায়ী রানিং অর্ডার তৈরি করা বা পর্যায়ক্রমে সাজানো হয়, কোন্ খবরটা শুরুতে থাকবে, তারপরে কোন্টা।

বেতারে খবর পাঠকরা বিচিত্র শ্রেণি, পেশা আর অবস্থানের মানুষ। এখানে সবাই মিলে একটা টীম। তবে শিক্ষক বেশি। বিচিত্র সার্ভিসের মানুষদের নিয়ে বেতারে সংবাদ পাঠকগোষ্ঠী। যেখানে নিজেকে হারিয়ে বেতার প্রাঙ্গনে এক ভিন্নতর মিলন মেলায় সবাই পাঠক। বাংলা সংবাদ পাঠক, ইংরেজি সংবাদ পাঠকতালিকা ভিন্ন। প্রত্যেকটা বেতার কেন্দ্রের পাঠক তালিকা নিজস্ব। বিশেষজ্ঞ প্যানেলের সামনে সংবাদ পাঠে, কণ্ঠস্বর পরীক্ষা দিয়ে সংবাদ পাঠকদের তালিকাভুক্ত হতে হয়। খবর পড়ার অভিজ্ঞতা আর মান অনুযায়ী তাঁরা ক,খ,গ গ্রেডভুক্ত হন। সংবাদ পাঠকরা অস্থায়ী তালিকাভুক্ত, বেতনভুক্ত কর্মী নন। প্রতিটি সংবাদ পাঠের জন্য তাঁরা গ্রেড অনুযায়ী নির্ধারিত সম্মানী পান।

খবরও চিত্তবিনোদনের মাধ্যম। একইভাবে সংবাদ পাঠও একটি শিল্প। শ্রোতার কাছে সংবাদ পৌঁছানোর জন্য সংবাদ পাঠককে পঠিত সংবাদ আকর্ষণীয় গ্রহণযোগ্য ও হৃদয়গ্রাহী করে তুলতে হয়। আজকের দিনে সংবাদ পাঠক নিউজ প্রেজেন্টারও। এজন্য দরকার হয় শ্রুতিমধুর কণ্ঠস্বর, শুদ্ধ, সুস্পষ্ট, প্রমিত উচ্চারণ, সুন্দর বাচনভঙ্গি, পঠনে সাবলীলতার মত গুণাবলী, সেই সাথে প্রশিক্ষণ, অনুকূল পরিবেশ আর নিয়মিত অনুশীলন। ভাবাবেগ ছেড়ে শুরু করা, যথাযথ স্থানে থামা বা নির্দিষ্ট বিরতি দেয়া। শ্বাস নিয়ন্ত্রণ, স্বরের মাত্রার উঠানামাকে নিয়ন্ত্রণে রাখা। পাঠকের সামনেই শ্রোতা বসে আছেন, প্রতিটি কথা মনোযোগ দিয়ে শুনছেন, এমনটা মনে করে পড়া। এ শুধু পাঠ করা নয়, বেতার তরঙ্গে, কণ্ঠের যাদুতে শ্রোতাকে কাছে টানা, যেখানে শব্দ-ধ্বনি নিয়ে কণ্ঠই শুধু খেলা করে। পঠনকলা দিয়ে শ্রোতাকে আকৃষ্ট করা। যেখানে না দেখেও শ্রোতা পাঠককে আলাদা করে চিনতে পারে। শিল্পীমন, শিল্পীসত্ত্বা দিয়ে সংবাদ পাঠের শিল্পিত রূপকে ফুটিয়ে তোলা যায়, মাধুর্যমন্ডিত করে তোলা যায়। নিরন্তর চেষ্টায় উৎকর্ষ সাধন করা যায়। পাঠক হিসেবে দরকার সমকালীন ঘটনাবলী সম্পর্কে খেয়াল রাখা, নিয়মিত সংবাদ শোনা, নিজস্ব একটি স্টাইল গড়ে তোলা। একই সাথে বেতার সংবাদের বাক্যগঠন, শব্দবিন্যাস, ভাষা ও শব্দ চয়ন সাবলীল হতে হয়।

একটি সংবাদ পরিবেশনা, সংবাদ সংশ্লিষ্ট সবার দক্ষতার উপর নির্ভর করে। কেননা বেতার সংবাদ পরিবেশনা একটি টীম ওয়ার্ক। বার্তা কক্ষে বার্তানিয়ন্ত্রক, সম্পাদক, অনুলেখক-অনুবাদক, আর বার্তা কক্ষের বাইরের সংবাদদাতা, স্টুডিও প্রকৌশলীর তত্ত্বাবধান, পাঠকের সার্বিক পরিশ্রমের ফসলই হলো ৫/১০ মিনিটের বেতার সংবাদ। সংবাদ পরিবেশনায় যে কোন ভুলের জন্য, সাফল্য-ব্যর্থতার জন্য সকল দায়দায়িত্ব অবশ্য পাঠককেই নিতে হয়। কেননা অন এয়ারে পাঠকের কণ্ঠই পৌঁছায়।

একজন গুণি সংবাদ পাঠকের মাধ্যমে বেতারই বিশ্বাসযোগ্য ও আস্থার সাথে বিশ্বের কোটি কোটি শ্রোতার মাঝে সহজে খবরাখবর পৌঁছে দিতে পারে। সংবাদপত্রবিহীন নিরক্ষর লোক, ইন্টারনেটের বাইরের লোকের জন্য বেতারই ভরসা। ভার্চুয়াল মাধ্যমের অগুনতি তথ্য-উপাত্ত, প্রচার আর অপপ্রচারের মাঝে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মানুষ এবং সংবাদ মাধ্যম বেতার সংবাদেই নির্ভার থাকে।

খবর পড়তে মাইক্রোফোনের সামনে বসা সব সময়ের জন্যই চ্যালেঞ্জ স্বরূপ। দৈনন্দিন পেশাগত ব্যস্ততা, ব্যক্তিগত সুবিধা অসুবিধার পাশাপাশি, পথের বিড়ম্বনা এড়িয়ে ঠিকঠাকমত স্টুডিওতে হাজির হবার টেনশন তো থাকেই। খেলাধুলা আবহাওয়ার সংবাদে তাৎক্ষণিক পরিবর্তনটাও বিড়ম্বনার বিষয়। বার্তাকক্ষে সংবাদ একভাবে লেখা হয়েছে, একবার চোখ বুলিয়ে নিয়েছেন হয়তো

পাঠক, স্টুডিওতে ঢোকার মুহূর্তে তথ্য পরিবর্তন হয়ে গেল। খেলায় জয়পরাজয় নির্ধারিত হয়ে গেছে। কিংবা আরো কঠিন পরিস্থিতি। একটা খবর পড়া প্রায় শেষ পর্যায়ে-পরেরটাই আবহাওয়ার খবর। এসময় বার্তা নিয়ন্ত্রক স্বয়ং হয়তো দৌড়ে এসে হাতে থাকা পাণ্ডুলিপিটা সরিয়ে নিয়ে নতুন একটা পাণ্ডুলিপি দিলেন, কারণ ইতোমধ্যে আবহাওয়ার সতর্ক সংকেত বদলে গেছে-এরকমটাও ঘটে।

বেতার সংবাদ পাঠক বেতার বুলেটিনের প্রাণ। পাঠক সবশেষ এডিটর। সবার চেষ্টা সত্ত্বেও শ্রোতার মন ক্ষুন্ন করে দিতে পারে পাঠকের কণ্ঠের উচ্চারণে, পড়ার ভুলে। আবার অনুবাদে, কম্পোজে, বানানে তথ্যে যে কোন ভুল থাকলে পাঠকই শেষ মুহূর্তে শুদ্ধ করে পড়ে দেন। একটা টিমের সবার মুখ রক্ষা করেন। এভাবে জনপ্রিয় পাঠক, শ্রোতাকে বাঁধতে পারেন অদৃশ্য সূতার বাঁধনে। শ্রোতাদের ভালোবাসায় পাঠক-শিল্পী বাঁচে আত্মমর্যাদায়।

সতর্ক পাঠকরা ঝরঝরে প্রশান্ত শরীর-মনে পড়ায় অংশ নেন, শারীরিক অসুস্থতা কিংবা মানসিক বিপর্যয়ে বিরত থাকেন। মানসম্মত খবর পড়া রেকর্ড করে শোনেন। স্ক্রিপ্ট হাতে পেয়ে কয়েকবার পড়েন, কঠিন শব্দগুলো আয়ত্ত্বে আনেন, মাইক্রোফোনের যথাযথ ব্যবহার করেন, নিউজরুমের সবার সাথে সুসম্পর্ক রাখেন। স্টুডিওতে অপ্রত্যাশিত কোন পরিস্থিতির উদ্ভব হলে বুদ্ধিদীপ্তভাবে সামলে নিতে পারেন। পাঠকরা খবর পড়েন নিতান্তই শখের বশে। ব্যক্তিগত ভালো লাগা থেকে, মিডিয়ার সাথে যুক্ত থাকেন। প্রশিক্ষণ ছাড়াই পাঠকরা ব্যক্তিগত চর্চা আর মনোযোগ দিয়ে নিজেকে পরিশীলিত করে তোলেন।

প্রসঙ্গত বলি, বাংলাদেশের ঊষালগ্নে কাফি খান, সরকার কবিরউদ্দিন,আশফাকুর রহমান খান, নাজমা চৌধুরী, রোকেয়া হায়দার, এম তাজুল ইসলাম, আসমা আহমেদ মাসুদ এক সময়ের ঢাকা বেতার থেকে বেড়ে ওঠা সংবাদ পাঠক তারকা। তাঁদের দারুণ ভরাট কণ্ঠ আর স্টাইলিশ খবর পড়ার জন্য তাঁরা ছিলেন তখনকার দিনের মিডিয়া স্টার। ভয়েস অব আমেরিকার বাংলা বিভাগের প্রধান রোকেয়া হায়দার এবং এক সময়ের সংবাদ পাঠক, নাট্যব্যক্তিত্ব রামেন্দু মজুমদার, দুজনেরই মিডিয়াতে আসা চট্টগ্রাম বেতারে স্থানীয় সংবাদ পড়ে।

এখন ভয়েস অব আমেরিকায় কর্মরত সরকার কবির উদ্দিন, লুপ্ত সাপ্তাহিক বিচিত্রা পত্রিকায় সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন,'খবর পড়তে, মাইক্রোফোনের সামনে বসে মনে হয় আমিই সম্রাট।' এমনটাই ছিল বাংলাদেশ বেতারের এক সময়ের আবহ। রোকেয়া হায়দার এর ভাষ্য হলো: 'আমি বাংলাদেশ বেতার থেকে গড়ে উঠেছি।' রেডিওতে খবর পড়ার অভিজ্ঞতা দিয়ে, নিজেকে গড়ে নিয়ে অনেকে টিভিতে হয়েছেন সেরা ব্রডকাস্টার। বাংলাদেশ বেতারের সংবাদ প্রসঙ্গে এক শ্রোতার চিঠির জবাবে ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২০, বিবিসি বাংলার প্রধান সাবির মুস্তাফা বলেছেন,'(বাংলাদেশ) বেতারের সকলের সংবাদ মার্জিত ভাষায়, সুন্দর কণ্ঠে প্রচারিত হয়।'

প্রাচীনতম জাতীয় গণমাধ্যম হিসেবে বেতার একমাত্র ইলেক্ট্রনিক প্রচারমাধ্যম যা গোটা দেশের ভৌগোলিক এলাকার শতভাগ জনগোষ্ঠীকে কাভারেজ দেয়। এর প্রচার ব্যাসার্ধ চার হাজার কিলোমিটার। এফএম এর কল্যাণে বেতার নতুন শ্রোতা গোষ্ঠী খুঁজে পেয়েছে। সেই সাথে দায়বোধও বেড়েছে। বন্যা ঘূর্ণিঝড় প্রাকৃতিক দুর্যোগে বন্ধুর মত পাশে থাকে বেতার সংবাদ। বিশেষ বুলেটিন দেয়, প্রতি ঘন্টায় আবহাওয়ার সর্বশেষ আপডেট দেয়। ঝড়ের কবলে মাঝ নদীতে, সাগরে মাছ ধরতে, গহীন অরণ্যে সবখানে। টেলিভিশন, টেলিফোন, মোবাইল যেখানে থেমে গেছে, বেতার সংবাদ সেখানে সতর্ক বার্তা পৌঁছে দেবে নির্ঘুম রাত জেগে।

পৃথিবীর অন্যতম দুর্যোগপ্রবণ দেশ বাংলাদেশ। গ্লোবাল ক্লাইমেট রিস্ক ইনডেক্স অনুযায়ী জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে শীর্ষ ক্ষতিগ্রস্ত দেশ এটি। বন্যা, ঘূর্ণিঝড়-জলোচ্ছ্বাস, টর্নেডো, কালবৈশাখী, নদীভাঙ্গন, পাহাড়ী ঢল, অগ্নিকান্ড, খরা, মাত্রাতিরিক্ত লবণাক্ততা, শৈত্যপ্রবাহ, এজাতীয় প্রাকৃতিক দুর্যোগের সাথে এদেশের মানুষের নিত্য বসবাস। সমস্ত প্রাকৃতিক দুর্যোগে বাংলাদেশ বেতারের বার্তা বিভাগ নিরবচ্ছিন্নভাবে মানুষের পাশে আছে। ১৯৭০ সাল থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত তথ্য-পরিসংখ্যান বলে, সতর্কীকরণের মাধ্যমে দুর্যোগের ক্ষতি অনেক কমিয়ে আনতে বেতার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। মুক্তিযুদ্ধের রণাঙ্গণে, বিভিন্ন জনপদে, বেতার সংবাদই ছিল নিরাপদ মাধ্যম। দ্বিতীয় ফ্রন্ট।

১৪টি আঞ্চলিক কেন্দ্রসহ বাংলাদেশ বেতারে রয়েছে রাতদিন ৭২টি বুলেটিন। ঢাকা কেন্দ্র ২৬টি সংবাদ বুলেটিন প্রচার করে, সকাল ৭টা থেকে রাত ১২টা ১০মিনিট পর্যন্ত। ২টি সংবাদ পর্যালোচনা। ২০ মিনিট স্থিতির সকাল ৭টা ও রাত সাড়ে আটটার প্রাইম টাইম বুলেটিন ২৩টি বেসরকারি বেতার ও ১৮টি কমিউনিটি রেডিও থেকেও রিলে করা হয়। ভয়েসওভার, স্পট রিপোর্টিং, সাক্ষাৎকার, সাউন্ড ইফেক্ট, বিজ্ঞাপন বিরতি সংযোজন করায় বেতার সংবাদ আকর্ষণীয়, যুগোপযোগী, নির্ভরযোগ্য হয়ে উঠেছে। লাইভ রিপোর্টিং এর জন্য কাস্টমাইজড সফটওয়ার ব্যবহার করে দূরবর্তী স্থান থেকে আইফোন, অডিও কোডেক, হাইব্রিড টেলিফোন ব্যবহার করে ইন্টারনেট অথবা থ্রিজি প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে সরাসরি নিউজ রিপোর্টিং বেতার সংবাদকে আরো প্রাণবন্ত করে তুলবে। মোবাইল এ্যাপসের মাধ্যমে লাইভ স্ট্রিমিং করায় বাংলাদেশ বেতারের খবর ও অনুষ্ঠান সমূহ বিশ্বের যে কোন প্রান্ত হতে মোবাইল এ্যাপসের মাধ্যমেও শোনা যায়।

বেতার সংবাদ বিপুল জনগোষ্ঠীকে বস্তুনিষ্ঠ তথ্য দিয়ে সচেতন করে, বহুমাত্রিক উন্নয়নের বার্তা জনগণের কাছে তুলে ধরে। বৈচিত্রে ভরপুর গণমানুষের কণ্ঠস্বর ধারণ করে দেশগঠন ও উন্নয়নকে এগিয়ে দেয়। সরকার আর জনগণকে এক সূতার বাঁধনে গেঁথে সেতুবন্ধ রচনা করে। সুবিধাজনক দিক হলো গাড়িতে বসে, ঘরে-বাইরে রেডিওর খবর শুনতে শুনতে সব কাজ করা যায়। একসময় তথ্য পেতে ১৫ টাকার লাইসেন্স নিয়ে রেডিও কিনে খবর শুনতে হতো। এখন মুক্ত বিশ্বে উল্টো তথ্য অধিকার আইনও হয়েছে। বাংলাদেশ বেতার বিবিসি, সিআরআই, এনএইচকে জাপানের সাথে বেতার সম্প্রচারে সহযোগিতামূলকভাবে কাজ করে। বাংলাদেশ বেতার ইংরেজি, নেপালি, হিন্দি, আরবি ভাষায় প্রচারিত অনুষ্ঠানেও সংবাদ পরিবেশন করে।

ঘূর্ণি দুর্যোগ নির্বাচনে বেতার সংবাদ বিরতিহীন ব্যস্ততম সম্প্রচার করে। বাংলাদেশ বেতারের খবর অন্যান্য মিডিয়া অনুসরণ করে। ৮১ বছর পার করে আসা এ বেতারের সংবাদ আজ এক সমৃদ্ধ ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার। এদেশের স্কুল কলেজের, উঠতি বয়সের অনেক ছেলে-মেয়ে রেডিও এবং টিভির সংবাদ পাঠকদের উচ্চারণ, পঠনভঙ্গি অনুকরণ, অনুসরণ করার চেষ্টা করে। বেতার সংবাদ তাদের অডিও শিক্ষক। রেডিও এখন শুধু শ্রবণযন্ত্র নয়, রেডিও ভার্চুয়াল মাধ্যমসহ যোগাযোগের প্রভাবশালী প্লাটফর্ম। আর বার্তা বিভাগের কর্মতৎপরতার উপর বেতারের সামগ্রিক পরিচয় ফুটে ওঠে। কেননা জনজীবনের প্রতিটি অনুষঙ্গে সহজলভ্য বেতার সংবাদ থাকে হাতের কাছে পরম বন্ধুর মতো।

লেখক: সহযোগী অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ,
সরকারী বিএল কলেজ, খুলনা

তরু পল্লব

শিশু কিশোর পাতা

ছবি : তাহিরা খান
৫ম শ্রেণি, সহজপাঠ উচ্চ বিদ্যালয়

রাসেল সোনা ভাইটি আমার

জাহানারা নাসরিন

উড়তো সুখে পাখির মতো
ফুলের মতো হাসতো,
রংতুলিতে স্বপ্ন এঁকে
খুশির দেশে ভাসতো।
বাবার চোখের চশমাটা তার
লাগতো ভালো কী যে,
সুযোগ পেলেই খুলে নিয়ে
থাকতো পরে নিজে।

দু'চোখ ভরা স্বপ্ন ছিল
মুখে কথার খই যে,
পড়ার সময় বসে আবার
পড়তো ঠিকই বই সে।
হঠাৎ করে একটি কালো
রাত্রি এলো নেমে,
ঘাতকরা তার কাড়ল জীবন
স্বপ্ন গেল থেমে।

সেই ছেলেটি বড় হলে
দেশ কাঁপাতো ঠিকই
তাইতো ঘাতক মারল তাকে
ভাবল না আর দিকই।
রাসেল সোনা ভাইটি আমার
সন্ধ্যে সকাল সাঁঝে,
গল্প-ছড়ায় থাকবি সদা
লাল সবুজের মাঝে।

আমার অহংকার

হামিদা পারভীন

বাংলা আমার দীপ্ত অহংকার
দেশকে স্বাধীন করতে জাতি
করলো অঙ্গিকার
জীবনবাজি যুদ্ধ হলো
পুরো নয়টি মাস
অবশেষে বীর ছেলেরা
শত্রু করলো নাশ।
বাংলা আমার প্রাণের ভূমি
আমার অহংকার-
জীবন দিয়ে বীর বাঙালি
রাখলো অঙ্গিকার।

ইসকুলে চাই যেতে

আলমগীর কবির

ইসকুলে মা নিত্য ছিল
খুশির লুটোপুটি,

ইসকুলে রোজ চায় যেতে মন
শেষ হলে মা ছুটি ।

ছুটি মানে আনন্দ আর
ছুটি মানে খুশি,

কিন্তু মা এ কেমন ছুটি
রাগ করে বোন তুশি।

ভাই আর বোন দুজন মিলে
ইসকুলে চাই যেতে ,

স্বপ্ন মাখা রঙিন ভুবন
চাই হৃদয়ে পেতে।

যে বন্দিত্ব শাপেবর

তাসফিয়া তাবাসসুম তৈষী

২০১৮ সালে এসএসসি পরীক্ষার পর যখন নতুন পরিচয় হওয়া কেউ জিজ্ঞেস করত যে কোন ক্লাসে পড়ি তখন বেশ দোটানায় পড়ে যেতাম। না বলা যায় ক্লাস টেন, না বলা যায় কলেজ। বড়ই মুশকিল! তাই মজা করে বলতাম- আপাতত বেওয়ারিশ। গত অক্টোবরে এইচএসসি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত না হওয়ার ঘোষণা আসার আগে পর্যন্ত একজন এইচএসসি পরীক্ষার্থী হিসেবে তখনও অবস্থা আমার এমনই ছিল। আর মার্চে পরীক্ষা স্থগিতের ঘোষণা আসার আগের দিন পর্যন্তও দুশ্চিন্তা করছিলাম যে না জানি কি পরীক্ষা দিব, কত না কঠিন প্রশ্ন আসবে। আর সেই পরীক্ষা যখন স্থগিত হয়ে ঝুলন্ত অবস্থায় ছিল, তখন তাকেই পুরনো বন্ধুর মত মিস করছিলাম! এজন্যই বোধহয় বলে- মানুষ দাঁত থাকতে দাঁতের মর্যাদা বোঝে না।

কোয়ারেন্টিনে থমকে যাওয়া অনুভূতি হলেও পুরো সময়টা যে অলস কেটেছে তাও না। বরঞ্চ অন্য সময়ের চেয়ে বেশ ইতিবাচক এবং প্রোডাক্টিভই কেটেছে আমার সময়টা। পরীক্ষার দোহাই দিয়ে বা অন্যান্য নানা ব্যস্ততায় যেসব কাজ এতদিন না করে জমিয়ে রেখেছিলাম তার কিছু কিছু করেছি কোয়ারেন্টিনে। আর করতে গিয়ে সম্মুখীন হয়েছি বেশকিছু নতুন অভিজ্ঞতা-উপলব্ধির। যেমন, প্রথম কিছুদিন নিজের ঘর গোছানোর কিছু কাজ একটু একটু করে করেছি। বইয়ের সেলফ গোছাতে গিয়ে বেশ কয়েকটা না পড়া বই বের হল। একটা ইংরেজি, একটা বাংলা এভাবে করে একটা তালিকা করে ফেললাম সেগুলো পড়ার জন্য। বই পড়ে তা থেকে অর্জিত উপলব্ধিগুলো লিখে রাখব রাখব করেও কখনো করা হয়নি, যা কিনা তখন থেকে শুরু করলাম। পড়ালেখার পাশাপাশি আমি রবীন্দ্রসঙ্গীত শিখছি। তাই কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে নিয়ে কিছু তথ্য মাঝে মাঝে প্রয়োজন হয়। এই ফাঁকা সময়ে সেই বিষয়ে কিছু পড়াশোনা এগিয়ে রাখার চেষ্টা করেছি সম্পূর্ণ রবীন্দ্র-রচনাবলী পড়ার লক্ষ্য নিয়ে। এখনো চালিয়ে যাচ্ছি সেই উদ্যোগ।

দ্বিতীয় দিন কেবিনেটের তাকের আঁকাআঁকি আর ক্রাফটিং এর জিনিসগুলো গোছানোর সময় পুরনো অনেকগুলো পেইন্টিং দেখে নিজেই নিজের সমালোচনা করলাম। কিছু হাবিজাবি পুরনো লেখালেখি পড়ে একাই হাসলাম। নিজের করা পুরনো ভুলগুলো শুধরে নেয়ার সুযোগ হয়ে এসেছিল সময়টা। স্কুলজীবনে বন্ধুদের কাছ থেকে জন্মদিন, বন্ধু দিবসে পাওয়া বেশকিছু হাতে বানানো উপহার, কার্ড বের হল। এই ক্ষুদ্র জীবনে কাটানো সবচেয়ে সুন্দর সময়গুলোর কথা মনে পড়ে গেলো সেগুলো দেখে। এই উপহারগুলোর আর্থিক মূল্য হয়তো তেমন কিছু না কিন্তু এগুলোই আমার জীবনে পাওয়া সবচেয়ে মূল্যবান উপহার। কেননা এমন অনেকের উপহার খুঁজে পেয়েছিলাম যাদের সাথে ৭-৮ বছর ধরে হয়তো যোগাযোগই নেই, কারও কথা ভুলেও গিয়েছিলাম। কিন্তু এই উপহারগুলোর মাধ্যমে তারা আবার আমার স্মৃতিতে ধরা দিয়েছে। এই উপহারগুলো সেজন্যই পৃথিবীর সবকিছুর থেকে বেশি দামী।

এ তো গেল কেবল ঘর গোছানোর অধ্যায়। পরের কিছুদিন রান্নাঘরকে বানিয়ে ফেলেছিলাম আমার গবেষণার ল্যাবরেটরি। ভবিষ্যতে একসময় শেফ ট্রেনিং নেয়ার পরিকল্পনার হাতেখড়ি কিছুটা এগিয়ে রেখেছিলাম এইসময়ই। একেকদিন একেক নাস্তা বানাতে বানাতে অনেক কিছু বানানো শেখা হয়ে গিয়েছে। অঘটনও যে কিছু ঘটাইনি তা না। প্রথমদিন পিজ্জা বানাতে গিয়ে ডো হয়েছিল রাবারের মত। তবে ভাল অভিজ্ঞতাও আছে। এক প্রতিবেশী ছোটবোনের জন্মদিনের কেক বানানোর সময় হয়ে গেছে কেক ডেকোরেশন শেখার শুরুটা। তবে এতো ঘটন-অঘটনের পরও সবচেয়ে বড় সাফল্য হল মা এখন প্রায়ই বিকেলের নাস্তা তৈরির দায়িত্বটা আমার উপর ছেড়ে দেয়ার ভরসাটা করতে পারেন। আর হ্যাঁ, এবার মা'র জন্মদিনের কেক কিন্তু কিনে আনতে হয়নি, নিজেই বানিয়ে ফেলতে পেরেছিলাম।

সবচেয়ে বড় যে উপলব্ধিটা এসেছে সেটা ঘরের কাজ করতে গিয়ে। আমাদের ঘরের কাজে সাহায্যকারীকে সতর্কতার কথা চিন্তা করে সাময়িক ছুটি দেয়া হয়েছিল। প্রতিদিন উনার করে দেওয়া কাজের পেছনে শ্রম কতটা সেটা আগের চেয়ে ভালো বুঝেছি এইসময়ে। আমরা যদি শুধু শখ করে খাওয়ার জন্যও এক কাপ চা বানিয়ে দিতে বলি তখন মনে হয়- এ আর এমন কি! কিন্তু নিজে করার সময় বোঝা যায় যে চা বানানো থেকে শুরু করে ব্যবহৃত পাত্রগুলো ধুয়ে রাখা পর্যন্ত সব কাজগুলো উনাদের করতে হয়। তখন আর এই আপাতদৃষ্টিতে সামান্য মনে হওয়া কাজগুলো সামান্য মনে হবে না।

এর বাইরে আরও যা করেছি- বেশকিছু অনলাইন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছি। আগে যেকোন আর্ট, ফটোগ্রাফি প্রতিযোগিতার প্রদর্শনীগুলো হত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ক্যাম্পাসে। ক্লাস, কোচিং এর ফাঁকে সেগুলোতে সশরীরে উপস্থিত হওয়ার সুযোগ হত না। এইসময়ে প্রদর্শনীগুলোও অনলাইনে হওয়ায় সেগুলো দেখার সুযোগ পেয়েছি। অন্যান্য প্রতিযোগিদের অসাধারণ প্রতিভাগুলো দেখে নিজের দুর্বলতা বের করে নতুন কিছু শিখেছি।

সবশেষে কোয়ারেন্টিনের সবচেয়ে বড় অর্জনের গল্পটা বলি। কোয়ারেন্টিনে আমার একমাত্র মামা এবং সবচেয়ে ছোট খালাতো ভাই রেয়ানের সাহায্যে শিখেছি সাইকেল চালানো। প্রচন্ড আগ্রহের একটা স্কিল হলেও নানা কারণে এতোদিন শেখা হয়ে ওঠেনি। শেষপর্যন্ত কোয়ারেন্টিনের মত একটা স্থবির সময়ে এমন গতিশীল একটা স্কিল শিখতে পেরেছি বলে এটা আমার সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি। আর সেজন্য মামা আর রেয়ানকে ধন্যবাদ। আর এই স্থবির সময়ে সাইকেল চালাতে গিয়ে বুঝতে পেরেছি আলবার্ট আইনস্টাইনের বলা বিখ্যাত উক্তির মর্ম- 'Life is like riding a bicycle, to keep your balance you must keep moving.' হিসাব করে খুব বেশি প্রোডাক্টিভ কাজ না করলেও এমন ছোট ছোট কাজের মধ্য দিয়েই কাটিয়েছি বন্দি সময়টা। অবস্থাটা ছিল সোলসের গানের কথার মত- 'তবুও জীবন যাচ্ছে কেটে জীবনের নিয়মে।'

সৃষ্টিকর্তার কাছে কামনা এই কঠিন সময় দ্রুত কেটে যাক। আবার সব স্বাভাবিক হোক। করোনার এই কঠিন সময় কেটে গেলেও, উপলব্ধিগুলো যেন চলে না যায়। উপলব্ধিগুলোকে যেন ভবিষ্যতে ইতিবাচকভাবে কাজে লাগাতে পারি সেটাই চাই।

লেখক: শিক্ষার্থী, ঢাকা সিটি কলেজ

সাহিত্যিকের কাজ

মৌরুসি মঞ্জুষা

হাজার রকম মানুষ আছে
এই আমিটার মাঝে;
তার মঝে কেউ জঘন্য খুব,
কেউবা বাজে সাজে!

ভালো মানুষ, সুখী মানুষ-
সবাই সে এক আমি,
প্রেম-বেদনার মানুষরূপেও
ছন্দের মাঠে নামি!

খোলা মনের - আবার অশ্লীল
কখনো কখনো হই,
লজ্জায় আবার মাথা নত,
আমি নিজে আমি নই!

কখনো এ আমি হাসি-খুশি
নেচে গেয়ে প্রাণবন্ত;
পরক্ষণেই কি হলো আমার!
বিমর্ষতার নেই অন্ত!

সরল আমি, প্রতিমা মায়ার;
একটু পরেই বিদ্রোহী;
ধীর স্থির এ নিশ্চুপ আমি,
কখনো আবার ত্রাসবহী!
প্রতিদিন আমাকে তুমি হতে হয়,
তোমার অনুভূতি লিখতে;
নিজ অস্তিত্বে তোমাকে রেখে
জীবনকে হয় শিখতে।

তোমার মাঝে উথাল পাতাল
মন্দ ভালো চিন্তা কতো!
তোমার স্থানে দাঁড়িয়ে হিসেব
কষেই চলি অবিরত!
তোমার যাতে স্পর্শ করে
আমার লেখা কাব্য-কথা,
তাই তুমি হয়ে বুঝতে বসি
তোমার মাঝের অসভ্যতা!

তাইতো আমার খোলস ছেড়ে
তুমি হয়ে লাগি কাজে;
আমি যদি তুমি না হতাম,
সাহিত্যটা হতোই না যে!

খুকুর পুতুল

তুফান মাজহার খান

খুকুর পুতুল হারিয়েছে
গত পরশু সাঁঝে,
তাইতো খুকুর মন বসে না
এখন কোনো কাজে।

সকাল-বিকাল খুকুমনি
থাকে গাল ফুলিয়ে,
আগে খুকু করত খেলা
দিত পুতুল বিয়ে।

খুকুর বাবা তাই না দেখে
আনলো পুতুল কিনে,
দুঃখ মুছে খুকু এবার
বাজায় গানের বীণে।

বাংলাদেশ বেতারের জাতীয় ও স্থানীয় সংবাদ

প্রচার সময়	স্থিতি	প্রচার কেন্দ্র	সম্প্রচার/ রীলে
বাংলা			
সকাল ৭-০০	২০ মিঃ	ঢাকা	চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, রংপুর, সিলেট, বরিশাল, ঠাকুরগাঁও
সকাল ৯-০০	৫ মিঃ	ঢাকা	ঐ
সকাল ১০-০০	৫ মিঃ	ঢাকা	বরিশাল, ঠাকুরগাঁও, কক্সবাজার
সকাল ১১-০০	৫ মিঃ	ঢাকা	ঠাকুরগাঁও
দুপুর ১২-০০	৫ মিঃ	ঢাকা	চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, রংপুর, সিলেট, বান্দরবান, রাঙ্গামাটি, কক্সবাজার
বেলা ২-০০	৫ মিঃ	ঢাকা	চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, রংপুর, সিলেট, বান্দরবান, কক্সবাজার, রাঙ্গামাটি
বেলা ৩-০০	৫ মিঃ	ঢাকা	চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, রংপুর, সিলেট, কক্সবাজার, রাঙ্গামাটি, বান্দরবান
বিকেল ৪-০০	৫ মিঃ	ঢাকা	চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, রংপুর, সিলেট, কক্সবাজার, বান্দরবান, রাঙ্গামাটি, কুমিল্লা
সন্ধ্যে ৬-০০	৫ মিঃ	ঢাকা	চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, রংপুর, সিলেট, ঠাকুরগাঁও, কুমিল্লা, বরিশাল
রাত ৮-৩০	২০ মিঃ	ঢাকা	চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, রংপুর, সিলেট, ঠাকুরগাঁও, কুমিল্লা, বরিশাল
রাত ১১-০০	৫ মিঃ	ঢাকা	চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, রংপুর, সিলেট, ঠাকুরগাঁও, কুমিল্লা, বরিশাল
রাত ১২-০০	৫ মিঃ	ঢাকা	
ইংরেজী			
সকাল ৮-০০	১০ মিঃ	ঢাকা	চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, রংপুর, সিলেট, বরিশাল, ঠাকুরগাঁও
বেলা ১-০০	৫ মিঃ	ঢাকা	চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, বান্দরবান, রাঙ্গামাটি, কক্সবাজার
বিকেল ৫-০০	৫ মিঃ	ঢাকা	চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, রংপুর, সিলেট, ঠাকুরগাঁও, কুমিল্লা, বরিশাল
রাত ৯-৩০	১০ মিঃ	ঢাকা	চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, রংপুর, সিলেট, বরিশাল, ঠাকুরগাঁও
রাত ১২-০৫	৫ মিঃ	ঢাকা	

স্থানীয়/ আঞ্চলিক বার্তা সংস্থা প্রচারিত সংবাদ

ভাষা	প্রচার সময়	স্থিতি	আঞ্চলিক বার্তাসংস্থা
বাংলা	সকাল ৮-১০	৫ মিঃ	চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, রংপুর, সিলেট, বরিশাল, ঠাকুরগাঁও
বাংল	সকাল ১০-০০	৫ মিঃ	খুলনা
বাংলা	সকাল ১১-০৫	৫ মিঃ	কক্সবাজার, ঠাকুরগাঁও
বাংলা	দুপুর ১২-১০	৫ মিঃ	চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, রংপুর, বান্দরবান
বাংলা	দুপুর ১২-২৫	৫ মিঃ	কক্সবাজার
বাংলা	বেলা ২-০৫	৫ মিঃ	রংপুর, রাঙ্গামাটি, রাজশাহী
বাংলা	বেলা ৩-৩০	৫ মিঃ	কক্সবাজার
মারমা/ চাকমা/ ত্রিপুরা	বেলা ২-০৫	১৫ মিঃ	প্রচার চট্টগ্রাম: (রীলে কক্সবাজার, বান্দরবান)
ইংরেজী	সন্ধ্যে ৬-০৫	৫ মিঃ	চট্টগ্রাম, খুলনা
বাংলা	সন্ধ্যে ৭-০০	৫ মিঃ	ঢাকা (কুমিল্লা ও ঠাকুরগাঁও ঢাকা থেকে রীলে), চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, রংপুর, সিলেট, বরিশাল, কক্সবাজার (এফএম১০০.৮)
চাকমা	বেলা ২-০০	৫ মিঃ	রাঙ্গামাটি
মারমা/ তঞ্চঙ্গা/ ত্রিপুরা	বেলা ৩-২০	১৫মিঃ	রাঙ্গামাটি
বাংলা	বিকেল ৩-৫৫	৫ মিঃ	খুলনা
বাংলা	বিকেল ৫-১০	৫ মিঃ	রাজশাহী
বাংলা	সন্ধ্যে ৬-০৫	৫ মিঃ	ঠাকুরগাঁও, খুলনা
বাংলা	রাত ৮-০০	৫ মিঃ	ঠাকুরগাঁও
বাংলা	বিকেল ৫-৩০	৫ মিঃ	কুমিল্লা

বিশেষ সংবাদ					
প্রকৃতি	ভাষা	প্রচার সময়	স্থিতি	প্রচার কেন্দ্র	সম্প্রচার/ রীলে
বাণিজ্যিক সংবাদ	বাংলা	বিকেল ৫-০৫ মিঃ	৫ মিঃ	ঢাকা	চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, রংপুর, সিলেট, ঠাকুরগাঁও, কুমিল্লা, বরিশাল
খেলাধুলার সংবাদ	বাংলা	রাত ৮-০৫ মিঃ	৫ মিঃ	ঢাকা	চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, সিলেট, রংপুর, ঠাকুরগাঁও, কুমিল্লা
সার্ক সংবাদ (সোমবার)	বাংলা	সন্ধ্যে ৬-৩৫ মিঃ	৭.৫ মিঃ	ঢাকা	কুমিল্লা
	ইংরেজী	সন্ধ্যে ৬-৪০ মিঃ	৭.৫ মিঃ	ঢাকা	কুমিল্লা
মনিটরিং সংবাদ (মঙ্গলবার)	বাংলা	রাত ১০-০০ মিঃ	৫ মিঃ	ঢাকা	
মনিটরিং সংবাদ (বুধবার)	ইংরেজী	রাত ১০-০০ মিঃ	৫ মিঃ	ঢাকা	

সংবাদ পরিক্রমা				
ভাষা	প্রচার সময়	স্থিতি	প্রচার দিন	প্রচার কেন্দ্র, সম্প্রচার/ রীলে
বাংলা	সকাল ১০-০৫	১০ মিঃ	প্রতি শুক্রবার	ঢাকা
ইংরেজী	রাত ৯-৪৫	১০ মিঃ	প্রতি বৃহস্পতিবার	ঢাকা চট্টগ্রাম, খুলনা, রংপুর, রাজশাহী, সিলেট, ঠাকুরগাঁও, কুমিল্লা (রীলে)

বাংলাদেশ বেতার হতে প্রচারিত অনুষ্ঠানের দৈনিক সময়সূচি:

ক্রমিক নং	ট্রান্সমিটার	অনুষ্ঠান প্রচার সময়	ঘণ্টা
ঢাকা	ঢাকা - ক - ৬৯৩ কিলোহার্জ	০৬:৩০ - ১২:০০ ১৪:১৫ - ২৩:৩০	৫:৩০ ৯:১৫
	ঢাকা - খ - ৮১৯ কিলোহার্জ	০৬:৩০ - ১২:১০ ১৪:১৫ - ২৩:১০ ০০:০০-০৩:০০	৫:৪০ ৮:৫৫ ৩:০০
	বাণিজ্যিক কার্যক্রম - ৬৩০ কিলোহার্জ	০৯:০০ - ১৯:০০	১০:০০
	ঢাকা - গ - ১১৭০ কিলোহার্জ	১৫:০০ - ১৭:০০	২:০০
	এফএম - ৮৮.৮ মেগাহার্জ	০৭:০০ - ১২:০০ ১৬০০-২১০০	৫:০০ ৫:০০
	এফএম - ৯০ মেগাহার্জ	১৮৩০ - ০২০০	৭:৩০
	এফএম - ৯৭.৬ মেগাহার্জ	১৯:০০- ২৩:০০	৪:০০
	এফএম - ১০০ মেগাহার্জ	০৬:০০ - ১২:০০ ১৩:০০ - ১৫:০০ ১৭:০০ - ২৩:০০ ২৩:০০-২৩:১৫ ২৩:১৫-০০:০০ ০০:০০-০৩:০০	৬:০০ ২:০০ ৬:০০ ০০:১৫ ০০:৪৫ ৩:০০
	এফএম - ১০২.০ মেগাহার্জ	০৬:০০ - ০০:০০	১৮:০০
	এফএম - ১০৩.২ মেগাহার্জ /৯২মেগাহার্জ	---------	
	এফএম - ১০৪ মেগাহার্জ	০৯০০-১৯০০ ২১:০০ - ২১:৪৫	১০:০০ ০০:৪৫
	এফএম - ১০৬ মেগাহার্জ	০৬:৩০ - ১২:০০ ১৪:১৫ - ২৩:৩০	৫:৩০ ৯:১৫
চট্টগ্রাম	চট্টগ্রাম - ৮৭৩ কিলোহার্জ	৬:৩০ - ১০:০০ ১২:০০ - ২৩:১০	৩:৩০ ১১:১০
	এফএম - ৮৮.৮ মেগাহার্জ	০৬:৩০- ১০:০০ ১২:০০ - ২৩:১০	৩:৩০ ১১:১০
	এফএম - ৯০ মেগাহার্জ	০৬:০০ - ০০:০০	১৮:০০
	এফএম ১০৫.৬ মেগাহার্জ	পরীক্ষামূলক	
	রাজশাহী - ১০৮০ কিলোহার্জ	৬:৩০ - ১০:০০ ১২:০০ - ২৩:১০	৩:৩০ ১১:১০
	রাজশাহী - ৮৪৬ কিলোহার্জ	৬:৩০ - ১০:০০ ১২:০০ - ২৩:১০	৩:৩০ ১১:১০

রাজশাহী	এফএম - ৮৮.৮ মেগাহাজ	০৬:৩০ - ১০:০০ ১৬:০০ - ২৩:১০	৩:৩০ ৭:১০
	এফএম - ৯০ মেগাহার্জ	১০:১৫ - ১১:১৫ ১৯:৩০-২৩:০০	১:০০ (প্রতি শুক্রবার) ৩:৩০
	এফএম - ১০৪ মেগাহার্জ	৬:৩০ - ১০:০০ ১২:০০-২৩১০	৩:৩০ ১১:১০
	এফএম ১০৫.২ মেগাহার্জ	পরীক্ষামূলক	
খুলনা	খুলনা - ৫৫৮ কিলোহার্জ	০৬:৩০ - ১০:০০ ১২:০০ - ২৩:১৫	৩:৩০ ১১:১৫
	এফএম - ৮৮.৮ মেগাহার্জ	০৬:৩০ - ১৩:০০ ১৯:০০ - ২৩:১৫	৬:৩০ ৪:১৫
	এফএম - ৯০ মেগাহার্জ	১০:১৫ - ১১:১৫ ১৯:৩০-২৩:০০	১:০০ (প্রতি শুক্রবার) ৩:৩০
	এফএম - ১০২ মেগাহার্জ	০৬:৩০ - ১০:০০ ১৪:৩০ - ২৩:১৫	৩:৩০ ৮:৪৫
রংপুর	রংপুর - ১০৫৩ কিলোহার্জ	০৬:৩০ - ১০:০০ ১২.০০ - ২৩:১০	৩:৩০ ১১:১০
	এফএম - ৮৮.৮ মেগাহার্জ	০৬:৩০ - ৯:০০ ১৪:০০ - ১৭:১০ ১৯:০০-২৩:১০	২:৩০ ৩:১০ ৪:১০
	এফএম - ৯০ মেগাহার্জ	১৯:৩০-২৩:০০ ১০:১৫ - ১১.১৫	৩:৩০ ১:০০ (প্রতি শুক্রবার)
	এফএম - ১০৫.৬ মেগাহার্জ	১৭:১০ - ১৯০০ ২১০০-২১৪৫	১:৫০ ০:৪৫
সিলেট	সিলেট - ৯৬৩ কিলোহার্জ	০৬:৩০ - ১০:০০ ১২:০০ - ২৩:১০	৩:৩০ ১১:১০
	এফএম - ৮৮.৮ মেগাহার্জ	০৬:৩০ - ১০:০০ ১২:০০ - ২৩:১০	৩:৩০ ১১:১০
	এফএম - ৯০ মেগাহার্জ	পরীক্ষামূলক	
	এফএম ১০৫.২ মেগাহার্জ	৬:৩০ - ১০:০০ ১৯০০ - ২৩০০	৩:৩০ ৪:০০
বরিশাল	বরিশাল - ১২৮৭ কিলোহার্জ	০৬:৩০ - ১১:১০ ১৬:৩০ - ২৩:১০	৪:৪০ ৬:৪০
	এফএম ১০৫.২ মেগাহার্জ	০৬:৩০ - ১১:১০ ১৬:৩০ - ২৩:১০	৪:৪০ ৬:৪০
ঠাকুরগাঁও	ঠাকুরগাঁও - ৯৯৯ কিলোহার্জ	৬:৩০ - ১১:১৫ ১৬:৩০ - ২৩:১০	৪:৪৫ ৬:৪০
	এফএম - ৯২ মেগাহার্জ	৬:৩০ - ১১:১৫ ১৬:৩০ - ২৩:০০	৪:৪৫ ৬:৩০
রাঙ্গামাটি	রাঙ্গামাটি - ১১৬১ কিলোহার্জ	১৩/০৬/২০১৭ হতে Antenna System ধ্বসে যাওয়ায় বর্তমানে বন্ধ	
	এফএম - ১০৩.২ মেগাহার্জ	১১:০০ - ১৬:৩০	৫:৩০
কক্সবাজার	কক্সবাজার - ১৩১৪ কিলোহার্জ	০৮:৩০ - ১৪:০৫	৫:৩৫
	এফএম - ১০০.৮ মেগাহার্জ	০৬:৩০ - ১৪:০৫ ১৯:০০ - ২৩:০০	৭:৩৫ ৪:০০
কুমিল্লা	কুমিল্লা - ১৪১৩ কিলোহার্জ	১৫:৩০ - ২৩:৩০	৮:০০
	এফএম - ১০১.২ মেগাহার্জ	২১:০০ - ২১:৪৫	০০:৪৫
	এফএম - ১০৩.৬ মেগাহার্জ	০৬:৩০ - ০৮:০০ ১৫:৩০ - ২৩:৩০	১:৩০ ৮:০০
বান্দরবান	বান্দরবান - ১৪৩১ কিলোহার্জ	১১:৩০ - ১৬:৩০	৫:০০
	এফএম - ১০৪ মেগাহার্জ	১১:৩০-১৬:৩০	৫:০০
নওয়াপাড়া	নওয়াপাড়া এফএম ১০০.৮ মেগাহার্জ	০৬:৩০-১০:০০ ১৪:৩০-২৩:১৫	৩:৩০ ৮:৪৫
গোপালগঞ্জ	গোপালগঞ্জ-এফএম ৯২ মেগাহার্জ	০৮:০০-১০:০০	২:০০
ময়মনসিংহ	ময়মনসিংহ-এফএম ৯২ মেগাহার্জ	০৮:০০-১০:০০	২:০০
	হোম সার্ভিস শর্টওয়েভ -৪৭৫০ কিলোহার্জ	১২:০০- ২৩:০০	১১:০০
	বহির্বিশ্ব কার্যক্রম (শর্টওয়েভ)		
	ফ্রিকোয়েন্সি ১৫১০৫ কিলোহার্জ	১৮:৩০ - ১৯:০০	০০:৩০
	ফ্রিকোয়েন্সি ৯৪৫৫ কিলোহার্জ	১৯:১৫ - ১৯:৪৫	০০:৩০
	ফ্রিকোয়েন্সি ১৫৫০৫ কিলোর্হাজ	২১:১৫ - ২১:৪৫	০০:৩০
	ফ্রিকোয়েন্সি ৭২৫০ কিলোহার্জ	২২:০০ - ২২:৩০ ২২:৩০ - ২৩:৩০	০০:৩০ ০১:০০
	ফ্রিকোয়েন্সি ১৩৫৮০ কিলোহার্জ	২৩:৪৫ - ০১:০০ ০১:১৫ - ০২:০০	০১:১৫ ০০:৪৫

বাংলাদেশ বেতারের এফ.এম. ট্রান্সমিটার সমূহ

কেন্দ্রের নাম	অনুষ্ঠান	প্রচার সময়	ট্রান্সমিটার (কি.ও.)	তরঙ্গমালা (মেগাহার্জ)	তরঙ্গদৈর্ঘ্য (মিটার)
ঢাকা-৮৮.৮	ট্রাফিক সম্প্রচার কার্যক্রম	০৭০০-২১০০	১০	৮৮.৮	৩.৩৮
ঢাকা-৯০.০	বহির্বিশ্ব কার্যক্রম	১৮৩০-০২০০	৫	৯০	৩.৩৩
ঢাকা-৯৭.৬	বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান	১৯০০-২৩০০	৫	৯৭.৬	৩.০৭
ঢাকা-১০০	বিবিসি এর অনুষ্ঠান ঢাকা-এফএম ১০০/ ট্রান্সক্রিপশন সার্ভিস বিবিসি এর অনুষ্ঠান ঢাকা-ক বিশ্ব সংগীত নিশুতি অধিবেশন	০৬০০-১২০০ ১৩০০-১৫০০ ১৭০০-২৩০০ ২৩০০-২৩১৫ ২৩১৫-০০০০ ০০০০-০৩০০	৩	১০০	৩.০
ঢাকা-১০২	সিআরআই (চীন)এর অনুষ্ঠান	০৬০০-০০০০	১০	১০২	২.৯৪
ঢাকা-১০৩.২	ফ্রি চ্যানেল	----------	৫	১০৩.২	২.৯০
ঢাকা-১০৪	ঢাকা ক ঢাকা খ ঢাকা ক বাণিজ্যিক কার্যক্রম এনএইচকে (জাপান) এর অনুষ্ঠান	০৬০০-০৭৩০ ০৭৩০-০৮০০ ০৮০০-০৮৩০ ০৯০০-১৯০০ ২১০০-২১৪৫	১০	১০৪	২.৮৮
ঢাকা-১০৬	ঢাকা-ক এর অনুষ্ঠান ঢাকা-ক এর অনুষ্ঠান	০৬৩০-১২০০ ১৪১৫-২৩৩০	১০	১০৬	২.৮৩
চট্টগ্রাম-৮৮.৮	বিবিসি এর অনুষ্ঠান স্থানীয় মধ্যম তরঙ্গ ও ঢাকার অনুষ্ঠান বিবিসি এর অনুষ্ঠান স্থানীয় মধ্যম তরঙ্গ ও বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান বিবিসি এর অনুষ্ঠান স্থানীয় মধ্যম তরঙ্গ ও বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান এনএইচকে (জাপান) এর অনুষ্ঠান স্থানীয় মধ্যম তরঙ্গ ও বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান বিবিসি এর অনুষ্ঠান স্থানীয় মধ্যম তরঙ্গ ও বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান	০৬৩০-০৭০০ ০৭০০-০৭৩০ ০৭৩০-০৮০০ ০৮০০-১০০০ ১২০০-১৯৩০ ১৯৩০-২০০০ ২০০০-২১০০ ২১০০-২১৪৫ ২১৪৫-২২৩০ ২২৩০-২৩০০ ২৩০০-২৩১০	১০	৮৮.৮	৩.৩৮
চট্টগ্রাম-৯০	সিআরআই (চীন)এর অনুষ্ঠান	০৬০০-০০০০	৫	৯০	৩.৩৩
চট্টগ্রাম-১০৫.৬	পরীক্ষামূলক		২	১০৫.৬	২.৮৪
খুলনা -৮৮.৮	বিবিসি এর অনুষ্ঠান স্থানীয় মধ্যম তরঙ্গ ও ঢাকার অনুষ্ঠান বিবিসি এর অনুষ্ঠান স্থানীয় মধ্যম তরঙ্গ ও বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান স্থানীয় মধ্যম তরঙ্গ অনুষ্ঠান স্থানীয় মধ্যম তরঙ্গ ও বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান বিবিসি এর অনুষ্ঠান স্থানীয় মধ্যম তরঙ্গ ও বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান এনএইচকে (জাপান) এর অনুষ্ঠান স্থানীয় মধ্যম তরঙ্গ ও বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান বিবিসি এর অনুষ্ঠান স্থানীয় মধ্যম তরঙ্গ ও বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান	০৬৩০-০৭০০ ০৭০০-০৭৩০ ০৭৩০-০৮০০ ০৮০০-১০০০ ১০০০-১২০০ ১২০০-১৩০০ ১৯০০-১৯৩০ ১৯৩০-২০০০ ২০০০-২১০০ ২১০০-২১৪৫ ২১৪৫-২২৩০ ২২৩০-২৩০০ ২৩০০-২৩১৫	১০	৮৮.৮	৩.৩৮

কেন্দ্রের নাম	অনুষ্ঠান	প্রচার সময়	ট্রান্সমিটার (কি.ও.)	তরঙ্গমালা (মেগাহার্জ)	তরঙ্গদৈর্ঘ্য (মিটার)
খুলনা -৯০	মিনা/ঢাকার অনুষ্ঠান(প্রতি শুক্রবার) বিনোদনমূলক ঢাকার অনুষ্ঠান রীলে	১০১৫-১১১৫ ১৯৩০-২৩০০	৫	৯০	৩.৩৩
নওয়াপাড়া-১০০.৮	স্থানীয় মধ্যম তরঙ্গ ও ঢাকার অনুষ্ঠান রীলে	০৬৩০-১০০০ ১৪৩০-২৩১৫	১০	১০০.৮	২.৯৮
খুলনা-১০২	স্থানীয় মধ্যম তরঙ্গ ও ঢাকার অনুষ্ঠান রীলে	০৬৩০-১০০০ ১৪৩০-২৩১৫	১	১০২	২.৯৪
সিলেট-৮৮.৮	বিবিসি এর অনুষ্ঠান স্থানীয় মধ্যম ও ঢাকার অনুষ্ঠান বিবিসি এর অনুষ্ঠান স্থানীয় মধ্যম তরঙ্গ ও বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান স্থানীয় মধ্যম তরঙ্গ ও বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান বিবিসি এর অনুষ্ঠান স্থানীয় মধ্যম তরঙ্গ ও বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান বিবিসি এর অনুষ্ঠান স্থানীয় মধ্যম তরঙ্গ ও বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান	০৬৩০-০৭০০ ০৭০০-০৭৩০ ০৭৩০-০৮০০ ০৮০০-১০০০ ১২০০-১৯৩০ ১৯৩০-২০০০ ২০০০-২২৩০ ২২৩০-২৩০০ ২৩০০-২৩১০	১০	৮৮.৮	৩.৩৮
সিলেট-৯০	পরীক্ষামূলক	৫	৯০	৩.৩৩	
সিলেট-১০৫.২	স্থানীয় মধ্যম তরঙ্গ ও ঢাকার অনুষ্ঠান এনএইচকে (জাপান) এর অনুষ্ঠান স্থানীয় মধ্যম তরঙ্গ ও ঢাকার অনুষ্ঠান	০৬৩০-১০০০ ১৯০০-২১০০ ২১০০-২১৪৫ ২১৪৫-২৩০০	১	১০৫.২	২.৮৫
রাজশাহী-৮৮.৮	বিবিসি এর অনুষ্ঠান স্থানীয় মধ্যম তরঙ্গ ও ঢাকার অনুষ্ঠান বিবিসি এর অনুষ্ঠান স্থানীয় মধ্যম তরঙ্গ ও বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান স্থানীয় মধ্যম তরঙ্গ ও বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান বিবিসি এর অনুষ্ঠান স্থানীয় মধ্যম তরঙ্গ ও বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান এনএইচকে (জাপান) এর অনুষ্ঠান স্থানীয় মধ্যম তরঙ্গ ও বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান বিবিসি এর অনুষ্ঠান স্থানীয় মধ্যম তরঙ্গ ও বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান	০৬৩০-০৭০০ ০৭০০-০৭৩০ ০৭৩০-০৮০০ ০৮০০-১০০০ ১৬০০-১৯৩০ ১৯৩০-২০০০ ২০০০-২১০০ ২১০০-২১৪৫ ২১৪৫-২২৩০ ২২৩০-২৩০০ ২৩০০-২৩১০	১০	৮৮.৮	৩.৩৮
রাজশাহী-৯০	মিনা/ঢাকার অনুষ্ঠান(প্রতি শুক্রবার) ঢাকার অনুষ্ঠান	১০১৫-১১১৫ ১৯৩০-২৩০০	৫	৯০	৩.৩৩
রাজশাহী-১০৪.০	স্থানীয় মধ্যম তরঙ্গ ও বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান স্থানীয় মধ্যম তরঙ্গ ও বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান	০৬৩০-১০০০ ১২০০-২৩১০	৫	১০৪	২.৮৮
রাজশাহী-১০৫.২	পরীক্ষামূলক	----------	১	১০৫.২	২.৮৫
রংপুর-৮৮.৮	বিবিসি এর অনুষ্ঠান স্থানীয় মধ্যম তরঙ্গ ও ঢাকার অনুষ্ঠান বিবিসি এর অনুষ্ঠান স্থানীয় মধ্যম তরঙ্গ ও বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান স্থানীয় মধ্যম তরঙ্গ ও বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান বিবিসি এর অনুষ্ঠান স্থানীয় মধ্যম তরঙ্গ ও বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান বিবিসি এর অনুষ্ঠান স্থানীয় মধ্যম তরঙ্গ ও বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান	০৬৩০-০৭০০ ০৭০০-০৭৩০ ০৭৩০-০৮০০ ০৮০০-০৯০০ ১৪০০-১৭১০ ১৯০০-১৯৩০ ১৯৩০-২০০০ ২০০০-২২৩০ ২২৩০-২৩০০ ২৩০০-২৩১০	১০	৮৮.৮	৩.৩৮

কেন্দ্রের নাম	অনুষ্ঠান	প্রচার সময়	ট্রান্সমিটার (কি.ও.)	তরঙ্গমালা (মেগাহার্জ)	তরঙ্গদৈর্ঘ্য (মিটার)
রংপুর-৯০	মিনা/ঢাকার অনুষ্ঠান(প্রতি শুক্রবার) বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান	১০১৫-১১১৫ ১৯৩০-২৩০০	৫	৯০	৩.৩৩
রংপুর-১০৫.৬	বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান এনএইচকে (জাপান) এর অনুষ্ঠান	১৭১০-১৯০০ ২১০০-২১৪৫	১	১০৫.৬	২.৮৫
ঠাকুরগাঁও-৯২	বিবিসি এর অনুষ্ঠান স্থানীয় এফ.এম অনুষ্ঠান বিবিসি এর অনুষ্ঠান স্থানীয় এফ.এম অনুষ্ঠান স্থানীয় এফ.এম অনুষ্ঠান বিবিসি এর অনুষ্ঠান স্থানীয় মধ্যম তরঙ্গ ও বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান বিবিসি এর অনুষ্ঠান	০৬৩০-০৭০০ ০৭০০-০৭৩০ ০৭৩০-০৮০০ ০৮০০-১১১৫ ১৬৩০-১৯৩০ ১৯৩০-২০০০ ২০০০-২২৩০ ২২৩০-২৩০০	১০	৯২.০	৩.২৬
কুমিল্লা-১০১.২	এনএইচকে (জাপান) এর অনুষ্ঠান	২১০০-২১৪৫	২	১০১.২	২.৯৬
কুমিল্লা-১০৩.৬	বিবিসি এর অনুষ্ঠান ঢাকা-ক এর অনুষ্ঠান বিবিসি এর অনুষ্ঠান ঢাকা-ক এর অনুষ্ঠান বিবিসি এর অনুষ্ঠান ঢাকা-ক এর অনুষ্ঠান বিবিসি এর অনুষ্ঠান ঢাকা-ক এর অনুষ্ঠান	০৬৩০-০৭০০ ০৭০০-০৭৩০ ০৭৩০-০৮০০ ১৫৩০-১৯৩০ ১৯৩০-২০০০ ২০০০-২২৩০ ২২৩০-২৩০০ ২৩০০-২৩৩০	১০	১০৩.৬	২.৯০
বরিশাল-১০৫.২	বিবিসি এর অনুষ্ঠান স্থানীয় মধ্যম তরঙ্গের অনুষ্ঠান বিবিসি এর অনুষ্ঠান স্থানীয় মধ্যম তরঙ্গের অনুষ্ঠান স্থানীয় মধ্যম তরঙ্গের অনুষ্ঠান বিবিসি এর অনুষ্ঠান স্থানীয় মধ্যম তরঙ্গের অনুষ্ঠান বিবিসি এর অনুষ্ঠান স্থানীয় মধ্যম তরঙ্গের অনুষ্ঠান	০৬৩০-০৭০০ ০৭০০-০৭৩০ ০৭৩০-০৮০০ ০৮০০-০১১১০ ১৬৩০-১৯৩০ ১৯৩০-২০০০ ২০০০-২২৩০ ২২৩০-২৩০০ ২৩০০-২৩১০	১০	১০৫.২	২.৮৫
কক্সবাজার-১০০.৮	বিবিসি এর অনুষ্ঠান ঢাকা-ক এর অনুষ্ঠান বিবিসি এর অনুষ্ঠান স্থানীয় মধ্যম তরঙ্গের অনুষ্ঠান স্থানীয় মধ্যম তরঙ্গের অনুষ্ঠান বিবিসি এর অনুষ্ঠান স্থানীয় মধ্যম তরঙ্গের অনুষ্ঠান বিবিসি এর অনুষ্ঠান	০৬৩০-০৭০০ ০৭০০-০৭৩০ ০৭৩০-০৮৩০ ০৮৩০-১৪০৫ ১৯০০-১৯৩০ ১৯৩০-২০০০ ২০০০-২২৩০ ২২৩০-২৩০০	১০	১০০.৮	২.৯৮
বান্দরবান-১০৪	স্থানীয় মধ্যম তরঙ্গ ও বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান	১১৩০-১৬৩০	৫	১০৪	২.৮৮
রাঙ্গামাটি-১০৩.২	স্থানীয় মধ্যম তরঙ্গ ও বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান	১১০০-১৬৩০	৫	১০৩.২	২.৯০
গোপালগঞ্জ-৯২	স্থানীয়ভাবে প্রচারিত অনুষ্ঠান	০৮:০০-১০:০০	১০	৯২.০	৩.২৬
ময়মনসিংহ-৯২	স্থানীয়ভাবে প্রচারিত অনুষ্ঠান	০৮:০০-১০:০০	১০	৯২.০	৩.২৬

বেতার সংবাদ

বাংলাদেশ বেতার খুলনা কেন্দ্রের সুবর্ণজয়ন্তী উদযাপন

গত ৪ঠা ডিসেম্বর ২০২০ তারিখে বাংলাদেশ বেতার খুলনা কেন্দ্রের গৌরবের ৫০ বছর পূর্তি উদযাপিত হয়। এ উপলক্ষে সকালে বাংলাদেশ বেতার, খুলনা ভবনে আয়োজিত সূবর্ণজয়ন্তী অনুষ্ঠানে জুম অ্যাপে প্রধান অতিথি ছিলেন তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ এম.পি। প্রধান অতিথির বক্তৃতায় তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ এম.পি বলেন, দেশের নিজস্ব সংস্কৃতি ও ঐহিত্যকে ধরে রেখেই বেতারের অনুষ্ঠানমালা তৈরি করতে হবে। দেশপ্রেম নিয়ে ভবিষ্যতের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় নতুন প্রজন্ম যাতে গড়ে ওঠতে পারে সে ব্যাপারেও বেতারকে দায়িত্ব পালন করতে হবে। তিনি বলেন, আকাশ সংস্কৃতি, ধর্মীয় অপব্যাখ্যা, ইন্টারনেটে নানা ধরণের বিভ্রান্তিকর তথ্য একটি সুন্দর সমাজ গঠনের অন্তরায়। তাই এসব গুজব, অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে দেশের মানুষকে সচেতন করতে অন্যান্য গণমাধ্যমের সাথে তিনি বেতারকেও এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।

খুলনা বেতার প্রান্ত থেকে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন খুলনা সিটি কর্পোরেশনের মেয়র তালুকদার আব্দুল খালেক এবং জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান শেখ হারুনুর রশীদ। ঢাকা প্রান্ত থেকে জুমে বিশেষ অতিথি ছিলেন তথ্য সচিব খাজা মিয়া। জুম অ্যাপে অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ

বেতারের মহাপরিচালক হোসনে আরা তালুকদার। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন খুলনা বেতারের আঞ্চলিক পরিচালক মোঃ বশির উদ্দিন।

বিশেষ অতিথির বক্তৃতায় খুলনা সিটি মেয়র তালুকদার আব্দুল খালেক বলেন, খুলনা বেতার দক্ষিণাঞ্চলের মানুষের সংবাদ, শিক্ষা ও বিনোদনের প্রথম মাধ্যম। তিনি বলেন, খুলনা বেতার বিনোদনসহ নানা ধরণের কার্যক্রমের সাথে প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় তৃণমূলের মানুষকে আগাম সর্তকবার্তা দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করে। তথ্য সচিব খাজা মিয়া তাঁর আলোচনায় ছাত্র জীবনের স্মৃতি উলেখ করেন বলেন, তিনি খুলনা বিএল কলেজে লেখাপড়ার সময় খুলনা বেতারের অনুষ্ঠান শুনতেন। তিনি খুলনা বেতার থেকে প্রচারিত কৃষি বিষয়ক অনুষ্ঠানগুলো নিয়মিত শুনতেন এবং গ্রামের কৃষকদের এ অনুষ্ঠান শোনার পরামর্শ দিতেন।

সুবর্ণজয়ন্তীর অনুষ্ঠানে ঢাকা ও খুলনা প্রান্তে বেতারের কর্মকর্তা, কর্মচারী, শিল্পী, কলা-কুলশীরা অংশগ্রহণ করেন। মাননীয় তথ্যমন্ত্রীর ভার্চুয়াল উদ্বোধন শেষে জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান জনাব শেখ হারুন অর রশীদ বেলুন উড়িয়ে এবং ৫০ পাউন্ড ওজনের কেক কেটে সুবর্ণ জয়ন্তী উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

বাংলাদেশ বেতার, রংপুর কেন্দ্রের ৫৩তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপন

গত ১৬ নভেম্বর, ২০২০খ্রি: ছিল বাংলাদেশ বেতার, রংপুর কেন্দ্রের ৫৩ তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী। এদিন সন্ধ্যায় বাংলাদেশ বেতার রংপুর কেন্দ্রের স্টুডিওতে সংক্ষিপ্ত পরিসরে স্বাস্থ্যবিধি মেনে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব ও উদ্বোধনী ঘোষণা করেন অত্র কেন্দ্রের আঞ্চলিক পরিচালক (দায়িত্বে) ড. মোহাম্মদ হারুন অর রশিদ। অনুষ্ঠানে আঞ্চলিক প্রকৌশলী মোঃ আবু সালেহ, আঞ্চলিক বার্তা নিয়ন্ত্রক মোঃ আল-আমিন উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া অতিথিবৃন্দের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক মোঃ শাহ আলম, সাংবাদিক ও কথক আফতাব হোসেন, চিকিৎসক ও কথক ডা: মফিজুল ইসলাম মান্টুসহ অত্র কেন্দ্রের অনুষ্ঠান, প্রকৌশল ও বার্তা শাখার কর্মকর্তা-কর্মচারী, কলা-কুশলী এবং উপস্থাপকবৃন্দ। অনুষ্ঠান উপলক্ষে বাংলাদেশ বেতার, রংপুর এর স্টুডিও বর্ণিল সাজে সজ্জিত করা হয়। এরপর পর্যায়ক্রমে সাবেক কর্মকর্তাগণ ও অতিথিবৃন্দ রংপুর বেতার নিয়ে স্মৃতিচারণ করেন এবং এর ধারাবাহিক সাফল্য ও উন্নতি কামনা করেন। প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে কেক কাটা হয় এবং এ সময়ের অনুষ্ঠান সরাসরি সম্প্রচারিত হয় এফ.এম ১০৫.৬ মেগাহার্জে এবং একইসাথে বাংলাদেশ বেতার, রংপুর এর facebook পেজে live video streaming করা হয়। এ অনুষ্ঠানে তিন শাখার কর্মকর্তাবৃন্দের শুভেচ্ছা বক্তব্য, গান এবং সরাসরি ফোনে ও ফেসবুকে পাঠানো শ্রোতাদের কমেন্ট ও শুভেচ্ছা বার্তা প্রচার করা হয়।

গত ১২ নভেম্বর ২০২০ তারিখে তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান মাহ্‌মুদ এম.পি ঢাকায় জাতীয় প্রেসক্লাবে শহীদ নূর হোসেন দিবস উপলক্ষ্যে 'গণতান্ত্রিক আন্দোলনে শহীদ নূর হোসেন' শীর্ষক আলোচনায় অনলাইনে প্রধান অতিথির বক্তৃতা করেন

গত ০৯ নভেম্বর ২০২০ তারিখে তথ্য প্রতিমন্ত্রী ডা. মো: মুরাদ হাসান এম.পি ঢাকায় জাতীয় প্রেসক্লাবে শহীদ নূর হোসেন দিবস উপলক্ষ্যে আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতা করেন

নবনিযুক্ত তথ্যসচিব খাজা মিয়া-কে বাংলাদেশ বেতারের মহাপরিচালকের শুভেচ্ছা জ্ঞাপন

গত ১২ নভেম্বর, ২০২০ তারিখে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে ডিজিএফআই এর জন্য নির্মিত বিভিন্ন স্থাপনার উদ্বোধন অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন

গত ১০ নভেম্বর, ২০২০ তারিখে স্পেনের মাদ্রিদে জাতিসংঘের ৭৫তম বার্ষিকী উপলক্ষে 'Together for a Strengthened Multilateralism' শীর্ষক ভার্চুয়াল অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

গত ৪ নভেম্বর, ২০২০ তারিখে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে রাজধানীর জনসন রোডস্থ ঢাকা জেলার নবনির্মিত চিফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট ভবন এর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন